

জুবিলি

অধ্যায় ১

১ আর ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে যাত্রার প্রথম বছরে, তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিনে, [২৪৫০ খ্রিস্টাব্দ] ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বললেন, এই বলে: 'তুমি পর্বতে আমার কাছে এসো, আর আমি তোমাকে ব্যবস্থা ও আজ্ঞার দুটি পাথরের ফলক দেব, যা আমি লিখেছি, যেন তুমি সেগুলি শিক্ষা দিতে পারো।'
২ আর মোশি ঈশ্বরের পর্বতে আরোহণ করলেন, এবং সদাপ্রভুর মহিমা সীনাই পর্বতে বিরাজমান ছিল, আর একটি মেঘ ছয় দিন ধরে সেটিকে আবৃত করে রেখেছিল।
৩ আর তিনি সপ্তম দিনে মেঘের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন, এবং পর্বতের চূড়ায় প্রভুর মহিমার প্রকাশ জ্বলন্ত আগুনের মতো ছিল।
৪ আর মোশি সেই পর্বতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে ব্যবস্থা-কাল ও সাক্ষ্য-কালের সমস্ত দিনের বিভাজনের আদি ও পরবর্তী ইতিহাস শিক্ষা দিলেন।
৫ আর তিনি বললেন: 'এই পর্বতে আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলব, সে সবের প্রতি তোমার হৃদয়কে নিবদ্ধ করো এবং সেগুলি একটি পুস্তকে লিখে রাখো, যেন তাদের বংশধরেরা দেখতে পায় যে, সীনাই পর্বতে আজ আমি ও তোমার মধ্যে তাদের বংশধরদের জন্য যে নিয়ম স্থাপন করেছি, তা লঙ্ঘন করে তারা যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছে, তার জন্যেও আমি তাদের পরিত্যাগ করিনি।'
৬ আর যখন এই সমস্ত বিষয় তাদের উপর ঘটবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের সমস্ত বিচার ও সমস্ত কাজে আমি তাদের চেয়ে অধিক ধার্মিক এবং তারা বুঝতে পারবে যে, আমি সত্যই তাদের সঙ্গে ছিলাম।
৭ আর আমি আজ তোমাকে যে সমস্ত কথা বলছি, তুমি সেই সমস্ত কথা নিজের জন্য লিখে রাখো; কারণ আমি তাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা সম্পর্কে জানি; তাদের সেই দেশে নিয়ে যাওয়ার আগে, যে দেশের বিষয়ে আমি তাদের পূর্বপুরুষদের, অর্থাৎ অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে শপথ করে বলেছিলাম: 'আমি তোমাদের বংশধরদের দুধ ও মধুতে পরিপূর্ণ এক দেশ দেব।'
৮ আর তারা খেয়ে তৃপ্ত হবে এবং পরকীয় দেবতাদের দিকে ফিরবে, এমন দেবতাদের দিকে যারা তাদের কোনো দুঃখকষ্ট থেকেই উদ্ধার করতে পারে না; এবং এই সাক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ শোনা যাবে। কারণ তারা আমার সমস্ত আদেশ, অর্থাৎ আমি তাদের যা কিছু আদেশ করি, তা ভুলে যাবে এবং তারা পরজাতিদের, তাদের অশুচিতার ও তাদের লজ্জার অনুসরণ করবে এবং তাদের দেবতাদের সেবা করবে; আর এইগুলি তাদের জন্য এক অপরাধ, এক দুঃখকষ্ট, এক যন্ত্রণা ও এক ফাঁদ বলে প্রমাণিত হবে।
৯ আর অনেকে বিনষ্ট হবে ও বন্দী হবে এবং শত্রুর হাতে পড়বে, কারণ তারা আমার বিধি-বিধান ও আমার আদেশসমূহ, আমার চুক্তির উৎসবসমূহ, আমার বিশ্রামদিনসমূহ, এবং আমার সেই পবিত্র স্থান যা আমি তাদের মধ্যে নিজের জন্য পবিত্র করেছি, এবং আমার আবাস ও আমার সেই পবিত্র স্থান যা আমি দেশের মধ্যে নিজের জন্য পবিত্র করেছি, তা ত্যাগ করেছে; যেন আমি তার উপরে আমার নাম স্থাপন করি এবং তা সেখানে বাস করে।
১০ আর তারা নিজেদের জন্য উঁচু স্থান, উপবন ও খোদিত মূর্তি নির্মাণ করবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ মূর্তির উপাসনা করে বিপথে চালিত হবে; এবং তারা তাদের সন্তানদের মন্দ আত্মাদের উদ্দেশ্যে ও তাদের হৃদয়ের ভ্রান্তির সমস্ত কাজের জন্য উৎসর্গ করবে।
১১ আর আমি তাদের কাছে সাক্ষী পাঠাব, যেন আমি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি; কিন্তু তারা শুনবে না, বরং সেই সাক্ষীদেরও হত্যা করবে; যারা ব্যবস্থার অন্বেষণ করে, তাদের ওপর তারা অত্যাচার করবে এবং আমার চোখের সামনে অমঙ্গল ঘটানোর জন্য সবকিছু বাতিল ও পরিবর্তন করে দেবে।
১২ আর আমি তাদের থেকে আমার মুখ লুকাবো এবং বন্দিদশা, শিকার ও ভক্ষণের জন্য তাদেরকে অ-ইহুদিদের হাতে তুলে দেবো। আমি তাদেরকে দেশের মধ্য থেকে সরিয়ে দেবো এবং অ-ইহুদিদের মধ্যে তাদের ছড়িয়ে দেবো।
১৩ আর তারা আমার সমস্ত বিধি, সমস্ত আদেশ ও সমস্ত বিচার ভুলে যাবে এবং অমাবস্যা, বিশ্রামদিন, উৎসব, জয়ন্তী ও নিয়মকানুন বিষয়ে বিপথে যাবে।
১৪ আর এর পরে তারা অ-ইহুদিদের মধ্য থেকে তাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার দিকে ফিরবে; এবং আমি সমস্ত অ-ইহুদিদের মধ্য থেকে তাদের একত্রিত করব, আর তারা আমার অন্বেষণ করবে, যেন তারা আমাকে খুঁজে পায়, যখন তারা তাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমার অন্বেষণ করবে।
১৫ আর আমি তাদের কাছে ধার্মিকতার সঙ্গে প্রচুর শান্তি প্রকাশ করব এবং আমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাদের উপর সরলতার চারাগাছ রোপণ করব; আর তারা আশীর্বাদের কারণ হবে, অভিশাপের নয়; এবং তারা মস্তক হবে, পুচ্ছের নয়।
১৬ আর আমি তাদের মধ্যে আমার পবিত্র স্থান নির্মাণ করব, তাদের সঙ্গে বাস করব, এবং আমি তাদের ঈশ্বর হব আর তারা সত্য ও ধার্মিকতায় আমার প্রজা হবে।
১৭ আর আমি তাদের ত্যাগ করব না বা তাদের প্রতি ব্যর্থ হব না; কেননা আমিই তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।
১৮ তখন মোশি উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, তোমার প্রজাদের ও তোমার অধিকারকে পরিত্যাগ কোরো না, যেন তারা তাদের হৃদয়ের ভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট না হয়; এবং তাদেরকে তাদের শত্রু, অর্থাৎ অ-ইহুদিদের হাতে তুলে দিও না, পাছে তারা তাদের উপর শাসন করে এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করতে প্ররোচিত করে।'
১৯ হে প্রভু, তোমার প্রজাদের উপর তোমার করুণা বর্ষিত হোক, এবং তাদের অন্তরে এক সরল আত্মা সৃষ্টি করো; আর বেলিয়রের আত্মা যেন তাদের উপর রাজত্ব না করে, যেন সে তোমার সামনে তাদের দোষারোপ না করে এবং ধার্মিকতার সমস্ত পথ থেকে তাদের বিপথগামী না করে, যার ফলে তারা তোমার সম্মুখ থেকে বিনষ্ট হয়।
২০ কিন্তু তারা তোমারই প্রজা ও তোমারই অধিকার, যাদেরকে তুমি তোমার মহাপরাক্রমে মিশরীয়দের হাত

থেকে উদ্ধার করেছ; তুমি তাদের অন্তরে এক নির্মল হৃদয় ও পবিত্র আত্মা সৃষ্টি করো, এবং এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত যেন তারা নিজেদের পাপের জালে আবদ্ধ না হয়।

২১ আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন: 'আমি তাদের অবাধ্যতা, তাদের চিন্তাভাবনা ও তাদের একগুঁয়েমি জানি; এবং যতক্ষণ না তারা নিজেদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের পাপ স্বীকার করে, ততক্ষণ তারা বাধ্য হবে না।'

২২ আর এর পরে তারা সম্পূর্ণ সরলতার সাথে, তাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত আত্মা দিয়ে আমার দিকে ফিরবে এবং আমি তাদের হৃদয়ের অগ্রচর্ম ও তাদের বংশের হৃদয়ের অগ্রচর্ম ছেদন করব, এবং তাদের মধ্যে এক পবিত্র আত্মা সৃষ্টি করব ও তাদের শুচি করব, যেন তারা সেই দিন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আমার থেকে বিমুখ না হয়।

২৩ আর তাদের আত্মা আমার সঙ্গে ও আমার সমস্ত আজ্ঞার সঙ্গে লেগে থাকবে, এবং তারা আমার আদেশসমূহ পালন করবে; আর আমি তাদের পিতা হব এবং তারা আমার সন্তান হবে।

২৪ আর তারা সকলেই জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে এবং প্রত্যেক স্বর্গদূত ও প্রত্যেক আত্মা জানবে, হ্যাঁ, তারা জানবে যে এরা আমার সন্তান, এবং আমিই সরলতা ও ধার্মিকতায় তাদের পিতা, আর আমি তাদের ভালোবাসি।

২৫ আর এই পর্বতে আমি তোমাকে যে সমস্ত বাক্য জানাচ্ছি, তার প্রথম ও শেষ, তুমি নিজের জন্য লিখে রাখো; যা ব্যবস্থার ও সাক্ষ্যের সমস্ত দিনকালে, সপ্তাহ ও জয়ন্তীকালে অনন্তকাল পর্যন্ত ঘটবে, যতক্ষণ না আমি নেমে এসে অনন্তকাল ধরে তাদের সঙ্গে বাস করি।

২৬ আর তিনি উপস্থিত দূতকে বললেন: সৃষ্টির শুরু থেকে অনন্তকালের জন্য তাদের মধ্যে আমার পবিত্র স্থান নির্মিত হওয়া পর্যন্ত মোশির বিষয়ে লেখো।

২৭ আর প্রভু সকলের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হবেন এবং সকলে জানবে যে, আমিই ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যাকোবের সকল সন্তানের পিতা এবং সিয়োন পর্বতের উপর অনন্তকালের রাজা। আর সিয়োন ও যিরূশালেম পবিত্র হবে।

২৮ আর উপস্থিত দূত, যিনি ইস্রায়েলের শিবিরের আগে আগে যেতেন, তিনি সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে ব্যবস্থার এবং জয়ন্তী পর্বের সপ্তাহগুলোর সাক্ষ্যের বছর বিভাজনের ফলকগুলো নিয়ে এলেন; প্রতিটি বছর অনুসারে, জয়ন্তী পর্বের সমস্ত সংখ্যা অনুসারে; সেই [নব] সৃষ্টির দিন থেকে, যখন স্বর্গ ও পৃথিবী এবং তাদের সমস্ত সৃষ্টি স্বর্গের শক্তি অনুসারে নতুন করা হবে, এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি অনুসারে, যতক্ষণ না সিয়োন পর্বতের উপরে যিরূশালেমে প্রভুর পবিত্র স্থান নির্মিত হবে, এবং ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীতদের জন্য আরোগ্য, শান্তি ও আশীর্বাদের জন্য সমস্ত জ্যোতিষ্ক নতুন করা হবে; আর যেন সেই দিন থেকে পৃথিবীর সমস্ত দিন পর্যন্ত এমনটাই চলতে থাকে।

অধ্যায় ২

১ আর সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে অন্তর্যামী দূত মোশিকে বললেন, "সৃষ্টির সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখ; কীভাবে প্রভু ঈশ্বর ছয় দিনে তাঁর সমস্ত কাজ ও সমস্ত সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, সপ্তম দিনে বিশ্রামদিন পালন করলেন, যুগ যুগান্তরের জন্য তা পবিত্র করলেন এবং তাঁর সমস্ত কাজের চিহ্নস্বরূপ তা নিযুক্ত করলেন।"

২ কারণ প্রথম দিনে তিনি সৃষ্টি করলেন ঊর্ধ্বস্থ আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, জলরাশি এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত সমস্ত আত্মাকে—উপস্থিতির দূতগণ, পবিত্রকরণের দূতগণ, অগ্নি আত্মার দূতগণ ও বায়ু আত্মার দূতগণ, মেঘ আত্মার দূতগণ, অন্ধকার আত্মার দূতগণ, তুষার, শিলাবৃষ্টি ও হিমশীতল আত্মার দূতগণ, স্বরধ্বনির দূতগণ, বজ্র ও বিদ্যুতের দূতগণ, শীত ও গ্রীষ্ম আত্মার দূতগণ, শীত, বসন্ত, শরৎ ও গ্রীষ্ম আত্মার দূতগণ এবং তাঁর সৃষ্ট সকল প্রাণীর আত্মাকে যারা আকাশে ও পৃথিবীতে আছে; (তিনি সৃষ্টি করলেন) অতল গহ্বর ও অন্ধকার, সন্ধ্যা ও রাত্রি, এবং আলো, ঊষা ও দিন, যা তিনি তাঁর হৃদয়ের জ্ঞানে প্রস্তুত করেছেন।

৩ তখন আমরা তাঁর কাজসমূহ দেখলাম এবং তাঁর সমস্ত কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি করলাম; কেননা তিনি প্রথম দিনেই সাতটি মহান কাজ সৃষ্টি করেছিলেন।

৪ আর দ্বিতীয় দিনে তিনি জলের মধ্যে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন এবং সেই দিনে জল বিভক্ত হয়ে গেল—তার অর্ধেক উপরে উঠে গেল এবং অর্ধেক সমগ্র পৃথিবীর উপর অন্তর্গত আকাশমণ্ডলের নীচে নেমে গেল। আর দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর কেবল এই একটিই কাজ সৃষ্টি করেছিলেন।

৫ আর তৃতীয় দিনে তিনি আদেশ দিলেন, যেন সমগ্র পৃথিবীর উপর থেকে জলরাশি সরে গিয়ে এক স্থানে মিলিত হয় এবং শুকনো ভূমি প্রকাশ পায়।

৬ আর তিনি যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, জল ঠিক তেমনই করল; তা পৃথিবী থেকে সরে গিয়ে এই আকাশমণ্ডলের বাইরে এক স্থানে চলে গেল এবং শুকনো ভূমি দেখা দিল।

৭ আর সেই দিন তিনি তাদের জন্য সৃষ্টি করলেন—সমস্ত সমুদ্র, তাদের নিজ নিজ জলাশয় অনুসারে; সমস্ত নদী; পর্বতে ও সমস্ত পৃথিবীতে জমে থাকা জলাশয়সমূহ; সমস্ত হ্রদ; পৃথিবীর সমস্ত শিশির; বপন করা বীজ; সমস্ত অঙ্কুরিত উদ্ভিদ; ফলবান বৃক্ষ; বনের গাছ; এদনের উদ্যান এবং এদনের অভ্যন্তরে সমস্ত উদ্ভিদ।

৮ ঈশ্বর তৃতীয় দিনে এই চারটি মহান সৃষ্টি করলেন। আর চতুর্থ দিনে তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করে আকাশের মণ্ডলে স্থাপন করলেন, যেন তা সমস্ত পৃথিবীতে আলো দেয়, দিন ও রাতের উপর কর্তৃত্ব করে এবং আলো ও অন্ধকারকে পৃথক করে।

৯ আর ঈশ্বর পৃথিবীতে সূর্যকে এক মহাচিহ্নস্বরূপ নিযুক্ত করলেন—দিনের জন্য, বিশ্রামদিনের জন্য, মাসের জন্য, উৎসবের জন্য, বছরের বিশ্রামদিনের জন্য, জয়ন্তী পর্বের জন্য এবং বছরের সকল ঋতুর জন্য।

১০ আর তা আলো ও অন্ধকারকে পৃথক করে এবং সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে, যেন পৃথিবীতে যা কিছু অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায়, সে সকলই উন্নতি লাভ করে।

১১ চতুর্থ দিনে তিনি এই তিন প্রকারের প্রাণী সৃষ্টি করলেন। আর পঞ্চম দিনে তিনি জলের গভীরতম স্থানে বিরাট সামুদ্রিক দানব সৃষ্টি করলেন; কারণ তাঁর হাতে সৃষ্ট মাংসের তৈরি প্রথম প্রাণী ছিল এগুলি—মাছ, জলে বিচরণকারী

সমস্ত প্রাণী, এবং উড়ন্ত সমস্ত প্রাণী, পাখি ও তাদের সকল প্রজাতি।
১২ আর সূর্য তাদের সমৃদ্ধির জন্য তাদের উপরে উদিত হলো, এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপরেও, মাটি থেকে উৎপন্ন সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্ত ফলবান বৃক্ষ ও সমস্ত প্রাণীর উপরেও।
১৩ এই তিন প্রকার প্রাণী তিনি পঞ্চম দিনে সৃষ্টি করলেন। আর ষষ্ঠ দিনে তিনি পৃথিবীর সমস্ত পশু, সমস্ত গবাদি পশু এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন।
১৪ আর এই সবকিছুর পরে তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন; তিনি একজন পুরুষ ও একজন নারী সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীর উপরে, সমুদ্রে যা কিছু আছে, সমস্ত উড়ন্ত প্রাণী, পশু ও গবাদি পশু এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত কিছুর উপর, আর সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁকে কর্তৃত্ব দিলেন। এই সবকিছুর উপরেই তিনি তাঁকে ক্ষমতা দিলেন।
১৫ আর এই চার প্রকারের জীব তিনি ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি করলেন। সব মিলিয়ে বত্রিশ প্রকারের জীব ছিল।
১৬ আর তিনি ষষ্ঠ দিনে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ করলেন—স্বর্গে ও পৃথিবীতে, সমুদ্রে ও অতল গহ্বরে, আলোতে ও অন্ধকারে এবং সবকিছুর মধ্যে যা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু।
১৭ আর তিনি আমাদের একটি মহৎ চিহ্ন দিলেন, বিশ্রামবার; যেন আমরা ছয় দিন কাজ করি, কিন্তু সপ্তম দিনে সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম পালন করি।
১৮ আর উপস্থিতির সমস্ত দূত এবং পবিত্রকরণের সমস্ত দূত, এই দুই প্রধান শ্রেণী—তিনি আমাদের স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে বিশ্রামদিন পালন করার আদেশ দিয়েছেন।
১৯ আর তিনি আমাদের বললেন: 'দেখো, আমি সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আমার জন্য একটি জাতিকে পৃথক করব, এবং তারা বিশ্রামদিন পালন করবে, আর আমি তাদের আমার নিজের লোক হিসাবে আমার জন্য পবিত্র করব ও আশীর্বাদ করব; যেমন আমি বিশ্রামদিনকে আমার নিজের জন্য পবিত্র করেছি ও করি, তেমনই আমি তাদের আশীর্বাদ করব, এবং তারা আমার লোক হবে ও আমি তাদের ঈশ্বর হব।'
২০ আর আমি আমার দেখা সকল লোকের মধ্য থেকে যাকোবের বংশধরকে মনোনীত করেছি এবং তাঁকে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে লিখে রেখেছি ও চিরকালের জন্য আমার নিজের জন্য পবিত্র করেছি; আর আমি তাদের বিশ্রামবার পালনের শিক্ষা দেব, যেন তারা সেদিন সমস্ত কাজ থেকে বিরত থেকে বিশ্রামদিন পালন করে।
২১ আর এইভাবে তিনি তাতে একটি চিহ্ন সৃষ্টি করলেন, যেন তারা সপ্তম দিনে আমাদের সঙ্গে বিশ্রামদিন পালন করে, আহার ও পান করে এবং যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে আশীর্বাদ করে; যেমন তিনি সমস্ত জাতির মধ্যে নিজের জন্য এক বিশেষ জাতিকে আশীর্বাদ ও পবিত্র করেছেন, এবং যেন তারা আমাদের সঙ্গে একত্রে বিশ্রামদিন পালন করে।
২২ আর তিনি তাঁর আদেশসমূহকে এমন এক সুগন্ধের মতো ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলেন, যা তাঁর কাছে সর্বদাই গ্রহণযোগ্য . . .
২৩ আদম থেকে যাকোব পর্যন্ত মানবজাতির বাইশ জন প্রধান ছিলেন, এবং সপ্তম দিন পর্যন্ত বাইশ প্রকারের কাজ করা হয়েছিল; এটি ধন্য ও পবিত্র; এবং পূর্ববর্তীটিও ধন্য ও পবিত্র; এবং এটি পবিত্রকরণ ও আশীর্বাদের জন্য পূর্ববর্তীটির সাথে কাজ করে।
২৪ আর যাকোব ও তাঁর বংশধরদের এই অনুগ্রহ করা হয়েছিল যে, তাঁরা যেন প্রথম সাক্ষ্য ও ব্যবস্থার অধীনে সর্বদা ধন্য ও পবিত্র থাকেন, যেমন তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রামবারকে পবিত্র ও আশীর্বাদ করেছিলেন।
২৫ তিনি ছয় দিনে স্বর্গ ও পৃথিবী এবং তাঁর সৃষ্ট সবকিছু সৃষ্টি করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজের জন্য সপ্তম দিনটিকে পবিত্র করলেন; এইজন্য তিনি এর সম্বন্ধে এই আদেশ দিলেন যে, যে কেউ এর উপর কোনো কাজ করবে সে মারা যাবে, এবং যে একে অপবিত্র করবে সে নিশ্চিতভাবে মারা যাবে।
২৬ অতএব তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের এই দিনটি পালন করার আদেশ দাও, যেন তারা এটিকে পবিত্র রাখে, সেদিন কোনো কাজ না করে এবং এটিকে অপবিত্র না করে; কারণ এটি অন্য সমস্ত দিনের চেয়ে অধিক পবিত্র।
২৭ আর যে কেউ এই দিনটিকে অপবিত্র করবে, সে নিশ্চয়ই মারা যাবে এবং যে কেউ এর উপর কোনো কাজ করবে, সে অনন্তকালের জন্য নিশ্চয়ই মারা যাবে, যেন ইস্রায়েলের সন্তানগণ বংশপরম্পরায় এই দিনটি পালন করে এবং দেশ থেকে উৎপাটিত না হয়; কেননা এটি একটি পবিত্র ও আশীর্বাদপূর্ণ দিন।
২৮ আর যে কেউ তা পালন করে এবং সেই দিনে তার সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রামদিন বিরত থাকে, সে আমাদের মতো আজীবন পবিত্র ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।
২৯ ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে এই দিনের বিধি-বিধান ঘোষণা করে বলো যে, তারা যেন সেদিন বিশ্রামদিন পালন করে এবং অন্তরের ভ্রান্তিতে তা পরিত্যাগ না করে; (এবং) সেদিন কোনো অশোভন কাজ করা বা নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাজ করা বৈধ নয়, এবং সেদিন তারা যেন খাবার বা পানীয়ের জন্য কিছুই প্রস্তুত না করে, আর (সেদিন) জল তোলা, বা তাদের ফটক দিয়ে এমন কোনো বোঝা ভিতরে আনা বা বাইরে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়, যা তারা ষষ্ঠ দিনে নিজেদের বাসস্থানে নিজেদের জন্য প্রস্তুত করেনি।
৩০ আর সেই দিনে তারা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে কিছু আনবে না বা বের করবে না; কারণ সেই দিনটি জয়ন্তী পর্বের যেকোনো জয়ন্তী দিনের চেয়েও অধিক পবিত্র ও আশীর্বাদধন্য; পৃথিবীতে কোনো মানুষের কাছে বিশ্রামদিন পালন করার বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই আমরা স্বর্গে এই দিনে বিশ্রামদিন পালন করতাম।
৩১ আর সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা তা আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীকে সেই দিনে বিশ্রামদিন পালন করার জন্য পবিত্র করলেন না, কেবল ইস্রায়েলকেই করলেন; কেবল তাদেরকেই তিনি পৃথিবীতে সেই দিনে আহার, পান ও বিশ্রামদিন পালন করার অনুমতি দিলেন।
৩২ আর সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এই দিনটিকে আশীর্বাদ করলেন, যা তিনি অন্য সকল দিনের ঊর্ধ্বে আশীর্বাদ, পবিত্রতা ও মহিমার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।

৩৩ এই বিধি ও সাক্ষ্য ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে তাদের পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধানরূপে দেওয়া হয়েছিল।

অধ্যায় ৩

১ আর দ্বিতীয় সপ্তাহের ছয় দিনে আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে আদমের কাছে সমস্ত পশু, সমস্ত গবাদি পশু, সমস্ত পাখি, পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত প্রাণী এবং জলে বিচরণকারী সমস্ত জীবজন্তুকে তাদের নিজ নিজ প্রকার ও ধরন অনুসারে নিয়ে এলাম: প্রথম দিনে পশুদের; দ্বিতীয় দিনে গবাদি পশুদের; তৃতীয় দিনে পাখিদের; চতুর্থ দিনে পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত জীবজন্তুকে; এবং পঞ্চম দিনে জলে বিচরণকারী জীবজন্তুকে।
২ আর আদম তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ নাম রাখলেন, এবং তিনি যেমন ডাকলেন, তাদের নামও তেমনই হলো।
৩ আর এই পাঁচ দিন ধরে আদম পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী ছিল, সেই সব পুরুষ ও নারীকে দেখলেন; কিন্তু তিনি একাই ছিলেন এবং নিজের জন্য কোনো সঙ্গিনী পেলেন না।
৪ আর প্রভু আমাদের বললেন: 'মানুষ একা থাকা ভালো নয়; এসো, আমরা তার জন্য একজন সঙ্গিনী ঠিক করি।'
৫ আর আমাদের প্রভু ঈশ্বর তাঁর উপর গভীর নিদ্রা আনয়ন করলেন, এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি নারীর জন্য তাঁর পাঁজরের মধ্য থেকে একটি পাঁজর নিলেন; আর সেই পাঁজরটিই ছিল তাঁর পাঁজরের মধ্য থেকে নারীর উৎপত্তি, এবং তিনি তার স্থানে মাংস দিয়ে নারীকে গঠন করলেন।
৬ আর তিনি আদমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন এবং জেগে উঠে তিনি ষষ্ঠ দিনে উঠলেন। এরপর তিনি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলেন এবং তাঁকে চিনলেন ও বললেন, 'এ তো আমার অস্থি থেকে অস্থি এবং মাংস থেকে মাংস; এ আমার স্ত্রী বলে পরিচিত হবে; কারণ একে এরকমই এরকমই এরকম করে নেওয়া হয়েছে।'
৭ অতএব স্বামী ও স্ত্রী এক হবে এবং পুরুষ আপন পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে আপন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে, আর তারা এক দেহ হবে।
৮ প্রথম সপ্তাহে আদমকে সৃষ্টি করা হলো এবং পাঁজরের হাড় থেকে তাঁর স্ত্রীকে। দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি তাঁকে আদমের কাছে প্রকাশ করলেন। এই কারণেই এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পুরুষের জন্য সাত দিন এবং নারীর জন্য দুই সাত দিন তাদের অশুচিতায় রাখতে হবে।
৯ আর আদমকে যে দেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেখানে চল্লিশ দিন থাকার পর আমরা তাঁকে এদন উদ্যানে নিয়ে এলাম তার চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে আশিতম দিনে নিয়ে আসা হলো এবং এরপর তিনিও এদন উদ্যানে প্রবেশ করলেন।
১০ আর এই কারণেই স্বর্গীয় ফলকগুলিতে প্রসূতির বিষয়ে এই আদেশ লেখা আছে: 'যদি সে পুত্রসন্তান প্রসব করে, তবে সে প্রথম সপ্তাহের দিনগুলি অনুসারে সাত দিন তার অশুচিতায় থাকবে, এবং তেত্রিশ দিন তার শুচিকারী রক্তে থাকবে; আর সে কোনো পবিত্র বস্তু স্পর্শ করবে না, এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এই দিনগুলি পূর্ণ করে।'
১১ কিন্তু কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে, সে প্রথম দুই সপ্তাহের নিয়ম অনুসারে দুই সপ্তাহ তার অশুচিতায় থাকবে এবং তার শুচিকরণের রক্তে ছেষট্টি দিন থাকবে; এই মোট সময় হবে আশি দিন।
১২ আর সেই আশি দিন পূর্ণ হলে আমরা তাঁকে এদন উদ্যানে নিয়ে এলাম; কারণ তা অন্য সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে পবিত্র এবং তাতে রোপিত প্রত্যেকটি গাছই পবিত্র।
১৩ অতএব, যে নারী পুত্র বা কন্যা সন্তান প্রসব করে, তার সম্বন্ধে সেই দিনগুলির জন্য এই বিধান করা হয়েছিল যে, সেই পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্য নির্ধারিত দিনগুলি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে কোনো পবিত্র বস্তু স্পর্শ করবে না এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে না।
১৪ এই সেই বিধি ও সাক্ষ্য যা ইস্রায়েলের জন্য লিখিত হয়েছিল, যেন তারা সর্বদাই তা পালন করে।
১৫ আর প্রথম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহে, আদম ও তাঁর স্ত্রী সাত বছর ধরে এদন উদ্যানে চাষাবাদ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন এবং আমরা তাঁকে কাজ দিয়েছিলাম ও চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত সমস্ত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।
১৬ আর তিনি বাগানটি চাষ করতেন, এবং তিনি বিবস্ত্র ছিলেন, কিন্তু তা জানতেন না, এবং লজ্জিতও ছিলেন না; তিনি বাগানটিকে পাখি, বন্য পশু ও গবাদি পশু থেকে রক্ষা করতেন, এবং তার ফল সংগ্রহ করে খেতেন, আর অবশিষ্ট অংশ নিজের ও তাঁর স্ত্রীর জন্য আলাদা করে রাখতেন।
১৭ আর সেখানে তার সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর, ঠিক সাত বছর, দ্বিতীয় মাসের সতেরো তারিখে, সর্পটি এসে সেই নারীর কাছে গেল এবং তাকে বলল, 'ঈশ্বর কি তোমাদের এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা বাগানের প্রত্যেক গাছের ফল খাবে না?'
১৮ আর সে সেটিকে বলল, 'বাগানের সমস্ত গাছের ফল খেতে ঈশ্বর আমাদের বলেছেন; কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার ফল খেতে ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, তোমরা তা খাবে না, স্পর্শও করবে না, পাছে তোমরা মারা যাও।'
১৯ তখন সর্পটি সেই নারীকে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই মরবে না; কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, আর তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হবে এবং ভালো ও মন্দ জানতে পারবে।'
২০ আর সেই নারী গাছটি দেখে বুঝল যে, তা দেখতে মনোরম ও সুন্দর এবং তার ফলও খাওয়ার উপযুক্ত। তখন সে তা থেকে ফল নিয়ে খেল।
২১ আর তিনি প্রথমে ডুমুর পাতা দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে, তা থেকে আদমকে দিলেন এবং তিনি তা খেলেন; তখন তাঁর চোখ খুলে গেল এবং তিনি দেখলেন যে, তিনি নগ্ন।
২২ আর তিনি ডুমুর পাতা নিয়ে সেলাই করে নিজের জন্য একটি কোমরবন্ধনী তৈরি করলেন এবং নিজের লজ্জা ঢাকলেন।
২৩ আর ঈশ্বর সেই সর্পকে অভিশাপ দিলেন এবং চিরকালের জন্য তার উপর ক্রুদ্ধ হলেন...

২৪ আর তিনি সেই নারীর উপর ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ সে সর্পের ডাকে সাড়া দিয়ে আহার করেছিল; এবং তিনি তাকে বললেন: 'আমি তোমার দুঃখ ও যন্ত্রণা বহুগুণে বৃদ্ধি করব; তুমি দুঃখের সাথে সন্তান প্রসব করবে, এবং তোমার প্রত্যাবর্তন তোমার স্বামীর কাছে হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।'

২৫ আর তিনি আদমকেও বললেন, 'যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনেছ এবং সেই বৃক্ষের ফল খেয়েছ, যা খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তাই তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক: তা তোমার জন্য কাঁটা ও আগাছা উৎপন্ন করবে এবং তুমি তোমার মুখের ঘামে রুটি খাবে, যতক্ষণ না তুমি সেই পৃথিবীতে ফিরে যাও যেখান থেকে তোমাকে নেওয়া হয়েছিল; কারণ তুমি মাটিই, এবং মাটিতেই ফিরে যাবে।'

২৬ আর তিনি তাদের জন্য চামড়ার পোশাক তৈরি করে পরিয়ে দিলেন এবং এদন উদ্যান থেকে তাদের পাঠিয়ে দিলেন।

২৭ আর যেদিন আদম বাগান থেকে বের হয়ে এলেন, সেদিন তিনি তাঁর লজ্জা আবৃত করার দিন থেকে, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে, সুগন্ধি নৈবেদ্য হিসেবে গন্ধরস, ঘৃতকুমারী, স্ট্যাক্টে এবং অন্যান্য মশলা উৎসর্গ করলেন।

২৮ আর সেই দিন সমস্ত পশু, গবাদি পশু, পাখি, এবং যা কিছু হাঁটে ও নড়াচড়া করে, তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, ফলে তারা আর কথা বলতে পারল না; কারণ তারা সকলে এক ঠোঁট ও এক জিহ্বা দিয়ে একে অপরের সঙ্গে কথা বলত।

২৯ আর তিনি এদন উদ্যান থেকে সেখানে থাকা সমস্ত প্রাণীকে বের করে দিলেন, এবং সমস্ত প্রাণী তাদের নিজ নিজ প্রজাতি ও প্রকার অনুসারে তাদের জন্য সৃষ্ট স্থানগুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

৩০ আর সমস্ত পশু ও গবাদি পশুর মধ্যে একমাত্র আদমকেই তিনি তার লজ্জা ঢাকার উপায় দিয়েছিলেন।

৩১ এই কারণে, যারা ব্যবস্থার বিচার জানে, তাদের সকলের জন্য স্বর্গীয় ফলকগুলিতে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের লজ্জা আবৃত রাখে এবং অ-ইহুদিদের মতো নিজেদের অনাবৃত না করে।

৩২ আর চতুর্থ মাসের অমাবস্যার দিনে আদম ও তাঁর স্ত্রী এদন উদ্যান থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাঁদের সৃষ্ট দেশ এলদা নামক স্থানে বাস করতে লাগলেন।

৩৩ আর আদম তাঁর স্ত্রীর নাম রাখলেন হবা।

৩৪ আর প্রথম জয়ন্তী পর্যন্ত তাদের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, [সকাল ৮টা] এবং এর পরে তিনি তার সঙ্গে মিলিত হলেন।

৩৫ আর তিনি এদন উদ্যানে যেমন শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেই অনুসারে জমি চাষ করলেন।

অধ্যায় ৪

১ আর দ্বিতীয় জয়ন্তীর তৃতীয় সপ্তাহে [৬৪-৭০ এএম] তিনি কাইনকে জন্ম দিলেন, চতুর্থ সপ্তাহে [৭১-৭৭ এএম] তিনি আবিলকে জন্ম দিলেন এবং পঞ্চম সপ্তাহে [৭৮-৮৪ এএম] তিনি তাঁর কন্যা আওয়ানকে জন্ম দিলেন।

২ আর তৃতীয় জয়ন্তীর প্রথম বছরে [৯৯-১০৫ খ্রিস্টাব্দ], কায়িন হেবলকে হত্যা করল, কারণ (ঈশ্বর) হেবলের বলিদান গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কায়িনের নৈবেদ্য গ্রহণ করেননি।

৩ আর তিনি তাঁকে মাঠেই বধ করলেন; এবং তাঁর রক্ত ভূমি থেকে স্বর্গের দিকে আর্তনাদ করে উঠল, কারণ তিনি তাঁকে বধ করেছিলেন।

৪ আর সদাপ্রভু হেবলের কারণে কায়িনকে তিরস্কার করলেন, কারণ তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন; তাঁর ভাইয়ের রক্তের জন্য তিনি তাকে পৃথিবীতে পলাতক করে দিলেন এবং পৃথিবীতে তাকে অভিশাপ দিলেন।

৫ আর এই কারণেই স্বর্গীয় ফলকগুলিতে লেখা আছে, 'যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তার প্রতিবেশীকে আঘাত করে, সে অভিশপ্ত; এবং যারা দেখেছে ও শুনেছে, তারা সকলে বলুক, তাই হোক; আর যে ব্যক্তি দেখেও তা ঘোষণা করেনি, সেও অন্যের মতো অভিশপ্ত হোক।'

৬ আর এই কারণেই আমরা যখন আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হই, তখন স্বর্গে ও পৃথিবীতে, আলোতে ও অন্ধকারে এবং সর্বত্র সংঘটিত সমস্ত পাপের কথা ঘোষণা করি।

৭ আর আদম ও তাঁর স্ত্রী হেবলের জন্য চার বছর ধরে শোক করলেন, [৯৯-১২৭ AM] এবং চতুর্থ বছরের পঞ্চম সপ্তাহে [১৩০ AM] তাঁরা আনন্দিত হলেন, এবং আদম আবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন, আর স্ত্রী তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, এবং তিনি তাঁর নাম রাখলেন শেথ; কারণ তিনি বললেন, 'ঈশ্বর পৃথিবীতে আমাদের জন্য হেবলের পরিবর্তে দ্বিতীয় এক বংশধর উৎপন্ন করেছেন; কেননা কায়িন তাকে হত্যা করেছিল।'

৮ আর ষষ্ঠ সপ্তাহে [134-40 AM] তিনি তাঁর কন্যা আজুরাকে জন্ম দিলেন।

৯ আর কাইন তার বোন আওয়ানকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল এবং চতুর্থ জয়ন্তীর শেষে সে তার জন্য হনোকের জন্ম দিল। [১৯০-১৯৬ এএম] আর পঞ্চম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহের প্রথম বছরে, [১৯৭ এএম] পৃথিবীতে ঘরবাড়ি নির্মিত হলো, এবং কাইন একটি নগর নির্মাণ করে তার পুত্র হনোকের নামে তার নামকরণ করল।

১০ আর আদম তাঁর স্ত্রী হবাকে মিলিত হলেন এবং তিনি নয়টি পুত্র প্রসব করলেন।

১১ আর পঞ্চম জয়ন্তীর পঞ্চম সপ্তাহে [225-31 AM] শেঠ তার বোন আজুরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন, এবং চতুর্থ বছরে (ষষ্ঠ সপ্তাহের বর্ষে) [235 AM] তিনি তার পুত্র ইনোসের জন্ম দিলেন।

১২ তিনি পৃথিবীতে প্রভুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

১৩ আর সপ্তম জয়ন্তী তিথিতে তৃতীয় সপ্তাহে ইনোস তাঁর বোন নোয়ামকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন, এবং তৃতীয় তিথিতে পঞ্চম সপ্তাহে তিনি তাঁর এক পুত্র প্রসব করলেন, আর ইনোস তাঁর নাম রাখলেন কেনান।

১৪ আর অষ্টম জয়ন্তীর শেষে [৩২৫, ৩৮৬-৩৯৯২ এএম] কেনান তাঁর বোন মুয়ালেলেথকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন, এবং নবম জয়ন্তীতে, এই সপ্তাহের তৃতীয় বছরের প্রথম সপ্তাহে, তিনি তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, [৩৯৫ এএম] এবং তিনি তাঁর নাম রাখলেন মহালালেল।

১৫ আর দশম জয়ন্তীর দ্বিতীয় সপ্তাহে মহালালেল তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা বারাকিয়েলের কন্যা দীনাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন; এবং ষষ্ঠ বছরের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি তাঁর এক পুত্র প্রসব করলেন। তিনি তাঁর নাম যারেদ রাখলেন; কারণ তাঁর সময়ে প্রভুর দূতগণ, যাঁরা প্রহরী নামে পরিচিত, পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, যেন তাঁরা মানব সন্তানদের শিক্ষা দেন এবং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও সততা পালন করেন।

১৬ আর একাদশ জয়ন্তী তিথিতে [512-18 AM] যারেদ বারাকা নামে এক স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন, যিনি ছিলেন তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা রাসূলের কন্যা। এই জয়ন্তী তিথির চতুর্থ সপ্তাহে [522 AM] তিনি তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, এবং জয়ন্তী তিথির চতুর্থ বছরে, পঞ্চম সপ্তাহে, তিনি তাঁর নাম রাখলেন হনোক।

১৭ আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি লিখন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখেছিলেন এবং একটি পুস্তকে মাসগুলোর ক্রম অনুসারে আকাশের চিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যেন মানুষ পৃথক মাসগুলোর ক্রম অনুসারে বছরের ঋতুগুলো জানতে পারে।

১৮ আর তিনিই সর্বপ্রথম সাক্ষ্য লিখেছিলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের মনুষ্যসন্তানদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, জয়ন্তী পর্বের সপ্তাহগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন, বছরের দিনগুলো তাদের জানিয়েছিলেন, মাসগুলোকে সুশৃঙ্খল করেছিলেন এবং বছরের বিশ্রামদিনগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন, যেমন আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম।

১৯ আর যা ছিল ও যা হবে, তা তিনি ঘুমের মধ্যে এক দর্শনে দেখলেন; বিচার দিন পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে মানব সন্তানদের ক্ষেত্রে ঠিক এভাবেই ঘটবে। তিনি সবকিছু দেখলেন ও বুঝলেন, এবং তাঁর সাক্ষ্য লিখে রাখলেন, আর সেই সাক্ষ্য পৃথিবীতে সমস্ত মানব সন্তানের ও তাদের পুরুষানুক্রমের জন্য স্থাপন করলেন।

২০ আর দ্বাদশ জয়ন্তী তিথিতে, [৫৮২-৮৮] তার সপ্তম সপ্তাহে, তিনি একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তার নাম ছিল এদনা, দানেলের কন্যা, তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা; এবং ষষ্ঠ বছরে এই সপ্তাহে [৫৮৭ এএম] তিনি তাঁর জন্য একটি পুত্র প্রসব করলেন এবং তিনি তার নাম রাখলেন মথুসেলাহ।

২১ অধিকন্তু, তিনি ঈশ্বরের দূতদের সঙ্গে এই ছয় জয়ন্তী বর্ষ ছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু ও সূর্যের গতিবিধি দেখালেন এবং তিনি সবকিছু লিখে রাখলেন।

২২ আর তিনি প্রহরীগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, যারা মনুষ্যকন্যাদের সঙ্গে পাপ করেছিল; কেননা তারা মনুষ্যকন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপবিত্র হতে শুরু করেছিল, এবং হনোক তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।

২৩ আর তাঁকে মনুষ্যসন্তানদের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হলো এবং আমরা তাঁকে মহিমা ও সম্মানের সাথে এদন উদ্যানে নিয়ে গেলাম; আর দেখো, সেখানে তিনি জগতের দণ্ড ও বিচার এবং মনুষ্যসন্তানদের সমস্ত পাপকর্ম লিপিবদ্ধ করেন।

২৪ আর সেই কারণে তিনি এদেনের সমস্ত দেশের উপর মহাপ্লাবনের জল আনলেন; কেননা সেখানে তাঁকে এক চিহ্নস্বরূপ স্থাপন করা হয়েছিল, যেন তিনি সমস্ত মানবসন্তানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন এবং দণ্ডাজ্ঞার দিন পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে কৃত সমস্ত কর্মের বিবরণ দেন।

২৫ আর তিনি পর্বতের উপরে পবিত্র স্থানের ধূপ জ্বালালেন, যা ছিল প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য সুগন্ধি দ্রব্য।

২৬ কারণ পৃথিবীতে প্রভুর চারটি স্থান আছে—এদন উদ্যান, পূর্বদিকের পর্বত, এই পর্বত যেখানে তুমি আজ আছ, সিনাই পর্বত এবং সিয়োন পর্বত। নতুন সৃষ্টিতে এই স্থানগুলো পৃথিবীর পবিত্রকরণের জন্য পবিত্র করা হবে; এর মাধ্যমে জগতের পুরুষানুক্রমে পৃথিবী তার সমস্ত দোষ ও অশুচিতা থেকে পবিত্র হবে।

২৭ আর চতুর্দশ জয়ন্তী তিথিতে [652 AM] মথূষেল তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা অশ্রিয়ালের কন্যা এদনাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন, এই সপ্তাহের প্রথম বছরের তৃতীয় সপ্তাহে, [701-7 AM] এবং তিনি এক পুত্র প্রসব করলেন ও তাঁর নাম রাখলেন লেমেক।

২৮ আর পঞ্চদশ জয়ন্তী পর্বের তৃতীয় সপ্তাহে লেমক এক স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন; তাঁর নাম ছিল বেতেনোস, যিনি ছিলেন তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা, বারাকিলের মেয়ে। সেই সপ্তাহেই তিনি তাঁর এক পুত্র প্রসব করলেন এবং লেমক তাঁর নাম রাখলেন নোহ, এই বলে, 'এ আমার সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রমের জন্য এবং সদাপ্রভু যে ভূমিকে অভিশাপ দিয়েছেন, তার জন্যও আমাকে সান্ত্বনা দেবে।'

২৯ আর ঊনবিংশ জয়ন্তীর শেষে, তার ষষ্ঠ বছরের সপ্তম সপ্তাহে [৯৩০ এএম], আদম মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁর সকল পুত্র তাঁকে তাদের সৃষ্ট ভূমিতে সমাহিত করলেন, আর তিনিই ছিলেন পৃথিবীতে সমাহিত সর্বপ্রথম ব্যক্তি।

৩০ আর তাঁর সহস্র বছরের মধ্যে সত্তর বছর কম পড়েছিল; কারণ স্বর্গীয় সাক্ষ্য অনুসারে সহস্র বছর এক দিনের সমান এবং সেইজন্যই জ্ঞানবৃক্ষের বিষয়ে লেখা হয়েছিল: 'যেদিন তোমরা তার ফল খাবে, সেদিন তোমরা মরবে।' এই কারণেই তিনি সেই দিনের বছরগুলো পূর্ণ করতে পারেননি; কারণ তিনি সেই সময়েই মারা গিয়েছিলেন।

৩১ এই জয়ন্তী পর্বের শেষে, সেই বছরেই তাঁর পরে কায়িন নিহত হলেন; কেননা তাঁর নিজের ঘর তাঁর উপর ভেঙে পড়ল এবং তিনি তাঁর ঘরের মধ্যেই মারা গেলেন, আর ঘরের পাথরের আঘাতেই তিনি নিহত হয়েছিলেন; কেননা তিনি পাথর দিয়েই হেবলকে হত্যা করেছিলেন, এবং ন্যায়বিচারে পাথর দিয়েই তিনি নিহত হলেন।

৩২ এই কারণেই স্বর্গীয় ফলকগুলিতে এই বিধান দেওয়া হয়েছিল: 'যে অস্ত্র দিয়ে মানুষ তার প্রতিবেশীকে হত্যা করে, সেই অস্ত্র দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে; সে যেভাবে তাকে আহত করেছে, ঠিক সেভাবেই তার সঙ্গে আচরণ করা হবে।'

৩৩ আর পঁচিশতম [১২০৫ এএম] জয়ন্তী বর্ষে নূহ নিজের জন্য এক স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর নাম ছিল ইমজারা, যিনি ছিলেন তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা রাকে'এলের কন্যা; প্রথম বছরের পঞ্চম সপ্তাহে [১২০৭ এএম] তিনি তাঁর জন্য শেমকে, পঞ্চম বছরে [১২০৯ এএম] হামকে এবং প্রথম বছরের ষষ্ঠ সপ্তাহে [১২১২ এএম] যাফেতকে জন্ম দিলেন।

অধ্যায় ৫

১ আর যখন পৃথিবীতে মনুষ্যসন্তানদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল এবং তাদের কন্যাসন্তান জন্মাল, তখন এই জয়ন্তী বর্ষের এক নির্দিষ্ট বছরে ঈশ্বরের দূতগণ তাদের দেখলেন; তারা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল; এবং তারা তাদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দমতো অনেককে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন, আর তাদের গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মাল, যারা ছিল দানবাকৃতির।
২ আর পৃথিবীতে অধর্ম বেড়ে গেল এবং সমস্ত প্রাণী নিজেদের পথ কলুষিত করল; মানুষ, পশু, বন্য পশু, পাখি এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত প্রাণী—সকলেই নিজেদের পথ ও নিয়মকানুন কলুষিত করল এবং তারা পরস্পরকে গ্রাস করতে শুরু করল। পৃথিবীতে অধর্ম বেড়ে গেল এবং সকল মানুষের চিন্তার প্রত্যেকটি কল্পনা এইভাবে ক্রমাগত মন্দ হতে থাকল।
৩ আর ঈশ্বর পৃথিবীর দিকে তাকালেন, আর দেখলেন যে, তা কলুষিত; সমস্ত প্রাণী তার শৃঙ্খলা নষ্ট করেছিল এবং পৃথিবীতে যা কিছু ছিল, তারা সকলে তাঁর চোখের সামনে সব রকমের মন্দ কাজ করেছিল।
৪ আর তিনি বললেন যে, তিনি তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর বুকে থাকা মানুষ ও সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস করবেন।
৫ কিন্তু নোহ প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করলেন।
৬ আর তিনি পৃথিবীতে যে স্বর্গদূতদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদের সমস্ত রাজ্য থেকে তাদের নির্মূল করার আদেশ দিলেন। তিনি আমাদের আদেশ দিলেন যেন আমরা পৃথিবীর গভীরতম স্থানে তাদের বেঁধে রাখি; আর দেখো, তারা পৃথিবীর মাঝেই বাঁধা আছে এবং পৃথক করে রাখা হয়েছে।
৭ আর তাঁর সম্মুখ থেকে তাদের পুত্রদের বিরুদ্ধে এই আদেশ জারি হল যে, তরবারির দ্বারা তাদের আঘাত করা হবে এবং আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।
৮ আর তিনি বললেন, 'আমার আত্মা মানুষের উপর চিরকাল থাকবে না; কেননা তারাও রক্তমাংসের এবং তাদের আয়ু একশত কুড়ি বছর হবে।'
৯ আর তিনি তাদের মধ্যে তাঁর তরবারি পাঠালেন, যেন প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীকে হত্যা করে। ফলে তারা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সকলে তরবারির আঘাতে পতিত হলো এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।
১০ আর তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের বিনাশের সাক্ষী ছিলেন এবং এরপর থেকে তারা চিরকালের জন্য পৃথিবীর গভীরে আবদ্ধ রইলেন, সেই মহাদণ্ডের দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রভুর দৃষ্টিতে যারা নিজেদের পথ ও কাজকে কলুষিত করেছে, তাদের সকলের উপর বিচার কার্যকর করা হবে।
১১ আর তিনি তাদের সকলকে নিজ নিজ স্থান থেকে ধ্বংস করলেন; তাদের মধ্যে এমন একজনও অবশিষ্ট রইল না, যাঁকে তিনি তাঁদের সমস্ত পাপ অনুসারে বিচার করেননি।
১২ আর তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য এক নতুন ও ধার্মিক স্বভাব সৃষ্টি করলেন, যেন তারা তাদের সমগ্র স্বভাবে চিরকালের জন্য পাপ না করে, কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকারে সর্বদা ধার্মিক হয়।
১৩ আর সকলের বিচার ধার্মিকতায় স্বর্গীয় ফলকে নির্ধারিত ও লিখিত আছে—এমনকি তাদের সকলের বিচার, যারা তাদের জন্য নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়; এবং যদি তারা সেই পথে না চলে, তবে প্রত্যেক প্রাণী ও প্রত্যেক প্রজাতির জন্য বিচার লিপিবদ্ধ আছে।
১৪ আর স্বর্গে বা পৃথিবীতে, আলোতে বা অন্ধকারে, পাতালে বা পাতালে, অথবা অন্ধকারের স্থানে এমন কিছুই নেই (যার বিচার হয় না); এবং তাদের সমস্ত বিচার পূর্বনির্ধারিত, লিখিত ও খোদিত।
১৫ তিনি সকলের বিচার করবেন, মহানকে তার মহত্ত্ব অনুসারে, এবং ক্ষুদ্রকে তার ক্ষুদ্রতা অনুসারে, আর প্রত্যেককে তার নিজ নিজ পথ অনুসারে।
১৬ আর তিনি কারও ব্যক্তিগত বিষয় গ্রাহ্য করেন না, কিংবা কোনো উপহারও গ্রহণ করেন না; যদি তিনি বলেন যে, তিনি প্রত্যেকের উপর বিচার কার্যকর করবেন; যদি কেউ পৃথিবীর সর্বস্ব দান করে দেয়, তবুও তিনি সেই উপহার বা কারও ব্যক্তিগত বিষয় গ্রাহ্য করবেন না, কিংবা তার হাত থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না, কেননা তিনি এক ন্যায়পরায়ণ বিচারক।
১৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানদের সম্বন্ধে এই লেখা ও বিধান দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা ধার্মিকতার সাথে তাঁর দিকে ফেরে, তবে তিনি তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং তাদের সমস্ত পাপ মার্জনা করবেন।
১৮ এইরূপ লিখিত ও নির্ধারিত আছে যে, যারা বছরে একবার নিজেদের সমস্ত অপরাধ থেকে ফেরে, তিনি তাদের সকলের প্রতি করুণা করবেন।
১৯ আর মহাপ্লাবনের পূর্বে যারা নিজেদের পথ ও চিন্তাভাবনা কলুষিত করেছিল, তাদের মধ্যে কেবল নোহ ছাড়া আর কারোরই লোক গ্রহণযোগ্য হয়নি; কারণ তাঁর লোক তাঁর পুত্রদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, যাঁদেরকে (ঈশ্বর) তাঁর কারণে মহাপ্লাবনের জল থেকে রক্ষা করেছিলেন; কেননা তাঁর বিষয়ে যেমন আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুসারে তাঁর হৃদয় তাঁর সমস্ত পথে ধার্মিক ছিল এবং তাঁর জন্য যা কিছু নির্ধারিত ছিল, তার কোনোটি থেকেই তিনি বিচ্যুত হননি।
২০ আর সদাপ্রভু বললেন যে, তিনি পৃথিবীর উপরের সমস্ত কিছু, অর্থাৎ মানুষ, গবাদি পশু, বন্য পশু, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী সকল প্রাণী ধ্বংস করবেন। আর তিনি নোহকে একটি জাহাজ তৈরি করার আদেশ দিলেন, যেন তিনি বন্যার জল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।
২১ আর নোহ ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে, সাতাশতম জয়ন্তী বর্ষে, পঞ্চম বছরের পঞ্চম সপ্তাহে (প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে) জাহাজটি নির্মাণ করলেন। [১৩০৭ এএম]
২২ আর তিনি তার ষষ্ঠ বছরে, দ্বিতীয় মাসের অমাবস্যার দিনে, ষোড়শ তারিখ পর্যন্ত প্রবেশ করলেন; এবং তিনি ও আমরা তাঁর কাছে যা কিছু এনেছিলাম, সবই সিন্দুকের ভিতরে প্রবেশ করলেন, আর সদাপ্রভু সতেরো তারিখের সন্ধ্যায় বাইরে থেকে সেটি বন্ধ করে দিলেন।

২৩ আর সদাপ্রভু স্বর্গের সাতটি জলদ্বার ও গভীর সমুদ্রের ঝর্ণাগুলোর সাতটি মুখ খুলে দিলেন।

২৪ আর আকাশের দ্বারগুলো থেকে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে জলধারা বর্ষিত হতে লাগল এবং গভীরের ঝর্ণাগুলো থেকেও জলধারা উঠতে লাগল, যতক্ষণ না সমস্ত পৃথিবী জলে পূর্ণ হয়ে গেল।

২৫ আর পৃথিবীতে জল বৃদ্ধি পেল; জল সমস্ত উঁচু পর্বতের উপরে পনেরো হাত পর্যন্ত উঠল, এবং সিন্দুকটি পৃথিবীর উপরে উঠে গেল ও জলের উপর দিয়ে চলতে লাগল।

২৬ আর পৃথিবীতে পাঁচ মাস—একশো পঞ্চাশ দিন—জলের আধিপত্য ছিল।

২৭ আর সিন্দুকটি গিয়ে অরাফাত পর্বতমালার অন্যতম লূবর পর্বতের চূড়ায় স্থির হলো।

২৮ আর চতুর্থ মাসের অমাবস্যার দিনে গভীর সমুদ্রের উৎসগুলো বন্ধ হয়ে গেল এবং স্বর্গের দ্বারগুলো রুদ্ধ হলো; এবং সপ্তম মাসের অমাবস্যার দিনে পৃথিবীর সমস্ত অতল গহ্বরের মুখ খুলে গেল, আর জল নীচের গভীর অতলে নামতে শুরু করল।

২৯ আর দশম মাসের অমাবস্যার দিনে পর্বতশৃঙ্গগুলো দেখা গেল এবং প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে পৃথিবী দৃশ্যমান হলো।

৩০ আর তার সপ্তম বছরের পঞ্চম সপ্তাহে [১৩০৯ এএম] পৃথিবীর উপর থেকে জল অদৃশ্য হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় মাসের সতেরো তারিখে পৃথিবী শুষ্ক হয়ে গেল।

৩১ আর তার সাতাশ তারিখে তিনি সিন্দুকটি খুললেন এবং তার মধ্য থেকে পশু, গবাদি পশু, পাখি ও সমস্ত চলমান প্রাণী বের করে দিলেন।

অধ্যায় ৬

১ আর তৃতীয় মাসের অমাবস্যার দিনে তিনি জাহাজ থেকে বের হয়ে এসে সেই পর্বতের উপরে একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন।

২ আর তিনি পৃথিবীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেন, এবং একটি ছাগলছানা নিয়ে তার রক্তের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করলেন; কেননা নোহের সঙ্গে জাহাজে যারা ছিল, তারা ছাড়া পৃথিবীর উপরের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৩ আর তিনি তার চর্বি যজ্ঞবেদীর উপর রাখলেন এবং একটি ষাঁড়, একটি ছাগল, একটি মেষ ও তার ছাগলছানা, লবণ, একটি ঘুঘু ও ঘুঘুর বাচ্চা নিয়ে যজ্ঞবেদীর উপর হোমবলি রাখলেন, তার উপর তেল মিশ্রিত নৈবেদ্য ঢেলে দিলেন, দ্রাক্ষারস ছিটিয়ে দিলেন ও সবকিছুর উপর সুগন্ধি ধূপ ছড়িয়ে দিলেন, এবং এমন এক উত্তম সুগন্ধ উৎপন্ন করলেন যা প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল।

৪ আর সদাপ্রভু সেই সুগন্ধ পেলেন এবং তাঁর সঙ্গে এই মর্মে এক বরদাস্ত করলেন যে, পৃথিবীকে ধ্বংস করার মতো কোনো বন্যা আর হবে না; পৃথিবীর সমস্ত দিন—বীজ বপনের ও ফসল কাটার সময়—কখনোই বন্ধ হবে না; শীত ও গ্রীষ্ম, এবং দিন ও রাত তাদের ক্রম পরিবর্তন করবে না, কিংবা চিরকালের জন্য বন্ধ হবে না।

৫ আর তোমরা পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি কর ও সংখ্যায় বাড়ো, এবং তার উপর বহুসংখ্যক হও ও তার উপর আশীর্বাদস্বরূপ হও। পৃথিবীতে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে, তার সবকিছুর মধ্যে আমি তোমাদের ভয় ও তোমাদের আতঙ্ক সৃষ্টি করব।

৬ আর দেখ, আমি তোমাদের সমস্ত পশু, সমস্ত ডানাওয়ালা প্রাণী, পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত বস্তু, জলের মাছ এবং খাদ্যের জন্য সমস্ত কিছু দিয়েছি; সবুজ শাকসবজির মতো, আমি তোমাদের খাওয়ার জন্য এই সমস্ত কিছু দিয়েছি।

৭ কিন্তু তোমরা মাংস ও তার প্রাণ এবং রক্ত ভক্ষণ করবে না; কেননা সকল মাংসের জীবন তার রক্তে থাকে, পাছে তোমাদের জীবনের রক্তের হিসাব দিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের হাত থেকে, প্রত্যেক পশুর হাত থেকে আমি মানুষের রক্তের হিসাব নেব।

৮ যে মানুষের রক্তপাত করে, তার রক্তপাত করা হবে; কেননা ঈশ্বর নিজের স্বরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৯ আর তোমরা পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি করো ও সংখ্যায় বাড়ো।

১০ আর নোহ ও তাঁর পুত্রেরা শপথ করলেন যে, তাঁরা কোনো মাংসের সঙ্গে থাকা রক্ত খাবেন না এবং এই মাসে তিনি পৃথিবীর সকল পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য প্রভু ঈশ্বরের সামনে এক مشتروابار হলেন।

১১ এই কারণে তিনি তোমাকে বললেন যে, তুমি এই মাসে পর্বতের উপরে ইস্রায়েল-সন্তানদের সঙ্গে শপথপূর্বক একটি চুক্তি করবে এবং সেই চুক্তির সমস্ত বাক্যের জন্য তাদের উপর রক্ত ছিটিয়ে দেবে, যা প্রভু তাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য স্থাপন করেছিলেন।

১২ আর এই সাক্ষ্য তোমাদের বিষয়ে লেখা হয়েছে, যেন তোমরা তা ক্রমাগত পালন করো; যেন পৃথিবীর সমস্ত দিনকালে তোমরা কোনো দিনই পশু, পাখি বা গবাদি পশুর রক্ত না খাও। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীর সমস্ত দিনকালে পশু, গবাদি পশু বা পাখির রক্ত খায়, সে ও তার বংশধরেরা দেশ থেকে নির্মূল হয়ে যাবে।

১৩ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের এই আদেশ দাও যেন তারা রক্ত না খায়, যেন তাদের নাম ও বংশ আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সামনে সর্বদা দৃশ্যমান থাকে।

১৪ আর এই বিধির কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, কেননা তা চিরস্থায়ী। তারা বংশপরম্পরায় তা পালন করবে, যেন তারা যজ্ঞবেদীর সামনে রক্ত দিয়ে তোমার জন্য মিনতি করতে পারে; প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তারা প্রভুর কাছে তোমার জন্য অনন্তকাল ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যেন তারা তা পালন করতে পারে এবং নির্মূল না হয়।

১৫ আর তিনি নোহ ও তাঁর পুত্রদের একটি চিহ্ন দিলেন, যেন পৃথিবীতে আর কখনও বন্যা না হয়।

১৬ তিনি মেঘের মধ্যে তাঁর ধনুক স্থাপন করলেন এক চিরস্থায়ী চুক্তির চিহ্নস্বরূপ, যেন পৃথিবীর সমস্ত দিনগুলিতে একে ধ্বংস করার জন্য আর কখনও বন্যা না হয়।

১৭ এই কারণেই স্বর্গীয় ফলকগুলিতে এই বিধান ও লিখিত আছে যে, তারা প্রতি বছর নিয়ম নবায়ন করার জন্য এই মাসে বছরে একবার সপ্তাহ পর্ব উদযাপন করবে।

১৮ আর এই সমগ্র উৎসব স্বর্গে সৃষ্টির দিন থেকে নোহের সময় পর্যন্ত ছাব্বিশ জয়ন্তী ও পাঁচ সপ্তাহ বছর ধরে পালিত

হয়েছিল; এবং নোহ ও তাঁর পুত্রেরা নোহের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সাত জয়ন্তী ও এক সপ্তাহ বছর ধরে তা পালন করেছিলেন; এবং নোহের মৃত্যুর দিন থেকে তাঁর পুত্রেরা অব্রাহামের সময় পর্যন্ত তা বন্ধ করে দেন, আর তাঁরা রক্ত ভক্ষণ করেন।
১৯ কিন্তু অব্রাহাম তা পালন করতেন, এবং ইসহাক, যাকোব ও তাঁর বংশধরেরা তোমার দিন পর্যন্ত তা পালন করে আসছিলেন; আর তোমার দিনে ইস্রায়েলের সন্তানরা তা ভুলে গিয়েছিল, যতক্ষণ না তোমরা এই পর্বতে নতুন করে তা উদযাপন করলে।
২০ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে এই আদেশ দাও যে, তারা যেন তাদের সকল পুরুষানুক্রমে এই উৎসব পালন করে; বছরের এই মাসে একদিন তারা এই উৎসব উদযাপন করবে।
২১ কারণ এটি সপ্তাহব্যাপী উৎসব এবং প্রথম ফলের উৎসব; এই উৎসব দ্বিবিধ ও দ্বৈত প্রকৃতির; এর সম্বন্ধে যা লিখিত ও খোদিত আছে, সেই অনুসারে তোমরা এটি পালন করো।
২২ কারণ আমি তোমার জন্য প্রথম ব্যবস্থার পুস্তকে লিখেছি যে, তুমি বছরে একদিন এর নির্দিষ্ট সময়ে তা পালন করবে এবং এর বলিদানগুলো তোমাকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, যেন ইস্রায়েল-সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে প্রতি বছর এই মাসে তা স্মরণ ও পালন করে।
২৩ আর প্রথম মাসের অমাবস্যায়, চতুর্থ মাসের অমাবস্যায়, সপ্তম মাসের অমাবস্যায় ও দশম মাসের অমাবস্যায় স্মরণীয় দিনগুলো এবং বছরের চার ভাগের ঋতুভিত্তিক দিনগুলো রয়েছে। এইগুলি চিরকালের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ লিখিত ও নির্ধারিত হয়েছে।
২৪ আর নোহ নিজের জন্য সেগুলোকে পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী উৎসবরূপে স্থির করলেন, যেন সেগুলো এর দ্বারা তাঁর স্মারকচিহ্ন হয়ে ওঠে।
২৫ আর প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে তাঁকে নিজের জন্য একটি জাহাজ তৈরি করতে আদেশ করা হয়েছিল, এবং সেই দিনে পৃথিবী শুষ্ক হয়ে গেল আর তিনি (জাহাজটি) খুলে পৃথিবীকে দেখলেন।
২৬ আর চতুর্থ মাসের অমাবস্যার দিনে নিচের অতল গহ্বরের মুখগুলো বন্ধ হয়ে গেল। এবং সপ্তম মাসের অমাবস্যার দিনে পৃথিবীর সমস্ত অতল গহ্বরের মুখ খুলে গেল এবং জল সেগুলির মধ্যে নামতে শুরু করল।
২৭ আর দশম মাসের অমাবস্যার দিনে পর্বতশৃঙ্গগুলো দেখা গেল, এবং নোহ আনন্দিত হলেন।
২৮ আর এই কারণেই তিনি নিজের জন্য সেগুলোকে চিরস্থায়ী স্মরণীয় পর্ব হিসেবে স্থির করলেন, এবং এইভাবেই সেগুলো স্থির হয়েছে।
২৯ আর তারা সেগুলোকে স্বর্গীয় ফলকগুলোর উপর রাখলেন; প্রত্যেকটির তেরো সপ্তাহ ছিল; একটির পর একটির স্মারককাল অতিবাহিত হতো, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে, দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টিতে এবং তৃতীয়টি থেকে চতুর্থটিতে।
৩০ আর এই আজ্ঞার সমস্ত দিন হবে বিয়াল্লিশ সপ্তাহ, এবং তা দিয়ে পুরো বছরটি সম্পূর্ণ হবে। স্বর্গীয় ফলকগুলিতে এইভাবেই খোদিত ও নির্ধারিত আছে।
৩১ আর এই আজ্ঞা এক বছরের জন্যও বা বছর বছর অবহেলা করা যাবে না।
৩২ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের আদেশ দাও, যেন তারা এই গণনা অনুসারে বছর পালন করে—তিনশত চৌষট্টি দিন; এবং তা একটি পূর্ণ বছর হবে, আর তারা এর দিনগুলো ও পর্বগুলো থেকে এর সময়কে বিঘ্নিত করবে না; কেননা তাদের সাক্ষ্য অনুসারে সবকিছু ঘটবে, এবং তারা কোনো দিন বাদ দেবে না বা কোনো পর্বে ব্যাঘাত ঘটাবে না।
৩৩ কিন্তু যদি তারা অবহেলা করে এবং তাঁর আজ্ঞা অনুসারে সেগুলি পালন না করে, তবে তারা তাদের সমস্ত ঋতুকে বিঘ্নিত করবে এবং বছরগুলি এই (শৃঙ্খলা) থেকে বিচ্যুত হবে, [এবং তারা ঋতুগুলিকে বিঘ্নিত করবে ও বছরগুলি বিচ্যুত হবে] এবং তারা তাদের বিধি-বিধান অবহেলা করবে।
৩৪ আর ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান কালানুক্রমের পথ ভুলে যাবে ও খুঁজে পাবে না; তারা অমাবস্যা, ঋতু ও বিশ্রামদিন ভুলে যাবে এবং বর্ষক্রমের সমস্ত বিষয়ে তাদের ভ্রান্তি হবে।
৩৫ কারণ আমি জানি এবং এখন থেকে আমি তোমাকে তা জানাব, আর এটা আমার নিজের পরিকল্পনা নয়; কেননা সেই পুস্তক আমার সামনে লেখা আছে এবং স্বর্গীয় ফলকগুলিতে দিনগুলির বিভাজন নির্ধারিত আছে, যেন তারা চুক্তির পর্বগুলি ভুলে না যায় এবং নিজেদের ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা অনুসারে পরজাতিদের পর্বগুলি পালন করে।
৩৬ কারণ এমন লোক থাকবে যারা নিশ্চয়ই চাঁদ পর্যবেক্ষণ করবে—কীভাবে তা ঋতুচক্রকে ব্যাহত করে এবং প্রতি বছর দশ দিন আগে উদিত হয়।
৩৭ এই কারণে তাদের উপর এমন বছর আসবে যখন তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে, এবং একটি ঘৃণ্য দিনকে সাক্ষ্যের দিন ও একটি অশুচি দিনকে উৎসবের দিন বানাবে, আর তারা সমস্ত দিনকে গুলিয়ে ফেলবে—পবিত্র দিনের সঙ্গে অশুচি দিন এবং অশুচি দিনের সঙ্গে পবিত্র দিন; কারণ তারা মাস, বিশ্রামবার, উৎসব ও জয়ন্তী সম্বন্ধে ভুল করবে।
৩৮ এই কারণে আমি তোমাকে আদেশ ও সাক্ষ্য দিচ্ছি, যেন তুমিও তাদের কাছে সাক্ষ্য দাও; কারণ তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তানেরা তাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে, যার ফলে তারা বছরটিকে মাত্র তিনশত চৌষট্টি দিনের করবে না, এবং এই কারণে তারা অমাবস্যা, ঋতু, বিশ্রামদিন ও উৎসবের বিষয়ে ভুল করবে এবং তারা সব ধরনের মাংসের সাথে সব ধরনের রক্ত ভক্ষণ করবে।

অধ্যায় ৭

১ আর তার প্রথম বছরের [১৩১৭ এএম] সপ্তম সপ্তাহে, এই জয়ন্তী বর্ষে, নোহ সেই পর্বতের উপরে দ্রাক্ষালতা রোপণ করলেন, যেখানে জাহাজটি বিশ্রাম নিয়েছিল; পর্বতটির নাম ছিল লূবর, যা অরাফ পর্বতমালার একটি অংশ; এবং চতুর্থ বছরে [১৩২০ এএম] সেগুলিতে ফল ধরল, আর তিনি সেগুলির ফল পাহারা দিলেন এবং এই বছরে সপ্তম মাসে তা সংগ্রহ করলেন।

২ আর তিনি তা থেকে দ্রাক্ষারস তৈরি করে একটি পাত্রে রাখলেন এবং পঞ্চম বছর পর্যন্ত, [১৩২১ এএম] প্রথম মাসের অমাবস্যার দিন পর্যন্ত তা রেখে দিলেন।
৩ আর তিনি আনন্দের সঙ্গে এই উৎসবের দিনটি পালন করলেন এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি উৎসর্গ করলেন— একটি অল্পবয়সী ষাঁড় ও একটি মেষ, এক বছর বয়সী সাততি মেষ এবং একটি ছাগলছানা, যেন এর দ্বারা তিনি নিজের ও তাঁর পুত্রদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন।
৪ আর তিনি প্রথমে ছাগলছানাটি প্রস্তুত করলেন এবং তাঁর তৈরি করা যজ্ঞবেদির ওপর রাখা মাংসের উপর তার কিছুটা রক্ত দিলেন। এরপর সমস্ত চর্বি তিনি সেই যজ্ঞবেদিতে রাখলেন যেখানে তিনি হোমবলি উৎসর্গ করেছিলেন। তারপর ষাঁড়, মেষ ও মেষগুলোকেও আনলেন এবং তাদের সমস্ত মাংস যজ্ঞবেদির ওপর রাখলেন।
৫ আর তিনি তাদের সমস্ত নৈবেদ্য তেলে মিশিয়ে তার উপরে রাখলেন, এবং পরে বেদির উপর আগে থেকে জ্বালানো আগুনের উপর দ্রাক্ষারস ছিটিয়ে দিলেন, আর বেদির উপর ধূপ রাখলেন ও এমন এক সুগন্ধ তুললেন যা তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল।
৬ আর তিনি ও তাঁর সন্তানেরা আনন্দের সঙ্গে সেই দ্রাক্ষারস পান করলেন।
৭ আর তখন সন্ধ্যা হল, এবং তিনি নিজের তাঁবুতে গেলেন; সেখানে তিনি মাতাল অবস্থায় শুয়ে পড়লেন ও ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুমের সময় তিনি তাঁবুর ভেতরে অনাবৃত অবস্থায় ছিলেন।
৮ আর হাম তার পিতা নোহকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বাইরে গিয়ে তার দুই ভাইকে খবর দিল।
৯ তখন শেম নিজের পোশাকটি নিলেন এবং যাফেতসহ উঠে দাঁড়ালেন; তাঁরা সেই পোশাকটি কাঁধে তুলে নিয়ে পিছন দিকে হেঁটে তাঁদের পিতার লজ্জা ঢাকলেন এবং তাঁদের মুখমণ্ডল পিছন দিকে ফেরানো ছিল।
১০ আর নোহ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং তাঁর ছোট ছেলে তাঁর প্রতি যা যা করেছিল, সে সমস্ত জানতে পারলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে বললেন: 'কনান অভিশপ্ত হোক; সে তার ভাইদের দাস হয়ে থাকবে।'
১১ আর তিনি শেমকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'শেমের প্রভু ঈশ্বর ধন্য হোন, এবং কনান তাঁর দাস হবে।'
১২ ঈশ্বর যাফেতকে প্রসারিত করবেন, শেমের বাসস্থানে বাস করবেন এবং কনান তাঁর দাস হবে।
১৩ আর হাম জানলেন যে, তাঁর পিতা তাঁর ছোট পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর পুত্রকে অভিশাপ দেওয়ায় অসন্তুষ্ট হলেন। তখন তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রেরা—কুশ, মিস্রাইম, পুত ও কনানবাসী—থাকল।
১৪ আর তিনি নিজের জন্য একটি নগর নির্মাণ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী ন'এলাতামাউকের নামে তার নামকরণ করলেন।
১৫ আর যাফেত তা দেখে তার ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন এবং তিনিও নিজের জন্য একটি নগর নির্মাণ করলেন ও তার স্ত্রীর নামানুসারে তার নাম রাখলেন 'আদাতানেসেস'।
১৬ আর শেম তাঁর পিতা নোহের সঙ্গে বাস করতেন এবং তিনি তাঁর পিতার নিকটে পর্বতের উপরে একটি নগর নির্মাণ করলেন ও তাঁর স্ত্রী সিদেকেতেলেবাবের নামানুসারে তার নামকরণ করলেন।
১৭ আর দেখ, এই তিনটি নগরী লূবর পর্বতের নিকটবর্তী; সেদেকেতেলেবাব পর্বতের পূর্বদিকে, দক্ষিণে না'এলতামাউক এবং পশ্চিমদিকে আদাতানেসেস।
১৮ আর শেমের পুত্রেরা হলেন: এলাম, অশূর, অর্পখশদ— এই পুত্রের জন্ম হয়েছিল মহাপ্লাবনের দুই বছর পর—এবং লূদ ও অরাম।
১৯ যাফেতের পুত্রগণ: গোমের, মাগোগ, মাদায়, যাবন, তূবল, মেশেক ও তীরাস; এরাই নোহের পুত্র।
২০ আর আঠাশতম জয়ন্তীতে [১৩২৪-১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে] নূহ তাঁর পুত্রদের পুত্রদের উপর বিধি-বিধান ও আদেশসমূহ এবং তাঁর জানা সমস্ত বিধান আরোপ করতে শুরু করলেন; এবং তিনি তাঁর পুত্রদেরকে ধার্মিকতা পালন করতে, নিজেদের দেহের লজ্জা আবৃত করতে, তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করতে, পিতা-মাতাকে সম্মান করতে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে এবং নিজেদের আত্মাকে ব্যভিচার, অশুচিতা ও সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করতে উৎসাহিত করলেন।
২১ কারণ এই তিনটি কারণেই পৃথিবীতে বন্যা এসেছিল, যথা— ব্যভিচারের কারণে, যেখানে প্রহরীগণ তাদের নিজেদের বিধানের আইন লঙঘন করে মানুষের কন্যাদের পিছনে ব্যভিচার করেছিল এবং নিজেদের পছন্দমতো সকলকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিল; আর এভাবেই তারা অশুচিতার সূচনা করেছিল।
২২ আর তাদের নফিদীয় পুত্রগণ জন্মাল, এবং তারা প্রত্যেকে ছিল ভিন্ন, আর তারা পরস্পরকে গ্রাস করত; এবং দৈত্যরা নফিদকে হত্যা করল, নফিদ এলয়োকে হত্যা করল, এলয়ো মানবজাতিকে হত্যা করল, এবং এক মানুষ অন্য মানুষকে হত্যা করল।
২৩ আর প্রত্যেকেই অধর্ম করতে ও প্রচুর রক্তপাত ঘটাতে নিজেকে সঁপে দিল, এবং পৃথিবী অধর্মে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।
২৪ আর এর পরে তারা পশু ও পাখিদের এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী সমস্ত প্রাণীর বিরুদ্ধে পাপ করল; এবং পৃথিবীতে প্রচুর রক্তপাত হল, আর মানুষের প্রত্যেক কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত অসারতা ও মন্দতার চিন্তা করতে লাগল।
২৫ আর সদাপ্রভু পৃথিবীর উপর থেকে সমস্ত কিছু ধ্বংস করলেন; তাদের দুষ্ট কাজের জন্য ও পৃথিবীতে তাদের ঝরানো রক্তপাতের জন্য তিনি সবকিছু ধ্বংস করলেন।
২৬ 'আর আমি ও তোমরা, আমার পুত্রগণ, এবং আমাদের সঙ্গে জাহাজে প্রবেশকারী সকলেই অবশিষ্ট রইলাম; আর দেখ, আমি আমার চোখের সামনে তোমাদের কাজ দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা ধার্মিকতায় চলছ না। কেননা তোমরা বিনাশের পথে চলতে শুরু করেছ, এবং তোমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছ, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করছ, আর (এর ফলেই) আমার পুত্রগণ, তোমাদের মধ্যে নিজ নিজ ভাইয়ের সঙ্গে সম্প্রীতি নেই।'
২৭ কারণ আমি দেখছি, মন্দ আত্মারা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রবঞ্চনা শুরু করেছে;

আর এখন আমি তোমাদের জন্য ভয় করছি যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা পৃথিবীতে মানুষের রক্তপাত ঘটাবে এবং তোমরাও পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে।
২৮ কারণ যে মানুষের রক্তপাত করে এবং যে কোনো প্রাণীর রক্ত ভক্ষণ করে, তারা সকলেই পৃথিবী থেকে ধ্বংস হবে।
২৯ আর এমন কোনও মানুষ অবশিষ্ট থাকবে না যে রক্ত ভক্ষণ করে, অথবা পৃথিবীতে মানুষের রক্তপাত করে; স্বর্গের নিচে তার কোনও বংশধর বা উত্তরসূরিও জীবিত থাকবে না; কারণ তারা পাতালপুরীতে গমন করবে, দণ্ডাজ্ঞার স্থানে অবতীর্ণ হবে এবং এক হিংস্র মৃত্যুর দ্বারা গভীরের অন্ধকারে তাদের সকলকে নিক্ষিপ্ত করা হবে।
৩০ যতদিন তোমরা কোনো পশু, গবাদি পশু বা পৃথিবীর বুকে উড়ন্ত কোনো প্রাণী হত্যা করবে, ততদিন তোমাদের উপরে সেই সমস্ত রক্তের একটিও দেখা যাবে না; এবং পৃথিবীর উপর যা কিছু ঝরে পড়েছে, তা ঢেকে দিয়ে তোমরা নিজেদের আত্মার জন্য একটি উত্তম কাজ করবে।
৩১ আর তোমরা রক্তের সঙ্গে ভোজনকারীর মত হবে না; বরং নিজেদের রক্ষা করো, যেন তোমাদের সামনে কেউ রক্ত না খায়। রক্ত ঢেকে রাখো, কেননা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের এবং সমস্ত প্রাণীর কাছে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।
৩২ আর আত্মাকে মাংসের সাথে ভক্ষিত হতে দিও না, যেন তোমাদের রক্ত, যা তোমাদের জীবন, পৃথিবীতে রক্তপাতকারী কোনো মানুষের হাতে তার জন্য কৈফিয়ত দিতে না হয়।
৩৩ কারণ পৃথিবীর উপর যে রক্ত ঝরেছে, তা থেকে পৃথিবী শুচি হবে না; কেননা কেবল যিনি এই রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁর রক্তের দ্বারাই পৃথিবী তার সকল পুরুষানুক্রমে শুচি হবে।
৩৪ আর এখন, হে আমার সন্তানেরা, শোনো: তোমরা ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার কাজ করো, যেন তোমরা সমগ্র পৃথিবীর উপর ধার্মিকতায় রোপিত হতে পারো এবং আমার ঈশ্বরের সামনে তোমাদের মহিমা প্রকাশিত হয়, যিনি আমাকে মহাপ্লাবনের জল থেকে রক্ষা করেছেন।
৩৫ আর দেখ, তোমরা গিয়ে নিজেদের জন্য নগরী নির্মাণ করবে এবং সেগুলিতে পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, তার সবই রোপণ করবে, আর সেই সাথে সমস্ত ফলদ বৃক্ষও।
৩৬ তিন বছর ধরে ভোজ্য সবকিছুর ফল সংগ্রহ করা হবে না; এবং চতুর্থ বছরে তার ফল পবিত্র বলে গণ্য হবে [এবং তারা প্রথম ফল উৎসর্গ করবে], যা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে, যিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তারা যেন দ্রাক্ষারস ও তেলের প্রথম অংশ প্রচুর পরিমাণে প্রথম ফল হিসেবে প্রভুর বেদীর উপর উৎসর্গ করে, যিনি তা গ্রহণ করেন; এবং যা অবশিষ্ট থাকবে, তা যেন প্রভুর গৃহের দাসেরা সেই বেদীর সামনে ভোজন করে।
৩৭ আর পঞ্চম বছরে তোমরা তা অর্পণপত্র প্রস্তুত কর, যেন তোমরা ধার্মিকতা ও সরলতার সাথে তা অর্পণ করো; তাহলে তোমরা ধার্মিক বলে গণ্য হবে এবং তোমাদের রোপণ করা সমস্ত কিছু সফল হবে।
৩৮ কারণ তোমাদের পিতার পিতা হনোক তাঁর পুত্র মথূষেলকে এবং তাঁর পুত্র লেমককে এইভাবেই আদেশ দিয়েছিলেন, এবং লেমকও তাঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁকে যা যা আদেশ দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।
৩৯ আর হে আমার পুত্রগণ, আমিও তোমাদের আদেশ দেব, যেমন হনোক প্রথম জয়ন্তীকালে তাঁর পুত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন: তিনি তাঁর প্রজন্মের সপ্তম পুরুষ হিসেবে জীবিত থাকাকালীন, তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর পুত্র ও তাঁর পৌত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

অধ্যায় ৮

১ উনত্রিশতম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহে, [১৩৭৩ এএম] তার শুরুতে অর্পচশদ এক স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তার নাম ছিল রাসুয়েজা, যিনি ছিলেন ইলামের কন্যা সুজানের কন্যা, এবং তৃতীয় বছরে এই সপ্তাহে, [১৩৭৫ এএম] তিনি তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, এবং তিনি তার নাম রাখলেন কাইনাম।
২ আর পুত্রটি বড় হলো, এবং তার পিতা তাকে লিখতে শেখালেন, আর সে নিজের জন্য এমন একটি স্থানের সন্ধানে গেল, যেখানে সে নিজের জন্য একটি নগর অধিকার করতে পারে।
৩ আর তিনি পাথরের উপর পূর্ববর্তী প্রজন্মের খোদিত একটি লিপি খুঁজে পেলেন এবং তাতে যা লেখা ছিল তা পড়ে, তিনি তা অনুলিপি করলেন ও তার কারণে পাপ করলেন; কেননা তাতে প্রহরীগণের শিক্ষা ছিল, যা অনুসারে তারা আকাশের সমস্ত চিহ্নের মধ্যে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করত।
৪ আর তিনি তা লিখে রাখলেন এবং সম্বন্ধে কিছুই বললেন না; কারণ তিনি নোহের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন, পাছে তিনি এর জন্য তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হন।
৫ আর ত্রিশতম জয়ন্তীতে, [১৪২৯ খ্রিস্টাব্দ] তার প্রথম বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তিনি মাদাইয়ের কন্যা মেলকা নামে এক স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন, যিনি ছিলেন যাফেতের পুত্র। এবং চতুর্থ বছরে [১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ] তিনি এক পুত্রের জন্ম দিলেন এবং তার নাম রাখলেন শেলহ; কারণ তিনি বললেন: 'সত্যিই আমাকে পাঠানো হয়েছে।'
৬ [এবং তাঁর জন্মের চতুর্থ বছরে], এবং শেলাহ বড় হয়ে উঠলেন ও নিজের জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর নাম ছিল মু'আক, যিনি ছিলেন তাঁর পিতার ভাই কেসেদের কন্যা; একত্রিশতম জুবিলিতে, পঞ্চম সপ্তাহে, তার প্রথম বছরে [১৪৯৯ এএম]।
৭ আর সেই বছরের পঞ্চম বর্ষে তিনি তাঁর এক পুত্র প্রসব করলেন, এবং তিনি তাঁর নাম রাখলেন এবের; এবং তিনি বত্রিশতম জয়ন্তীর তৃতীয় বর্ষে, সপ্তম সপ্তাহে, নেব্রোদের কন্যা আজুরদ নামে এক স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন। [1564 AM]
৮ আর তার ষষ্ঠ বছরে তিনি তাঁর এক পুত্র প্রসব করলেন এবং তিনি তাঁর নাম পেলেগ রাখলেন; কারণ তাঁর জন্মের দিনগুলিতে নোহের বংশধরেরা নিজেদের মধ্যে পৃথিবী ভাগ করে নিতে শুরু করেছিল: এই কারণে তিনি তাঁর নাম পেলেগ রেখেছিলেন।
৯ আর তারা গোপনে নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নিল এবং নোহকে জানাল।

১০ আর তেত্রিশতম জয়ন্তীর [১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ] শুরুতে এই ঘটনা ঘটল যে, তারা শেম, হাম ও যাফেতের জন্য প্রত্যেকের উত্তরাধিকার অনুসারে পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন; প্রথম বছরের প্রথম সপ্তাহে, যখন আমাদের প্রেরিতদের মধ্যে একজন তাদের সঙ্গে ছিলেন।
১১ আর তিনি তাঁর পুত্রদের ডাকলেন, এবং তারা ও তাদের সন্তানরা তাঁর কাছে এগিয়ে এল। তখন তিনি পৃথিবীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেন, যা তাঁর তিন পুত্র অধিকার করবে। তারা হাত বাড়িয়ে তাদের পিতা নোহের বক্ষ থেকে সেই লিপিটি তুলে নিল।
১২ আর সেই লিপি অনুসারে শেমের অংশ হিসেবে পৃথিবীর মধ্যভাগ প্রকাশিত হলো, যা তিনি নিজের ও তাঁর পুত্রদের জন্য অনন্তকাল ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করবেন; রাফা পর্বতশ্রেণীর মধ্যভাগ থেকে, তিনা নদীর জলমুখ থেকে; এবং তাঁর অংশ এই নদীর মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে, এবং তা অতল গহ্বরের জল পর্যন্ত বিস্তৃত; যেখান থেকে এই নদী বেরিয়ে এসে মে'আত সাগরে তার জল ঢেলে দেয়, এবং এই নদী মহাসাগরে গিয়ে মেশে। আর যা কিছু উত্তর দিকে আছে, তা যাফেতের এবং যা কিছু দক্ষিণ দিকে আছে, তা শেমের।
১৩ আর তা কারাসো পর্যন্ত বিস্তৃত; এটি সেই জিহ্বার বক্ষে অবস্থিত যা দক্ষিণমুখী।
১৪ আর তার অংশ সেই বিশাল সমুদ্রের কিনারা বরাবর বিস্তৃত এবং তা সোজা রেখায় সেই জিহ্বার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে, যা দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে; কেননা এই সমুদ্রের নাম মিশরীয় সমুদ্রের জিহ্বা।
১৫ আর তা এখান থেকে দক্ষিণে মহাসমুদ্রের মোহনার দিকে, তার জলের তীরে মোড় নেয় এবং পশ্চিমে আফরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিহোন নদীর জল পর্যন্ত পৌঁছায়, এবং গিহোন নদীর জলের দক্ষিণে এই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।
১৬ আর তা পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে এদন উদ্যান পর্যন্ত পৌঁছায়, যা তার দক্ষিণে অবস্থিত; এবং সমগ্র এদন দেশের ও সমগ্র পূর্বভাগের পূর্ব দিক থেকে তা পূর্বদিকে মোড় নিয়ে রাফা নামক পর্বতের পূর্বদিকে পৌঁছানো পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং তিনা নদীর মোহনার তীরে নেমে আসে।
১৭ এই অংশটি শেম ও তাঁর পুত্রদের জন্য লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হলো, যেন তাঁর বংশধরেরা চিরকাল এর অধিকারী থাকে।
১৮ আর নোহ আনন্দিত হলেন যে, শেম ও তাঁর পুত্রদের জন্য এই অংশটি প্রকাশিত হয়েছে, এবং তিনি ভাববাণীতে নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলেন, তা সবই স্মরণ করলেন; কারণ তিনি বলেছিলেন: 'ধন্য শেমের প্রভু ঈশ্বর, এবং প্রভু শেমের বাসস্থানে বাস করুন।'
১৯ আর তিনি জানতেন যে, এদন উদ্যান হলো মহাপবিত্র স্থান ও প্রভুর বাসস্থান, সিনাই পর্বত হলো মরুভূমির কেন্দ্রস্থল এবং সিয়োন পর্বত হলো পৃথিবীর নাভির কেন্দ্রস্থল; এই তিনটি পবিত্র স্থান একে অপরের মুখোমুখি করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।
২০ আর তিনি দেবতাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন, যিনি তাঁর মুখে প্রভুর বাক্য স্থাপন করেছিলেন এবং চিরকালের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন।
২১ আর তিনি জানতেন যে, শেম ও তাঁর পুত্রদের জন্য পুরুষানুক্রমে এক আশীর্বাদপুষ্ট অংশ ও আশীর্বাদ এসেছে—সমগ্র এদন দেশ, লোহিত সাগরের তীরবর্তী সমগ্র দেশ, পূর্বদিকের ও ভারতের সমগ্র দেশ, লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ও তার পর্বতমালা, বাশান দেশের সমস্ত অংশ, লেবাননের সমস্ত দেশ ও কাফতুর দ্বীপপুঞ্জ, সানির ও আমানার সমস্ত পর্বতমালা, উত্তরের অশূর পর্বতমালা, এলাম, অশূর ও বাবিলের সমস্ত দেশ, সুজান ও মায়েদাই, আর আরারাতের সমস্ত পর্বতমালা এবং সমুদ্রের ওপারের সমস্ত অঞ্চল, যা অশূর পর্বতমালার উত্তরে অবস্থিত—এক আশীর্বাদপুষ্ট ও প্রশস্ত দেশ, এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবই অতি উত্তম।
২২ আর হামের জন্য দ্বিতীয় অংশটি বের হলো, যা গিহোনের ওপারে দক্ষিণে, উদ্যানের ডানদিকে অবস্থিত; এবং তা দক্ষিণ দিকে অগ্নির সমস্ত পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত, পশ্চিম দিকে আতেলের সাগর পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে মাউকের সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত—সেই (সাগর) যেখানে যা কিছু বিনষ্ট হয় না, তা নেমে যায়।
২৩ আর তা উত্তর দিকে গাদিরের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যায়, এবং সমুদ্রের জলের তীর ধরে মহাসমুদ্রের জল পর্যন্ত গিয়ে গিহোন নদীর নিকটবর্তী হয়; এবং গিহোন নদী বরাবর চলতে চলতে এদন উদ্যানের ডান পাশ পর্যন্ত পৌঁছায়।
২৪ আর এই সেই দেশ, যা হামের জন্য তাঁর নিজের ও তাঁর পুত্রদের পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য অধিকার করার অধিকাররূপে নির্ধারিত হয়েছিল।
২৫ আর যাফেতের কারণে তিনা নদীর জলপ্রবাহের উত্তর দিকে, নদীর ওপারে এক-তৃতীয়াংশ অংশ উদ্ভূত হলো; এবং তা উত্তর-পূর্ব দিকে গোগের সমগ্র অঞ্চল ও তার পূর্বদিকের সমস্ত দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
২৬ আর তা উত্তর দিকে বিস্তৃত, এবং তা উত্তরের দিকে কেল্‌ত পর্বতমালা পর্যন্ত ও মৌখের সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং তা গাদিরের পূর্বদিকে সমুদ্রের জলরাশি পর্যন্ত প্রসারিত।
২৭ আর তা ফারার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আফেরাগের দিকে ফিরে যায় এবং পূর্বদিকে মে'আতের সমুদ্রের জল পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
২৮ আর তা উত্তর-পূর্ব দিকে তিনা নদীর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত, যতক্ষণ না তা রাফা পর্বতের দিকে তার জলের সীমানার কাছে পৌঁছায়, এবং তারপর উত্তর দিকে ঘুরে যায়।
২৯ এই সেই দেশ যা যাফেত ও তাঁর পুত্রদের জন্য তাঁর উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল, যা তিনি নিজে ও তাঁর পুত্ররা তাঁদের পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য অধিকার করবেন; পাঁচটি বৃহৎ দ্বীপ এবং উত্তরে একটি বিশাল ভূখণ্ড।
৩০ কিন্তু তা শীতল, এবং হামের দেশ উষ্ণ, আর শেমের দেশ উষ্ণও নয়, শীতলও নয়, বরং তা শীতল ও উষ্ণের মিশ্রণ।

অধ্যায় ৯

১ আর হাম তার পুত্রদের মধ্যে জমি ভাগ করে দিলেন, এবং প্রথম ভাগটি পূর্বদিকে কুশের জন্য, তার পশ্চিমে মিস্রেমের জন্য, তার পশ্চিমে পুতের জন্য, এবং সমুদ্রের ধারে তার পশ্চিমে [এবং তারও পশ্চিমে] কনানের জন্য নির্ধারিত হলো।
২ আর শেমও তাঁর পুত্রদের মধ্যে জমি ভাগ করে দিলেন, এবং প্রথম ভাগটি হাম ও তাঁর পুত্রদের জন্য দেওয়া হলো: টাইগ্রিস নদীর পূর্ব দিক থেকে তার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভারত দেশ, লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল, দেদান জলরাশি, মেব্রি ও এলা-র সমস্ত পর্বত, সুসানের সমস্ত দেশ এবং ফারনাকের ওপারে লোহিত সাগর ও তিনা নদী পর্যন্ত যা কিছু আছে, সেই সমস্ত স্থান।
৩ আর অশূরের জন্য দ্বিতীয় অংশটি বের হলো, যা ছিল অশূর, নীনবী ও শিনারের সমস্ত দেশ এবং ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; আর তা নদীর ধার ঘেঁষে ওপরে উঠে গেছে।
৪ আর অর্পখশদের জন্য তৃতীয় অংশটি নির্ধারিত হলো: ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বদিকে লোহিত সাগরের সীমান্তবর্তী কলদীয় অঞ্চলের সমস্ত দেশ, মিশরের দিকে মুখ করা সমুদ্রের জিহ্বার নিকটবর্তী মরুভূমির সমস্ত জলভাগ এবং ইউফ্রেটিস নদীর সীমান্ত পর্যন্ত লেবানন, সানির ও আমানার সমস্ত দেশ।
৫ আর অরামের জন্য চতুর্থ অংশটি উদ্ভূত হলো, যা হলো টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়ার সমস্ত দেশ, যা কলদীয়দের উত্তরে অশূর পর্বতমালার সীমান্ত পর্যন্ত এবং অরারা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
৬ আর লূদের জন্য পঞ্চম অংশটি বের করা হলো—অশূরের পর্বতমালা এবং তার অন্তর্গত সমস্ত কিছু, যা মহাসাগর পর্যন্ত এবং তার ভাই অশূরের পূর্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।
৭ আর যাফেতও তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।
৮ আর গোমরের জন্য প্রথম অংশটি উত্তর দিক থেকে পূর্বদিকে তিনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং উত্তরে মাগোগের জন্য উত্তরের সমস্ত অভ্যন্তরীণ অংশ মে'আত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
৯ আর মাদাই তার অংশস্বরূপ আবির্ভূত হলেন, যেন তিনি তার দুই ভাইয়ের পশ্চিম দিক থেকে দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এবং দ্বীপগুলোর উপকূল পর্যন্ত অধিকার করতে পারেন।
১০ আর যাভানের জন্য চতুর্থ অংশ হিসেবে প্রত্যেকটি দ্বীপ এবং লূদের সীমানার দিকে অবস্থিত দ্বীপগুলো বের করে আনা হলো।
১১ আর তূবলের জন্য সেই ভাষার মধ্যভাগে পঞ্চম অংশটি বের হলো, যা লূদের অংশের সীমানার দিকে দ্বিতীয় ভাষার দিকে, এবং দ্বিতীয় ভাষার বাইরের অঞ্চল থেকে তৃতীয় ভাষা পর্যন্ত বিস্তৃত।
১২ আর মেশেকের জন্য ষষ্ঠ অংশটি বের হলো, যা তৃতীয় ভাষার ওপার থেকে গাদিরের পূর্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত অঞ্চল।
১৩ আর তিরাসের জন্য সপ্তম অংশ হিসেবে সমুদ্রের মাঝখানে চারটি বড় দ্বীপ বের হলো, যা হামের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত [এবং কামাতুরির দ্বীপগুলো আরপাকশাদের পুত্রদের জন্য তার উত্তরাধিকার হিসেবে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হলো]।
১৪ আর এইভাবে নোহের পুত্রেরা তাদের পিতা নোহের সামনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল এবং তিনি তাদের সকলকে শপথ করে আবদ্ধ করলেন; যে ব্যক্তি তার ভাগে না পড়া অংশটি দখল করতে চাইবে, তার উপর তিনি অভিশাপ দিলেন।
১৫ আর তারা সকলে বলল, 'তাই হোক; তাই হোক'—তাদের নিজেদের ও তাদের পুত্রদের জন্য, পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য, সেই বিচার দিন পর্যন্ত। সেই দিনে প্রভু ঈশ্বর তাদের সমস্ত ভ্রান্তিমূলক অপবিত্রতার জন্য তরবারি ও অগ্নি দ্বারা তাদের বিচার করবেন, যার দ্বারা তারা পৃথিবীকে অধর্ম, অপবিত্রতা, ব্যভিচার ও পাপে পূর্ণ করেছে।

অধ্যায় ১০

১ আর এই জয়ন্তী পর্বের তৃতীয় সপ্তাহে অশুচি প্রেতাত্মারা নোহের বংশধরদের বিপথে চালিত করতে, ভুল পথে চালিত করতে এবং তাদের ধ্বংস করতে শুরু করল।
২ আর নোহের পুত্রেরা তাদের পিতা নোহের কাছে এসে তাঁকে সেই সব ভূতের বিষয়ে জানাল, যারা তাঁর পৌত্রদের বিপথে চালিত করছিল, অন্ধ করে দিচ্ছিল এবং হত্যা করছিল।
৩ আর তিনি তাঁর প্রভু ঈশ্বরের সামনে প্রার্থনা করে বললেন: 'হে সকল প্রাণীর আত্মার ঈশ্বর, যিনি আমার প্রতি করুণা দেখিয়েছ। তুমি আমাকে ও আমার পুত্রদের মহাপ্লাবনের জল থেকে রক্ষা করেছ, এবং বিনাশের সন্তানদের মতো আমাকে বিনাশ করোনি; কারণ আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ মহান, এবং আমার আত্মার প্রতি তোমার করুণাও মহান; আমার পুত্রদের উপর তোমার অনুগ্রহ বর্ষিত হোক, এবং দুষ্ট আত্মারা যেন তাদের উপর রাজত্ব না করে, পাছে তারা তাদের পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে ফেলে।'
৪ কিন্তু তুমি আমাকে ও আমার পুত্রদের আশীর্বাদ করো, যেন আমরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাই এবং পৃথিবী পূর্ণ করি।
৫ আর তুমি জানো, আমার সময়ে তোমার প্রহরীগণ, অর্থাৎ এই আত্মাদের পিতারা, কীভাবে কাজ করেছিল; আর এই জীবিত আত্মাদেরকে দণ্ডাজ্ঞার স্থানে বন্দী করে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখো, এবং হে আমার ঈশ্বর, তোমার দাসের সন্তানদের উপর যেন তারা বিনাশ আনতে না পারে; কেননা এরা দুষ্ট এবং ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট।
৬ আর তারা যেন জীবিতদের আত্মার উপর কর্তৃত্ব না করে; কেননা একমাত্র তুমিই তাদের উপর আধিপত্য করতে পারো। আর এখন থেকে চিরকাল পর্যন্ত ধার্মিকদের সন্তানদের উপর তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না।
৭ আর আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের সকলকে বাঁধতে আদেশ দিলেন।
৮ আর আত্মাদের প্রধান, মাস্তেমা, এসে বললেন: 'প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, এদের মধ্যে কয়েকজনকে আমার সামনে থাকতে দিন, আর তারা যেন আমার কথা শোনে এবং আমি তাদের যা যা বলব, তা সবই পালন করে; কারণ যদি এদের

মধ্যে কয়েকজনকে আমার জন্য না রাখা হয়, তবে আমি মনুষ্যসন্তানদের উপর আমার ইচ্ছার শক্তি প্রয়োগ করতে পারব না; কেননা আমার বিচারের পূর্বে এরা অধঃপতন ও বিপথগামী করার জন্য, কেননা মনুষ্যসন্তানদের দুষ্টতা অত্যন্ত গুরুতর।'
৯ আর তিনি বললেন, 'তাদের দশ ভাগের এক ভাগ তাঁর সামনে থাকুক এবং নয় ভাগ দণ্ডাজ্ঞার স্থানে নেমে যাক।'
১০ আর তিনি আমাদের মধ্যে একজনকে আদেশ দিলেন যেন আমরা নোহকে তাদের সমস্ত ঔষধপত্র শিখিয়ে দিই; কারণ তিনি জানতেন যে, তারা সরলতায় চলবে না এবং ধার্মিকতার জন্য চেষ্টাও করবে না।
১১ আর আমরা তাঁর সমস্ত বাক্য অনুসারেই কাজ করলাম: সমস্ত দুষ্ট ও অধর্মান্বী লোককে আমরা দণ্ডাজ্ঞার স্থানে বেঁধে রাখলাম এবং তাদের দশ ভাগের এক ভাগকে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলাম, যেন তারা শয়তানের বশীভূত থাকে।
১২ আর আমরা নোহকে তাদের সমস্ত রোগের ঔষধ ও তাদের প্রলোভনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করে বললাম, যেন তিনি পৃথিবীর লতাপাতা দিয়ে তাদের সুস্থ করতে পারেন।
১৩ আর আমরা নোহকে যেমন সব ধরনের ঔষধের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তিনি সেই সমস্ত বিষয় একটি বইয়ে লিখে রাখলেন। এর ফলে দুষ্ট আত্মারা নোহের সন্তানদের ক্ষতি করতে পারল না।
১৪ আর তিনি তাঁর লেখা সমস্ত পত্র নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেমকে দিলেন; কারণ তিনি তাঁর সকল পুত্রের চেয়ে শেমকে অধিক ভালোবাসতেন।
১৫ আর নোহ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রিত হলেন এবং অরাৎ দেশের লুবর পর্বতে তাঁকে কবর দেওয়া হল।
১৬ তিনি তাঁর জীবনে নয়শত পঞ্চাশ বছর, উনিশটি জয়ন্তী, দুই সপ্তাহ ও পাঁচ বছর পূর্ণ করলেন। [১৬৫৯ এএম]
১৭ আর পৃথিবীতে তাঁর জীবনে, হনোক ব্যতীত অন্য সকল মানুষের চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কারণ তাঁর ধার্মিকতায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন। কেননা হনোকের পদটি জগতের পুরুষানুক্রমে সাক্ষ্যস্বরূপ নির্ধারিত হয়েছিল, যেন তিনি বিচার দিন পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে সমস্ত কর্মের বিবরণ দেন।
১৮ আর তেত্রিশতম জয়ন্তীতে, প্রথম বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, পেলেগ সিনারের কন্যা লোমনা নামে এক মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন; এবং সেই সপ্তাহের চতুর্থ বছরে তিনি তাঁর এক পুত্র প্রসব করলেন, আর পেলেগ তাঁর নাম রাখলেন রেউ; কারণ তিনি বললেন: 'দেখো, মনুষ্যসন্তানরা শিনার দেশে নিজেদের জন্য একটি নগর ও একটি মিনার নির্মাণের দুষ্ট অভিপ্রায়ের দ্বারা মন্দ হয়ে গেছে।'
১৯ কারণ তারা অরাত দেশ থেকে পূর্বদিকে শিনার অভিমুখে যাত্রা করল; কেননা তাঁর রাজত্বকালে তারা সেই নগর ও মিনারটি নির্মাণ করে এই বলে রইল, 'এসো, আমরা এর মধ্য দিয়ে স্বর্গে আরোহণ করি।'
২০ আর তারা নির্মাণ করতে শুরু করল এবং চতুর্থ সপ্তাহে আগুনে পুড়িয়ে ইট তৈরি করল। সেই ইটগুলো তাদের পাথরের কাজ দিল এবং যে মাটি দিয়ে তারা সেগুলো জোড়া লাগাল, তা ছিল সমুদ্র থেকে ও শিনার দেশের জলের উৎস থেকে আসা আলকাতরার প্রলেপ।
২১ আর তারা তা নির্মাণ করল: তেতাল্লিশ বছর ধরে তারা তা নির্মাণ করেছিল; তার প্রস্থ ছিল ২০৩টি ইট, এবং (একটি ইটের) উচ্চতা ছিল তার এক-তৃতীয়াংশ; তার উচ্চতা ছিল ৫৪৩৩ হাত ও ২ পাম, এবং (একটি প্রাচীরের বিস্তার ছিল) তেরো স্টেড (এবং অন্যটির ত্রিশ স্টেড)।
২২ আর আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের বললেন: 'দেখো, তারা এক জাতি এবং তারা এই কাজ শুরু করেছে; এখন তাদের কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখা যাবে না। চলো, আমরা নিচে নেমে যাই এবং তাদের ভাষা বিভ্রান্ত করে দিই, যেন তারা একে অপরের কথা বুঝতে না পারে। এরপর তারা বিভিন্ন নগর ও জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচার দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে আর কোনো এক উদ্দেশ্য থাকবে না।'
২৩ আর প্রভু নেমে এলেন এবং মনুষ্যসন্তানদের নির্মিত সেই নগর ও মিনারটি দেখতে আমরাও তাঁর সঙ্গে নেমে গেলাম।
২৪ আর তিনি তাদের ভাষা বিভ্রান্ত করে দিলেন, ফলে তারা একে অপরের কথা আর বুঝতে পারল না এবং তখন তারা নগর ও মিনার নির্মাণ করা বন্ধ করে দিল।
২৫ এই কারণে শিনার নামক সমগ্র দেশকে বাবিল বলা হয়, কেননা সেখানে সদাপ্রভু মনুষ্যসন্তানদের সমস্ত ভাষা গুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তারা নিজ নিজ ভাষা ও জাতি অনুসারে নিজেদের নগরগুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।
২৬ আর সদাপ্রভু সেই দুর্গের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড ঝড় পাঠালেন এবং তা পৃথিবীতে উপড়ে ফেললেন; আর দেখ, সেটি অশূর ও বাবিলের মাঝখানে শিনার দেশে অবস্থিত ছিল এবং তারা তার নাম রাখল 'উচ্ছেদ'।
২৭ প্রথম বছরের [১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ] চতুর্থ সপ্তাহে, তার চব্বিশতম জয়ন্তীর শুরুতে, তারা শিনার দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।
২৮ আর হাম ও তার পুত্রেরা সেই দেশে প্রবেশ করলেন, যা তিনি অধিকার করার জন্য পেয়েছিলেন; যে দেশটি তিনি দক্ষিণাঞ্চলে নিজের প্রাপ্য অংশ হিসেবে লাভ করেছিলেন।
২৯ আর কনান দেখলেন, মিশরের নদী পর্যন্ত লিবানন দেশ খুবই ভালো; এবং তিনি পশ্চিমে সমুদ্রের দিকে নিজের অধিকারের দেশে গেলেন না; তিনি যর্দন ও সমুদ্রের সীমানা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে লিবানন দেশে বাস করতে লাগলেন।
৩০ তখন তাঁর পিতা হাম এবং তাঁর ভাই কুশ ও মিস্রায়িম তাঁকে বললেন, 'তুমি এমন এক দেশে বসতি স্থাপন করেছ যা তোমার নয় এবং যা দৈবক্রমে আমাদের ভাগে পড়েনি। এমন করো না; কারণ যদি তুমি এমন করো, তবে তুমি ও তোমার পুত্রেরা এই দেশে বিদ্রোহের দ্বারা পতিত হবে এবং অভিশপ্ত হবে। কেননা বিদ্রোহের দ্বারাই তোমরা বসতি স্থাপন করেছ এবং বিদ্রোহের দ্বারাই তোমাদের সন্তানেরা পতিত হবে, আর তোমরা চিরকালের জন্য উৎপাটিত হবে।'
৩১ শেমের বাসস্থানে বাস কোরো না; কেননা শেম ও তার পুত্ররা ভাগ্যক্রমে এই অধিকার পেয়েছিল।
৩২ 'তুমি অভিশপ্ত, এবং নূহের সকল বংশধরের চেয়েও অধিক অভিশপ্ত হবে, সেই অভিশাপের দ্বারা যার দ্বারা আমরা পবিত্র বিচারকের সামনে ও আমাদের পিতা নূহের সামনে শপথ করে নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছিলাম।'

৩৩ কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি এবং তিনি ও তাঁর পুত্রেরা হমত থেকে মিশরে প্রবেশ করা পর্যন্ত লিবানন দেশে আজ পর্যন্ত বাস করে আসছেন।
৩৪ আর এই কারণেই সেই দেশের নাম কনান রাখা হয়েছে।
৩৫ আর যাফেত ও তাঁর পুত্রেরা সমুদ্রের দিকে গিয়ে নিজেদের প্রাপ্য দেশে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু মাদায় সমুদ্রের দেশ দেখে তা পছন্দ করলেন না, এবং তিনি হাম, অশূর ও তাঁর স্ত্রীর ভাই অর্পকশদের কাছে একটি অংশ চাইলেন। এরপর তিনি আজ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর ভাইয়ের নিকটবর্তী মিদী দেশে বাস করতে লাগলেন।
৩৬ আর তিনি তাদের পিতা মাদাইয়ের নামানুসারে নিজের ও তাঁর পুত্রদের বাসস্থানের নাম রাখলেন মিডিয়া।

অধ্যায় ১১

১ আর পঁয়ত্রিশতম জয়ন্তীতে, তৃতীয় সপ্তাহে, তার প্রথম বছরে [1681 AM], রিউ নিজের জন্য এক স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তার নাম ছিল 'ওরা, 'উরের কন্যা, কেশেদের পুত্র, এবং তিনি তার জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, এবং তিনি তার নাম রাখলেন সেরোহ, এই জয়ন্তীর এই সপ্তাহের সপ্তম বছরে। [1687 AM]
২ আর নোহের বংশধরেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল, পরস্পরকে বন্দী করতে ও হত্যা করতে লাগল, পৃথিবীতে মানুষের রক্তপাত করতে লাগল, রক্ত ভক্ষণ করতে লাগল, এবং শক্তিশালী নগর, প্রাচীর ও মিনার নির্মাণ করতে লাগল; আর ব্যক্তিরা জাতির উপরে নিজেদের উন্নত করতে লাগল, এবং রাজ্যসমূহের সূচনা করতে লাগল, এবং মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ও নগরে নগরে যুদ্ধ করতে লাগল; আর সকলেই মন্দ কাজ করতে লাগল, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল, এবং নিজেদের পুত্রদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে লাগল; আর তারা নগরসমূহ দখল করতে ও দাস-দাসী বিক্রি করতে লাগল।
৩ আর কেশেদের পুত্র ঊর, কলদীয়দের মধ্যে অরা নগর নির্মাণ করলেন এবং নিজের ও তাঁর পিতার নামে তার নামকরণ করলেন। আর তারা নিজেদের জন্য ঢালাই করা মূর্তি তৈরি করল এবং প্রত্যেকেই সেই ঢালাই করা মূর্তির পূজা করত, যা তারা নিজেদের জন্য তৈরি করেছিল। তারা খোদাই করা মূর্তি ও অশুচি প্রতিমা তৈরি করতে শুরু করল এবং দুষ্ট আত্মারা তাদেরকে পাপ ও অশুচিতা করতে সাহায্য ও প্রলুব্ধ করল।
৪ আর রাজপুত্র মাস্তেমা এই সমস্ত কিছু করতে সচেষ্ট হলেন এবং তিনি তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য আত্মাদের প্রেরণ করলেন, যেন তারা সব ধরনের অন্যায় ও পাপ, এবং সব ধরনের অধর্ম সাধন করে, কলুষিত ও ধ্বংস করে এবং পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটায়।
৫ এই কারণে তিনি সেরোহের নাম সেরুগ রাখলেন, কেননা প্রত্যেকেই সব ধরনের পাপ ও অধর্ম করতে লাগল।
৬ আর তিনি বড় হয়ে উঠলেন এবং কলদীয় অঞ্চলের উর নামক স্থানে, তাঁর স্ত্রীর মাতার পিতার নিকটবর্তী স্থানে বাস করতে লাগলেন। তিনি প্রতিমা পূজা করতেন এবং ছত্রিশতম জয়ন্তীর প্রথম বছরের পঞ্চম সপ্তাহে এক স্ত্রী গ্রহণ করলেন; তাঁর নাম ছিল মেলকা, যিনি ছিলেন তাঁর পিতার ভাইয়ের কন্যা কাবেরের কন্যা।
৭ আর সেই সপ্তাহের প্রথম বছরে তিনি নাহোরকে জন্ম দিলেন; তিনি বড় হয়ে কলদীয়দের উর নামক স্থানে বাস করতে লাগলেন এবং তাঁর পিতা তাঁকে আকাশের চিহ্ন অনুসারে ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য কলদীয় ভাষার গবেষণা শিখিয়েছিলেন।
৮ আর সাঁইত্রিশতম জয়ন্তীর ষষ্ঠ সপ্তাহে, তার প্রথম বর্ষে, [১৮০০ এএম] তিনি একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর নাম ছিল 'ইয়াস্কা, যিনি ছিলেন কলদীয়দের নেস্তাগের কন্যা।
৯ আর এই সপ্তাহের সপ্তম বছরে তিনি তাঁর জন্য তেরাহকে প্রসব করলেন। [১৮০৬ এএম]
১০ আর রাজপুত্র মাস্তেমা দেশে বোনা বীজ খেয়ে ফেলার জন্য কাক ও অন্যান্য পাখি পাঠালেন, যেন তিনি দেশটিকে ধ্বংস করেন এবং মানুষের সন্তানদের তাদের পরিশ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করেন। মানুষ সেই বীজ চাষ করার আগেই কাকগুলো মাটির উপর থেকে তা তুলে নিয়ে গেল।
১১ আর এই কারণেই তিনি তাঁর নাম তেরহ রাখলেন, কারণ কাকেরা ও অন্যান্য পাখিরা তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছিল এবং তাদের বংশবিস্তার খেয়ে ফেলেছিল।
১২ আর পাখিদের কারণে বছরগুলো নিষ্ফল হতে শুরু করল, কারণ তারা গাছ থেকে সমস্ত ফল খেয়ে ফেলত; ফলে তারা তাদের জীবদ্দশায় অনেক কষ্টে পৃথিবীর সমস্ত ফলের মধ্যে থেকে সামান্য কিছু রক্ষা করতে পারত।
১৩ আর এই উনচল্লিশতম জয়ন্তীতে, প্রথম বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তেরহ একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর নাম ছিল এদনা, যিনি ছিলেন অব্রামের কন্যা, তাঁর পিতার বোনের কন্যা। আর এই সপ্তাহের সপ্তম বছরে তিনি তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, এবং তিনি তাঁর মাতার পিতার নামে তাঁর নাম রাখলেন অব্রাম;
১৪ কারণ তার মেয়ের পুত্রসন্তান গর্ভে আসার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।
১৫ আর সেই শিশুটি পৃথিবীর সেইসব ভ্রান্তি বুঝতে শুরু করল, যা সকলে খোদিত মূর্তি ও অশুচিতার পিছনে বিপথে চলে যায়; এবং তার পিতা তাকে লিখতে শেখালেন, আর তখন তার বয়স ছিল দুই সপ্তাহ, [১৮৯০ এএম] এবং সে তার পিতার কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করল, যেন সে তার সঙ্গে মূর্তিপূজা না করে।
১৬ আর তিনি সর্বসৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, যেন তিনি তাঁকে মানুষের ভুলত্রুটি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর জীবন যেন অশুচিতা ও নীচতার পথে ভ্রান্তিতে পতিত না হয়।
১৭ আর জমিতে বীজ বপনের সময় এল, তখন তারা সকলে কাকদের হাত থেকে নিজেদের বীজ রক্ষা করার জন্য একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন; অব্রামও তাঁদের সঙ্গে গেলেন এবং সেই শিশুটির বয়স তখন চৌদ্দ বছর।
১৮ আর এক ঝাঁক কাক সেই বীজ খেতে এলো। তখন তারা মাটিতে বসার আগেই অব্রাম তাদের দিকে ছুটে গেলেন এবং বীজ খাওয়ার জন্য মাটিতে বসার আগেই তাদের

ডেকে বললেন, 'নিচে যেও না, যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।' তখন তারা ফিরে যেতে লাগল।
১৯ আর তিনি সেই দিন কাকের ঝাঁককে সত্তর বার ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু অব্রাম যেখানে ছিলেন, সেই সমস্ত দেশের একটিও কাক সেখানে এসে বসল না।
২০আর সারা দেশে তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তারা সকলে তাঁকে চিৎকার করতে দেখল, আর সমস্ত কাকেরা ফিরে তাকাল, এবং সমস্ত কলদীয় দেশে তাঁর নাম মহিমান্বিত হল।
২১ আর সেই বছর যারা বীজ বপন করতে ইচ্ছুক ছিল, তারা সবাই তাঁর কাছে এল এবং বীজ বপনের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে থাকলেন। তারা নিজেদের জমিতে বীজ বপন করল এবং সেই বছর যথেষ্ট শস্য ঘরে এনে খেয়ে তৃপ্ত হল।
২২ আর প্রথম বছরের পঞ্চম সপ্তাহে অব্রাম বলদের সরঞ্জাম নির্মাতাদের, অর্থাৎ কাঠের কারিগরদের, শিক্ষা দিলেন; তারা মাটির উপরে, লাঙলের কাঠামোর দিকে মুখ করে একটি পাত্র তৈরি করল, যেন তার উপর বীজ রাখা যায়। সেই পাত্র থেকে বীজ লাঙলের ফলার উপর পড়ল এবং মাটিতে লুকানো রইল, আর তারা কাকদের আর ভয় করত না।
২৩ আর সেইরূপে তারা লাঙলের সমস্ত কাঠামোর উপর মাটির উপরে পাত্র তৈরি করল এবং অব্রামের আজ্ঞা অনুসারে সমস্ত জমিতে বীজ বুনল ও চাষ করল, আর পাখিদের আর ভয় করল না।

অধ্যায় ১২

১ আর তার সপ্তম বছরের ষষ্ঠ সপ্তাহে এমন হল যে, অব্রাম তাঁর পিতা তেরহকে বললেন, 'পিতা!'
২ আর তিনি বললেন, 'দেখো, আমিই আমার পুত্র।' এবং তিনি বললেন,
তুমি যে প্রতিমাগুলোর পূজা করো, তা থেকে আমাদের কী সাহায্য ও লাভ হয়?
আর কার সামনে তুমি নত হও?
৩ কারণ তাদের মধ্যে কোনো আত্মা নেই,
কারণ সেগুলো নির্বাক রূপ এবং হৃদয়ের প্রবঞ্চনা।
তাদের উপাসনা করো না:
৪ স্বর্গীয় ঈশ্বরের উপাসনা করো,
যিনি পৃথিবীতে বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ করেন।
এবং পৃথিবীর সবকিছুই,
এবং তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন,
আর সমস্ত জীবন তাঁর সম্মুখ থেকেই উদ্‌ভূত।
৫ তোমরা কেন এমন বস্তুর পূজা করো, যেগুলোর মধ্যে কোনো আত্মা নেই?
কারণ এগুলো মানুষের হাতের কাজ,
আর তোমরা তাদের কাঁধে বহন করো,
আর তোমরা তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাও না,
কিন্তু যারা এগুলো তৈরি করে, তাদের জন্য এগুলো চরম লজ্জার কারণ।
এবং যারা তাদের উপাসনা করে, তাদের অন্তরকে বিভ্রান্ত করা:
তাদের উপাসনা করো না।
৬ তখন তার বাবা তাকে বললেন, "বৎস, আমিও তা জানি, কিন্তু যে জাতি আমাকে তাদের সেবা করতে বাধ্য করেছে, তাদের নিয়ে আমি কী করব?"
৭ আর আমি যদি তাদের কাছে সত্য বলি, তবে তারা আমাকে হত্যা করবে; কেননা তাদের উপাসনা ও সম্মান করার জন্যই তাদের প্রাণ তাদের প্রতি আসক্ত।
৮ 'চুপ থাকো, বৎস, পাছে লোকে তোমাকে হত্যা করে।' এই কথা তিনি তাঁর দুই ভাইকে বললেন, আর তাঁরা তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হলেন এবং তিনি চুপ করে রইলেন।
৯ আর চল্লিশতম জয়ন্তীর দ্বিতীয় সপ্তাহে, তার সপ্তম বর্ষে, অব্রাম নিজের জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন; তাঁর নাম ছিল সারাই, তাঁর পিতার কন্যা, এবং তিনি তাঁর স্ত্রী হলেন।
১০ আর তার ভাই হারান, তৃতীয় বছরের তৃতীয় সপ্তাহে একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন, এবং এই বছরের সপ্তম সপ্তাহে তিনি তার জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন, আর তিনি তার নাম রাখলেন লোট।
১১ আর তার ভাই নাহোর একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন।
১২ আর অব্রামের জীবনের ষাটতম বছরে, অর্থাৎ তার চতুর্থ বছরের চতুর্থ সপ্তাহে, অব্রাম রাতে উঠে প্রতিমাগুলোর ঘরটি পুড়িয়ে দিলেন এবং সেই ঘরের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই পুড়িয়ে ফেললেন; আর কেউ তা জানতে পারল না।
১৩ আর তারা রাতে উঠে আগুনের মধ্য থেকে তাদের দেবতাদের রক্ষা করার চেষ্টা করল।
১৪ আর হারান তাদের বাঁচাতে তাড়াতাড়ি গেলেন, কিন্তু আগুন তাঁর উপর জ্বলে উঠল এবং তিনি আগুনে পুড়ে গেলেন। তিনি তাঁর পিতা তেরহের সামনে কলদীয়দের উর নামক স্থানে মারা গেলেন এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হলো।
১৫ আর তেরহ তাঁর পুত্রদের সঙ্গে কলদীয় অঞ্চলের উর থেকে লিবানন ও কনান দেশে গমন করলেন এবং হারান দেশে বাস করতে লাগলেন। অব্রামও তাঁর পিতা তেরহের সঙ্গে হারান দেশে দুই বছর বাস করলেন।
১৬ আর সেই বছরের পঞ্চম বছরের ষষ্ঠ সপ্তাহে, অব্রাম সপ্তম মাসের অমাবস্যার রাতে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারা রাত জেগে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করলেন, যেন বৃষ্টির বিষয়ে সেই বছরের স্বরূপ কেমন হবে তা দেখতে পারেন; এবং তিনি একাই বসে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।
১৭ তখন তাঁর অন্তরে এই কথা এল এবং তিনি বললেন: নক্ষত্রের সমস্ত চিহ্ন, এবং চন্দ্র ও সূর্যের চিহ্ন—সবই প্রভুর হাতে রয়েছে। আমি কেন সেগুলোর খোঁজ করি?
১৮ তিনি ইচ্ছা করলে সকাল ও সন্ধ্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করান;
আর তিনি চাইলে তা আটকে রাখেন।
আর সবকিছুই তাঁর হাতে।
১৯ আর সেই রাতে তিনি প্রার্থনা করে বললেন,
হে আমার ঈশ্বর, পরমেশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র ঈশ্বর।
এবং আমি তোমায় ও তোমার রাজ্যকে মনোনীত করেছি।
আর তুমিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছ,
আর সমস্ত কিছুই তোমার হাতের কাজ।
২০ আমাকে সেই দুষ্ট আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা করো, যারা মানুষের হৃদয়ের চিন্তার উপর কর্তৃত্ব করে।

আর তারা যেন আমাকে তোমার কাছ থেকে বিপথে চালিত না করে, হে আমার ঈশ্বর।
এবং আমাকে ও আমার বংশধরকে চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করো।
যেন আমরা এখন থেকে চিরকাল পথভ্রষ্ট না হই।
২১ আর তিনি বললেন, 'যারা আমার সান্নিধ্যপ্রার্থী, সেই কলদীয় উর-এ কি আমি ফিরে যাব, নাকি এই স্থানেই থেকে যাব? হে আমার ঈশ্বর, তোমার সম্মুখে সরল পথকে তোমার দাসের হাতে সফল করো, যেন সে তা পূর্ণ করতে পারে এবং আমি যেন আমার হৃদয়ের কপটতায় না চলি।'
২২ আর তিনি কথা বলা ও প্রার্থনা করা শেষ করলেন, আর দেখো, প্রভুর বাক্য আমার মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানো হলো, এই বলে: 'তুমি তোমার দেশ, তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও তোমার পিতৃপুরুষের গৃহ ত্যাগ করে সেই দেশে যাও যা আমি তোমাকে দেখাব, এবং আমি তোমাকে এক মহান ও বহুসংখ্যক জাতিতে পরিণত করব।'
২৩ আর আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব
আর আমি তোমার নাম মহিমান্বিত করব,
এবং তুমি পৃথিবীতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে,
এবং তোমাতেই পৃথিবীর সকল পরিবার আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে,
আর যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব।
আর যারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তুমিও তাদের অভিশাপ দাও।
২৪ আর আমি তোমার, তোমার পুত্রের, তোমার পৌত্রের এবং তোমার সমস্ত বংশধরের ঈশ্বর হব; ভয় কোরো না, এখন থেকে পৃথিবীর সকল প্রজন্মের কাছে আমিই তোমার ঈশ্বর।
২৫ আর প্রভু ঈশ্বর বললেন: 'তার মুখ ও কান খোলো, যেন সে শুনতে পায় এবং নিজের মুখ দিয়ে সেই ভাষায় কথা বলতে পারে, যা প্রকাশিত হয়েছে'; কেননা (বাবিলের) পতনের দিন থেকে সমস্ত মানবসন্তানের মুখ থেকে সেই ভাষা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
২৬ আর আমি তাঁর মুখ, কান ও ঠোঁট খুলে দিলাম এবং সৃষ্টির ভাষায় হিব্রু ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম।
২৭ আর তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের পুস্তকগুলো নিলেন; সেগুলো হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল। তিনি সেগুলো অনুলিপি করলেন এবং সেই সময় থেকে তা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। যা তিনি বুঝতে পারতেন না, আমি তাঁকে তা জানিয়ে দিলাম এবং তিনি বর্ষার ছয় মাস ধরে সেগুলো অধ্যয়ন করলেন।
২৮ আর সপ্তম বর্ষের ষষ্ঠ সপ্তাহে এমন হল যে, তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁকে জানালেন যে, তিনি হারান ত্যাগ করে কনান দেশে যাবেন তা দর্শন করতে এবং তাঁর কাছে ফিরে আসবেন।
২৯ তখন তার পিতা তেরহ তাকে বললেন, "শান্তিতে যাও।"
চিরন্তন ঈশ্বর তোমার পথ সরল করে দিন।
এবং প্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন ও তোমাকে সকল মন্দ থেকে রক্ষা করুন।
এবং যারা তোমাকে দেখে, তাদের সামনে তুমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ, করুণা ও কৃপা বর্ষণ করো।
এবং কোনো মানবসন্তানেরই যেন তোমার ক্ষতি করার ক্ষমতা না থাকে;
শান্তিতে চলে যান।
৩০ আর যদি তুমি বসবাসের জন্য তোমার দৃষ্টিনন্দন কোনো দেশ দেখতে পাও, তবে ওঠো এবং আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও; তোমার ভাই হারানের পুত্র লোটকেও তোমার নিজ পুত্রের মতো সঙ্গে নাও। সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন।
৩১ আর তুমি শান্তিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার ভাই নাহোর আমার সঙ্গে থাকো, এবং আমরা সকলে একসঙ্গে তোমার সঙ্গে যাব।

অধ্যায় ১৩

১ আর অব্রাম হারান থেকে যাত্রা করলেন এবং তাঁর স্ত্রী সারাই ও তাঁর ভাই হারানের পুত্র লোটকে সঙ্গে নিয়ে কনান দেশে গেলেন। তিনি অশূরে এসে শেখমে অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং একটি উঁচু ওক গাছের কাছে বাস করতে লাগলেন।
২ আর তিনি দেখলেন, হমত থেকে শুরু করে সেই উঁচু ওক গাছ পর্যন্ত দেশটি অত্যন্ত মনোরম।
৩ আর সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি এই দেশ তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব।'
৪ আর তিনি সেখানে একটি বেদি নির্মাণ করলেন এবং তাঁর কাছে আবির্ভূত হওয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে তার উপরে হোমবলি উৎসর্গ করলেন।
৫ আর তিনি সেখান থেকে পশ্চিমে বেথেল ও পূর্বে আই নামক পর্বতে চলে গেলেন এবং সেখানে তাঁবু গাড়লেন।
৬ আর তিনি দেখলেন, সেই দেশ অত্যন্ত প্রশস্ত ও উত্তম এবং তাতে সব ধরনের গাছপালা জন্মাতো—দ্রাক্ষালতা, ডুমুর ও ডালিম, ওক ও ইলেক্স গাছ, তেরবিন্থ ও তৈলবৃক্ষ, দেবদারু, সাইপ্রেস ও খেজুর গাছ এবং মাঠের সমস্ত বৃক্ষ; আর পর্বতগুলোর উপরেও জল ছিল।
৭ আর তিনি সেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করলেন, যিনি তাঁকে কলদীয়দের উর থেকে বের করে এনে এই দেশে নিয়ে এসেছিলেন।
৮ আর প্রথম বছরের সপ্তম সপ্তাহে, প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে, তিনি এই পর্বতের উপরে একটি বেদি নির্মাণ করলেন এবং প্রভুর নামে এই বলে ডাকলেন: 'হে অনন্ত ঈশ্বর, তুমিই আমার ঈশ্বর।'
৯ আর তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদিতে হোমবলি উৎসর্গ করলেন, যেন তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত দিন তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ না করেন।
১০ আর তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে দক্ষিণের দিকে গেলেন এবং হিব্রোনে এসে পৌঁছালেন; সেই সময়ে হিব্রোন নগর নির্মিত হয়েছিল। তিনি সেখানে দুই বছর বাস করলেন এবং সেখান থেকে দক্ষিণের দেশ বেলোতে চলে গেলেন; আর সেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।
১১ আর অব্রাম সপ্তাহের তৃতীয় বছরে মিশরে গেলেন এবং সেখানে পাঁচ বছর বাস করার পর তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো।

১২ সেই সময়ে মিশরের তনয় নগরী নির্মিত হয়েছিল—হেব্রোনের সাত বছর পরে।
১৩ আর যখন ফরৌণ অব্রামের স্ত্রী সারাইকে বন্দী করলেন, তখন অব্রামের স্ত্রী সারাইয়ের কারণে সদাপ্রভু ফরৌণ ও তাঁর পরিবারকে মহামহামারীতে পীড়িত করলেন।
১৪ আর অব্রাম মেষ, গরু, গাধা, ঘোড়া, উট, দাস-দাসী এবং প্রচুর সোনা-রূপার সম্পদে অত্যন্ত গৌরবময় ছিলেন। এবং তাঁর ভাইপো লোটও ধনী ছিলেন।
১৫ আর ফরৌণ অব্রামের স্ত্রী সারাইকে ফিরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে মিশর দেশ থেকে বের করে দিলেন। তখন তিনি সেই স্থানে যাত্রা করলেন যেখানে তিনি প্রথমে তাঁবু গেড়েছিলেন—অর্থাৎ যজ্ঞবেদির স্থানে; যার পূর্বে ছিল আই এবং পশ্চিমে বেথেল। তিনি তাঁর প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন, যিনি তাঁকে শান্তিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।
১৬ আর একচল্লিশতম জয়ন্তীর তৃতীয় বছরের প্রথম সপ্তাহে, [১৯৬৩ এএম] এই ঘটনা ঘটল যে, তিনি সেই স্থানে ফিরে এসে তার উপরে একটি হোমবলি উৎসর্গ করলেন এবং প্রভুর নামে আহ্বান করে বললেন: 'হে পরাৎপর ঈশ্বর, তুমিই চিরকাল আমার ঈশ্বর।'
১৭ আর সেই সপ্তাহের চতুর্থ বছরে [১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে] লোট তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং লোট সদোমে বাস করতে লাগলেন, আর সদোমের লোকেরা অত্যন্ত পাপী ছিল।
১৮ আর এই কারণে তিনি মনে মনে ব্যথিত হলেন যে, তাঁর ভাইয়ের ছেলে তাঁর কাছ থেকে চলে গেছে; কেননা তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।
১৯ যে বছর লোটকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই বছর লোট তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর, এই সপ্তাহের চতুর্থ বছরে সদাপ্রভু অব্রামকে বললেন: 'তুমি যেখানে বাস করছ, সেখান থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দিকে তোমার দৃষ্টি তোলো।'
২০ কারণ তুমি যে সমস্ত দেশ দেখছ, সেই সমস্ত দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য দেব এবং তোমার বংশধরদের সমুদ্রের বালির মতো করব; যদিও মানুষ পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে পারে, তবুও তোমার বংশধরদের গণনা করা যাবে না।
২১ ওঠো, দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর হেঁটে বেড়াও এবং সবকিছু দেখো; কেননা আমি এ তোমার বংশধরদের দেব।' আর অব্রাম হিব্রোনে গিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন।
২২ আর সেই বছর এলামের রাজা কেদরলাওমের, শিনারের রাজা অম্রাফেল, সেল্লাসারের রাজা আরিয়োক ও জাতিসমূহের রাজা তেরগল এসে গমোরাহের রাজাকে হত্যা করলেন, এবং সদোমের রাজা পালিয়ে গেলেন, আর লবণ সাগরের তীরে সিদ্দিম উপত্যকায় অনেকে আহত হয়ে মারা গেলেন।
২৩ আর তারা সদোম, আদম ও সবোয়িমকে বন্দী করল এবং অব্রামের ভাইয়ের ছেলে লোট ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তিও বন্দী করল; তারপর তারা দান দেশে চলে গেল।
২৪ আর একজন পালিয়ে এসে অব্রামকে জানাল যে, তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং (অব্রাম) তাঁর গৃহভৃত্যদের অস্ত্রসজ্জিত করলেন...
২৫ . . . . অব্রামের জন্য ও তাঁর বংশধরদের জন্য, প্রথম ফলের দশমাংশ প্রভুর উদ্দেশ্যে; এবং প্রভু এই মর্মে চিরস্থায়ী বিধান স্থির করলেন যে, তারা তা তাঁর সামনে সেবাকারী যাজকদের দেবে, যেন তারা তা চিরকালের জন্য অধিকার করে রাখে।
২৬ আর এই বিধির কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; কারণ তিনি পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য এই বিধান করেছেন যে, তারা প্রভুকে সবকিছুর দশমাংশ দেবে—বীজ, দ্রাক্ষারস, তেল, গবাদি পশু এবং মেষের।
২৭ আর তিনি তা তাঁর যাজকদেরকে দিলেন, যেন তারা তাঁর সামনে আনন্দের সাথে তা খেতে ও পান করতে পারে।
২৮ তখন সদোমের রাজা তাঁর কাছে এসে তাঁর সামনে নত হলেন এবং বললেন, 'প্রভু অব্রাম, যে প্রাণগুলো তুমি উদ্ধার করেছ, সেগুলো আমাদের ফিরিয়ে দাও, কিন্তু লুটের মাল তোমারই থাকুক।'
২৯ তখন অব্রাম তাঁকে বললেন, 'আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে হাত তুলে বলছি, একটি সুতো থেকে শুরু করে জুতার ফিতে পর্যন্ত তোমার কোনো জিনিসই আমি নেব না, পাছে তুমি বলো, আমিই অব্রামকে ধনী করেছি; কেবল যুবকেরা যা খেয়েছে এবং আমার সঙ্গে যে লোকেরা—অনের, এষোল ও মাম্রে—গিয়েছিল, তাদের অংশটুকু ছাড়া। এরাই তাদের প্রাপ্য অংশ পাবে।'

অধ্যায় ১৪

১ এই সব ঘটনার পরে, এই সপ্তাহের চতুর্থ বছরে, তৃতীয় মাসের অমাবস্যার দিনে, প্রভুর বাক্য অব্রামের কাছে স্বপ্নে এলো, এই বলে: 'ভয় পেয়ো না, অব্রাম; আমিই তোমার রক্ষাকর্তা, এবং তোমার পুরস্কার হবে মহাপ্রলয়কর।'
২ তখন তিনি বললেন, 'প্রভু, প্রভু, তুমি আমাকে কী দেবে? আমি তো নিঃসন্তান অবস্থায় এখান থেকে চলে যাচ্ছি; আমার দাসীর পুত্র মাসেকের ছেলে, দাম্মসেকের ইলীয়েষরই আমার উত্তরাধিকারী হবে, অথচ তুমি আমাকে কোনো সন্তান দাওনি।'
৩ আর তিনি তাঁকে বললেন, 'এই ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হবে না, বরং তোমার নিজের গর্ভ থেকেই যে জন্মাবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হবে।'
৪ আর তিনি তাঁকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, 'আকাশের দিকে তাকাও এবং নক্ষত্রগুলো গণনা করো, যদি তুমি তা করতে পারো।'
৫ আর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার বংশধরও তদ্রূপ হবে।'
৬ আর তিনি প্রভুতে বিশ্বাস করলেন, এবং তা তাঁর জন্য ধার্মিকতা বলে গণ্য হল।
৭ আর তিনি তাঁকে বললেন: 'আমিই সেই সদাপ্রভু, যিনি তোমাকে কলদীয়দের উর থেকে বের করে এনেছি, যেন তুমি কনানীয়দের দেশ চিরকালের জন্য অধিকার করতে পারো; এবং আমি তোমার ও তোমার পরবর্তী বংশধরদের ঈশ্বর হব।'
৮ তখন তিনি বললেন, 'প্রভু, প্রভু, আমি কিসে জানব যে আমি এর উত্তরাধিকারী হব?'

৯ আর তিনি তাঁকে বললেন: 'আমার জন্য তিন বছরের একটি বকনা বাছুর, তিন বছরের একটি ছাগল, তিন বছরের একটি মেষ, একটি ঘুঘু ও একটি কপোত নিয়ে এসো।'
১০ আর তিনি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই সমস্ত কিছু নিয়ে হিব্রোনের নিকটবর্তী মাম্রের ওক গাছের কাছে বাস করতে লাগলেন।
১১ আর তিনি সেখানে একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন এবং এই সকলকে বলিদান করলেন; তিনি যজ্ঞবেদির উপর তাদের রক্ত ঢেলে দিলেন, সেগুলোকে মাঝখান থেকে ভাগ করলেন এবং একটির উপর আরেকটি করে রাখলেন; কিন্তু পাখিদের তিনি ভাগ করলেন না।
১২ তখন পাখিরা সেই টুকরোগুলোর উপর নেমে এল, কিন্তু অব্রাম সেগুলোকে তাড়িয়ে দিলেন এবং পাখিদের সেগুলোকে স্পর্শ করতে দিলেন না।
১৩ আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অব্রামের উপর এক ভাবাবেশ নেমে এল, এবং দেখ! এক ঘোর অন্ধকারের বিভীষিকা তাঁকে গ্রাস করল, আর অব্রামকে বলা হল: 'নিশ্চয়ই জেনে রাখো, তোমার বংশধরেরা এমন এক দেশে পরবাসী হবে যা তাদের নয়, এবং লোকেরা তাদের দাসত্বে আবদ্ধ করবে ও চারশো বছর ধরে তাদের উপর অত্যাচার করবে।'
১৪ আর যে জাতির অধীনে তারা থাকবে, আমি সেই জাতিরও বিচার করব; এবং এরপর তারা সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পদসহ বেরিয়ে আসবে।
১৫ আর তুমি শান্তিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে এবং উত্তম বার্ধক্যে সমাহিত হবে।
১৬ কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তারা এখানে ফিরে আসবে; কারণ অমোরীয়দের পাপ এখনও পূর্ণ হয়নি।
১৭ আর তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, এবং উঠে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে; আর সেখানে একটি অগ্নিশিখা ছিল, এবং দেখ! একটি চুল্লি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, আর খণ্ডগুলোর মাঝখান দিয়ে আগুনের শিখা বয়ে যাচ্ছিল।
১৮ সেই দিন সদাপ্রভু অব্রামের সঙ্গে এই মর্মে এক মীমাংসা করলেন: 'আমি তোমার বংশধরদের এই দেশ দেব, মিসরের নদী থেকে মহানদী ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত; কেনীয়, কেনিজীয়, কদমোনীয়, পেরিজীয়, রফাইয়িম, ফাকোরীয়, হিবীয়, অমোরীয়, কনানীয়, গির্গাশীয় ও যিবূসীয়দের।'
১৯ আর সেই দিন কেটে গেল, এবং অব্রাম সেই খণ্ডগুলো, পাখিগুলো, তাদের ফল ও পানীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন, আর আগুন সেগুলোকে গ্রাস করল।
২০ আর সেই দিনে আমরা অব্রামের সঙ্গে একটি চুক্তি করলাম, যেমন আমরা এই মাসে নোহের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম; এবং অব্রাম নিজের জন্য চিরকালের জন্য সেই উৎসব ও বিধান নবায়ন করলেন।
২১ এতে অব্রাম আনন্দিত হলেন এবং তাঁর স্ত্রী সারাইকে এই সমস্ত বিষয় জানালেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর সন্তান হবে, কিন্তু সারাই প্রসব করলেন না।
২২ তখন সারাই তাঁর স্বামী অব্রামকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'আপনি আমার মিশরীয় দাসী হাগরের কাছে যান; হতে পারে তার দ্বারা আমি আপনার জন্য বংশ উৎপন্ন করতে পারব।'
২৩ আর অব্রাম তাঁর স্ত্রী সারাইয়ের কথা শুনে তাঁকে বললেন, 'তাই করুন।' তখন সারাই তাঁর মিশরীয় দাসী হাগারকে নিয়ে তাঁর স্বামী অব্রামের কাছে স্ত্রীরূপে দিলেন।
২৪ আর তিনি তার কাছে গেলেন, এবং সে গর্ভবতী হয়ে তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করল, আর তিনি তাঁর নাম রাখলেন ইশ্মায়েল; এই সপ্তাহের [১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ] পঞ্চম বছরে; এবং এটি ছিল অব্রামের জীবনের ছিয়াশিতম বছর।

অধ্যায় ১৫

১ আর এই জয়ন্তী বর্ষীয় পর্বের পঞ্চম বছরের চতুর্থ সপ্তাহে, [১৯৭৯ এএম] তৃতীয় মাসের মধ্যভাগে, অব্রাম শস্য কাটার প্রথম ফলের উৎসব পালন করলেন।
২ আর তিনি যজ্ঞবেদীর উপর ফসলের প্রথম ফল সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নতুন নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন; সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি হিসেবে যজ্ঞবেদীর উপর একটি বকনা বাছুর, একটি ছাগল ও একটি মেষ উৎসর্গ করলেন; তিনি সেগুলোর ফল নৈবেদ্য ও পানীয় নৈবেদ্য কুসুমের সাথে যজ্ঞবেদীর উপরে উৎসর্গ করলেন।
৩ আর সদাপ্রভু অব্রামের কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, 'আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; তুমি আমার সামনে নিজেকে প্রমাণ কর এবং সিদ্ধ হও।'
৪ আর আমি আমার ও তোমার মধ্যে আমার চুক্তি স্থাপন করব এবং তোমাকে অত্যন্ত বৃদ্ধি করব।
৫ তখন অব্রাম উপুড় হয়ে পড়লেন, এবং ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ও বললেন:
৬ 'দেখো, আমার বিধান তোমার সঙ্গেই আছে,'
আর তুমি বহু জাতির পিতা হবে।
৭ তোমার নাম আর কখনো অব্রাম বলা হবে না,
কিন্তু আজ থেকে চিরকাল তোমার নাম আব্রাহামই হবে।
কারণ আমিই তোমাকে বহু জাতির পিতা করেছি।
৮ আর আমি তোমাকে অত্যন্ত মহান করব,
এবং আমি তোমাকে জাতিসমূহে পরিণত করব,
এবং তোমার মধ্য থেকে রাজারা আবির্ভূত হবেন।
৯ আর আমি আমার ও তোমার এবং তোমার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাদের পুরুষানুক্রমে এক চিরস্থায়ী চুক্তি স্থাপন করব, যেন আমি তোমার ও তোমার পরবর্তী বংশধরদের ঈশ্বর হতে পারি।
১০ আর আমি তোমাকে ও তোমার পরবর্তী বংশধরদেরকে সেই দেশ দেব, যেখানে তুমি প্রবাসী ছিলে—অর্থাৎ কনান দেশ, যেন তুমি চিরকালের জন্য তার অধিকারী হও, এবং আমি তাদের ঈশ্বর হব।
১১ আর সদাপ্রভু অব্রাহামকে বললেন: 'আর তুমি ও তোমার পরবর্তী বংশধরেরা আমার নিয়ম পালন কর; তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ কর এবং তোমাদের লিঙ্গত্বকেরও ত্বকচ্ছেদ কর; আর তা আমার ও তোমাদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী চুক্তির চিহ্নস্বরূপ হবে।'
১২ আর অষ্টম দিনে তোমরা তোমাদের বংশপরম্পরায় প্রত্যেক পুরুষ শিশুর ত্বকচ্ছেদ করবে; সে তোমাদের নিজেদের ঘরে জন্ম নেওয়া হোক, অথবা কোনো বিদেশীর কাছ থেকে টাকা দিয়ে কেনা হোক, এমন কাউকে যে তোমাদের বংশধর নয়।

১৩ তোমার গৃহে যে জন্মগ্রহণ করবে, তার ত্বকচ্ছেদ করা হবে, এবং যাদের তুমি অর্থ দিয়ে কিনেছ, তাদেরও ত্বকচ্ছেদ করা হবে; আর আমার চুক্তি তোমাদের দেহে এক চিরস্থায়ী বিধানস্বরূপ থাকবে।
১৪ আর যে অচ্ছিন্নত্বক পুরুষ অষ্টম দিনে তার লিঙ্গমুণ্ডের ত্বকচ্ছেদ করায় না, সেই প্রাণ তার লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, কারণ সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করেছে।
১৫ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন: 'তোমার স্ত্রী সারাইয়ের নাম আর সারাই থাকবে না, কিন্তু তার নাম সারা হবে।'
১৬ আর আমি তাকে আশীর্বাদ করব এবং তার গর্ভে তোমাকে এক পুত্র দেব; আমি তাকেও আশীর্বাদ করব; আর সে এক জাতিস্বরূপ হবে এবং জাতিসমূহের রাজা◌েরা তার বংশ থেকে উৎপন্ন হবে।
১৭ তখন অব্রাহাম উপুড় হয়ে পড়লেন এবং আনন্দ করে মনে মনে বললেন, 'একশো বছর বয়সী মহিলার কি পুত্র জন্মাবে, আর নব্বই বছর বয়সী সারা কি সন্তান প্রসব করবেন?'
১৮ তখন অব্রাহাম ঈশ্বরকে বললেন, 'আহা, যদি ইশ্মায়েল তোমার সামনে বেঁচে থাকত!'
১৯ আর ঈশ্বর বললেন: 'হ্যাঁ, সারাও তোমার জন্য এক পুত্র প্রসব করবে, এবং তুমি তার নাম ইসহাক রাখবে; আমি তার সঙ্গে আমার চুক্তি স্থাপন করব, এক চিরস্থায়ী চুক্তি, এবং তার পরবর্তী বংশধরদের জন্যও।'
২০ আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও আমি তোমার কথা শুনেছি; দেখ, আমি তাকে আশীর্বাদ করব, তাকে মহান করব এবং তার বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি করব; সে বারোজন রাজপুত্রের জন্ম দেবে এবং আমি তাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করব।
২১ কিন্তু এই দিনগুলিতেই, আগামী বছরে, আমি ইসহাকের সঙ্গে আমার চুক্তি স্থাপন করব, যাঁকে সারা তোমার জন্য জন্ম দেবে।
২২ আর তিনি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলেন এবং ঈশ্বর আব্রাহামের কাছ থেকে উপরে উঠে গেলেন।
২৩ আর অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন; তিনি তাঁর পুত্র ইশ্মায়েলকে এবং তাঁর ঘরে জন্ম নেওয়া ও নিজের টাকায় কেনা প্রত্যেক পুরুষকে নিয়ে তাদের লিঙ্গত্বকের খৎনা করলেন।
২৪ আর সেই দিনেই অব্রাহামের ত্বকচ্ছেদ করা হলো এবং তাঁর পরিবারের সমস্ত পুরুষ, <তাঁর ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তানরা>, আর বিদেশীদের সন্তানদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কেনা সমস্ত লোকেরও তাঁর সঙ্গে ত্বকচ্ছেদ করা হলো।
২৫ এই বিধি চিরকালের জন্য সকল প্রজন্মের জন্য প্রযোজ্য, এবং এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনে ছেদন বা আট দিনের মধ্যে একটি দিনও বাদ দেওয়ার বিধান নেই; কারণ এটি এক চিরস্থায়ী বিধান, যা স্বর্গীয় ফলকে স্থিরীকৃত ও লিখিত।
২৬ আর যে কোনো নবজাতকের জন্ম হয়, যার লিঙ্গত্বকের ত্বক অষ্টম দিনে কর্তন করা হয় না, সে সদাপ্রভু অব্রাহামের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, সেই চুক্তির সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং বিনাশের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত; অধিকন্তু, সে যে সদাপ্রভুর, তার কোনো চিহ্নও তার উপর থাকে না, বরং সে পৃথিবী থেকে ধ্বংস ও নিহত হওয়ার এবং পৃথিবী থেকে সমূলে উৎপাটিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত; কারণ সে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর চুক্তি ভঙ্গ করেছে।
২৭ কারণ উপস্থিতির সমস্ত দূত এবং পবিত্রকরণের সমস্ত দূত তাদের সৃষ্টির দিন থেকেই এইভাবে সৃষ্ট হয়েছেন; এবং উপস্থিতির দূত ও পবিত্রকরণের দূতদের পূর্বে তিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করেছেন, যেন তারা তাঁর এবং তাঁর পবিত্র দূতদের সঙ্গে থাকতে পারে।
২৮ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের আদেশ দাও, যেন তারা তাদের পুরুষানুক্রমে এই চুক্তির চিহ্ন এক চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে পালন করে, তাহলে তারা দেশ থেকে উৎপাটিত হবে না।
২৯ কারণ এই আদেশ এক চুক্তিস্বরূপ স্থির করা হয়েছে, যেন তারা ইস্রায়েলের সকল সন্তানের মধ্যে চিরকাল তা পালন করে।
৩০ কারণ সদাপ্রভু ইশ্মায়েল, তার পুত্রদের, তার ভাইদের ও এষৌকে তাঁর কাছে আসতে দেননি; তিনি তাদের অব্রাহামের সন্তান বলে মনোনীত করেননি, কারণ তিনি তাদের চিনতেন; বরং তিনি ইস্রায়েলকে তাঁর নিজের প্রজা হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন।
৩১ আর তিনি তা পবিত্র করলেন এবং সকল মানবসন্তানের মধ্য থেকে তা একত্রিত করলেন; কারণ বহু জাতি ও বহু লোক আছে, এবং সকলেই তাঁর, আর তিনি সকলের উপরে আত্মাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন, যেন তারা তাঁকে থেকে বিপথে চালিত করে।
৩২ কিন্তু ইস্রায়েলের উপরে তিনি কোনো স্বর্গদূত বা আত্মাকে নিযুক্ত করেননি; কেননা একমাত্র তিনিই তাদের শাসক। তিনি তাদের রক্ষা করবেন এবং তাঁর স্বর্গদূত ও আত্মাদের হাতে এবং তাঁর সমস্ত শক্তির হাতে তাদের দাবি করবেন, যেন তিনি তাদের রক্ষা ও আশীর্বাদ করতে পারেন এবং যেন তারা এখন থেকে চিরকালের জন্য তাঁর হয় ও তিনি তাদের হন।
৩৩ আর এখন আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই বিধি পালন করবে না এবং এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুসারে তাদের পুত্রদের ত্বকচ্ছেদ করবে না; কারণ ত্বকচ্ছেদের রীতি অনুসারে তারা তাদের পুত্রদের এই ত্বকচ্ছেদ করবে না, এবং বেলিয়রের সকল পুত্র তাদের পুত্রদের জন্মগতভাবেই ত্বকচ্ছেদবিহীন রাখবে।
৩৪ আর ইস্রায়েল-সন্তানদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর মহাক্রোধ নেমে আসবে। কারণ তারা তাঁর নিয়ম ত্যাগ করেছে ও তাঁর বাক্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং উস্কানি দিয়েছে ও ঈশ্বরনিন্দা করেছে, যেহেতু তারা এই ব্যবস্থার বিধান পালন করে না; কেননা তারা নিজেদের লোকদের সঙ্গে পরজাতিদের মতো আচরণ করেছে, যেন তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্মূল করা হয়। আর এই চিরস্থায়ী ভ্রান্তির সমস্ত পাপের জন্য তাদের আর কোনো ক্ষমা বা মার্জনা থাকবে না।

অধ্যায় ১৬

১ আর চতুর্থ মাসের অমাবস্যার দিনে আমরা মাম্রের ওক গাছের কাছে অব্রাহামের কাছে আবির্ভূত হলাম এবং তাঁর

সঙ্গে কথা বললাম ও তাঁকে জানালাম যে, তাঁর স্ত্রী সারার গর্ভে তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মাবে।
২ আর সারা হাসলেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে আমরা অব্রাহামের সঙ্গে এই কথাগুলো বলেছিলাম। আমরা তাঁকে সতর্ক করলে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং এই কথাগুলোর জন্য হাসার কথা অস্বীকার করলেন।
৩ আর আমরা তাঁকে তাঁর পুত্রের নাম বললাম, যেমন তাঁর নাম স্বর্গীয় ফলকগুলিতে নির্ধারিত ও লিখিত আছে, অর্থাৎ ইসহাক।
৪ আর যখন আমরা এক নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে ফিরে আসতাম, তখন সে একটি পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করত।
৫ আর সেই মাসে সদাপ্রভু সদোম, গমোরাহ, সবোয়িম এবং যর্দন অঞ্চলের সমস্ত স্থানের উপর তাঁর বিচার কার্যকর করলেন; তিনি অগ্নি ও গন্ধক দ্বারা তাদের দগ্ধ করলেন এবং আজ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করলেন। যেমন আমি তোমার কাছে তাদের সমস্ত কাজ প্রকাশ করেছি, যে তারা অত্যন্ত দুষ্ট ও পাপী; তারা নিজেদের অশুচি করে, দৈহিকভাবে ব্যভিচার করে এবং পৃথিবীতে অশুচি কাজ করে।
৬ আর সেইভাবেই, যেসব স্থান সদোমীয়দের অশুচিতা অনুসারে কাজ করেছে, ঈশ্বর সেই স্থানগুলির উপর সদোমের বিচারের মতোই বিচার কার্যকর করবেন।
৭ কিন্তু আমরা লোটকে রক্ষা করলাম; কারণ ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ করলেন এবং সেই ধ্বংসের মধ্য থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন।
৮ আর সে ও তার কন্যারা পৃথিবীতে এমন পাপ করেছিল, যা আদমের সময় থেকে তার সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কখনও হয়নি; কারণ সেই পুরুষ তার কন্যাদের সঙ্গে শয়ন করেছিল।
৯ আর, দেখ, তার সমস্ত বংশধরদের বিষয়ে স্বর্গীয় ফলকগুলিতে এই আদেশ ও খোদিত ছিল যে, তাদেরকে অপসারণ ও সমূলে উৎপাটিত করা হবে, এবং সদোমের বিচারের ন্যায় তাদের উপর বিচার কার্যকর করা হবে, আর দণ্ডাজ্ঞার দিনে পৃথিবীতে সেই মানুষের কোনো বংশধরই অবশিষ্ট থাকবে না।
১০ আর সেই মাসে অব্রাহাম হিব্রোন থেকে যাত্রা করে কাদেশ ও শূর-এর মধ্যবর্তী গেরার পর্বতমালায় বাস করতে লাগলেন।
১১ আর পঞ্চম মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে শপথের কূপের কাছে বাস করতে লাগলেন।
১২ আর ষষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রভু সারার কাছে এলেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করলেন, আর তিনি গর্ভবতী হলেন।
১৩ আর তিনি তৃতীয় মাসে এক পুত্র প্রসব করলেন; মাসের মাঝামাঝি সময়ে, যে সময়ের বিষয়ে সদাপ্রভু অব্রাহামকে বলেছিলেন, অর্থাৎ শস্যের প্রথম ফল তোলার উৎসবে, ইসহাকের জন্ম হলো।
১৪ আর অব্রাহাম অষ্টম দিনে তাঁর পুত্রের ত্বকচ্ছেদ করলেন; চিরকালের জন্য নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে তিনিই প্রথম ত্বকচ্ছেদ করা ব্যক্তি ছিলেন।
১৫ আর ষষ্ঠ বছরের চতুর্থ সপ্তাহে আমরা আব্রাহামের কাছে, শপথের কূপের কাছে এলাম এবং তাঁর কাছে আবির্ভূত হলাম [যেমন আমরা সারাহকে বলেছিলাম যে, আমরা তাঁর কাছে ফিরে আসব এবং তিনি এক পুত্রসন্তান গর্ভধারণ করবেন]।
১৬ আর আমরা সপ্তম মাসে ফিরে এসে দেখলাম, সারাহ আমাদের সামনে গর্ভবতী। আমরা তাঁকে আশীর্বাদ করলাম এবং তাঁর বিষয়ে যা যা স্থির করা হয়েছিল, সেই সমস্ত কথা তাঁকে জানালাম; এই মর্মে যে, তিনি আরও ছয়টি পুত্রসন্তানের জন্ম না দেওয়া পর্যন্ত মারা যাবেন না এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁদেরকে দেখবেন; কিন্তু ইসহাকের নামেই তাঁর নাম ও বংশ পরিচিত হবে।
১৭ আর তাঁর পুত্রদের সমস্ত বংশধর অ-ইহুদি হবে এবং অ-ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে; কিন্তু ইসহাকের পুত্রদের মধ্য থেকে একজন পবিত্র বংশধর হবে এবং তাকে অ-ইহুদিদের মধ্যে গণ্য করা হবে না।
১৮ কারণ তিনি যেন পরমেশ্বরের অংশ হন এবং তাঁর সমস্ত বংশধর ঈশ্বরের অধিকারে আসে, যেন তারা সমস্ত জাতির ঊর্ধ্বে প্রভুর এক নিজস্ব প্রজা হয় এবং এক রাজ্য, যাজক ও পবিত্র জাতিতে পরিণত হয়।
১৯ আর আমরা চলে গেলাম এবং তাঁকে যা যা বলেছিলাম, সেই সমস্ত কথা সারাকে জানালাম, আর তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।
২০ আর তিনি সেখানে সেই প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি বেদি নির্মাণ করলেন, যিনি তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁর প্রবাস দেশে তাঁকে আনন্দ দিচ্ছিলেন; এবং তিনি এই মাসে শপথের কূপের কাছে নির্মিত সেই বেদির নিকটে সাত দিন ধরে আনন্দের উৎসব পালন করলেন।
২১ আর এই উৎসবে তিনি নিজের ও তাঁর দাসদের জন্য তাঁবু নির্মাণ করলেন এবং পৃথিবীতে তিনিই প্রথম তাঁবু-পর্ব উদযাপন করলেন।
২২ আর এই সাত দিন ধরে তিনি প্রতিদিন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে হোমবলি উৎসর্গ করতেন—দুটি বলদ, দুটি মেষ, সাতটি মেষ ও একটি ছাগল, যেন এর দ্বারা তিনি নিজের ও তাঁর বংশধরদের পাপমোচন করতে পারেন।
২৩ আর ধন্যবাদ-নৈবেদ্য হিসাবে সাতটি মেষ, সাতটি ছাগলছানা, সাতটি মেষ ও সাতটি পুরুষ ছাগল, এবং সেগুলোর ফল ও পানীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন; এবং তিনি সেগুলোর সমস্ত চর্বি যজ্ঞবেদির উপরে পোড়ালেন, যা ছিল প্রভুর উদ্দেশ্যে এক সুগন্ধি নৈবেদ্য।
২৪ আর তিনি সকাল ও সন্ধ্যায় সুগন্ধি দ্রব্য—লোবান, কলস, কাঠকয়লা, গন্ধরস, মশলা ও শরবত—পোড়াতেন; এই সাতটি বস্তু চূর্ণ করে, সমান অনুপাতে মিশিয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় উৎসর্গ করতেন।
২৫ আর তিনি সাত দিন ধরে এই উৎসব পালন করলেন এবং তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে সর্বান্তকরণে ও সর্বপ্রাণ দিয়ে আনন্দ করলেন; তাঁর সঙ্গে কোনো অপরিচিত বা অচ্ছিন্নত্বক ব্যক্তি ছিল না।
২৬ আর তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিলেন, যিনি তাঁকে তাঁর বংশে সৃষ্টি করেছেন; কেননা তিনি তাঁকে নিজের ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি জানতেন ও উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর থেকেই অনন্তকালের জন্য ধার্মিকতার চারাগাছ উৎপন্ন হবে এবং তাঁর থেকে এক পবিত্র বীজ হবে, যেন তা সর্বসৃষ্টিকর্তার সদৃশ হয়ে ওঠে।

২৭ আর তিনি আশীর্বাদ করলেন ও আনন্দ করলেন এবং এই উৎসবের নাম রাখলেন প্রভুর উৎসব, যা পরাৎপর ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য এক আনন্দ।
২৮ আর আমরা চিরকালের জন্য তাঁকে এবং তাঁর পরে পৃথিবীর সমস্ত প্রজন্ম ধরে তাঁর সকল বংশধরকে আশীর্বাদ করলাম, কারণ তিনি স্বর্গীয় ফলকগুলোর সাক্ষ্য অনুসারে যথাসময়ে এই উৎসব পালন করেছিলেন।
২৯ এই কারণেই ইস্রায়েল সম্বন্ধে স্বর্গীয় ফলকসমূহে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, তারা সপ্তম মাসে সাত দিন ধরে আনন্দের সঙ্গে তাঁবু পর্ব পালন করবে, যা প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে—এটি তাদের বংশপরম্পরায় প্রতি বছর এক চিরস্থায়ী বিধি।
৩০ আর এর কোনো দিনের সীমা নেই; কারণ ইস্রায়েলের বিষয়ে চিরকালের জন্য এই বিধান স্থির করা হয়েছে যে, তারা তা পালন করবে, কুটিরে বাস করবে, নিজেদের মাথায় মালা পরবে এবং ঝর্ণা থেকে পাতাভরা ডালপালা ও উইলো গাছ সংগ্রহ করবে।
৩১ আর অব্রাহাম খেজুর গাছের ডাল ও উৎকৃষ্ট গাছের ফল নিয়ে প্রতিদিন সকালে সেই ডালগুলো হাতে নিয়ে যজ্ঞবেদীর চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করতেন এবং আনন্দের সাথে সবকিছুর জন্য তাঁর ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করতেন।

অধ্যায় ১৭

১ আর এই জয়ন্তী পর্বের প্রথম বছরের পঞ্চম সপ্তাহে ইসহাককে দুধ ছাড়ানো হয়েছিল, [১৯৮২ এএম] এবং অব্রাহাম তৃতীয় মাসে, যেদিন তাঁর পুত্র ইসহাককে দুধ ছাড়ানো হয়েছিল, সেদিন এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন।
২ আর মিশরীয় হাজেরার পুত্র ইশ্মায়েল, তার পিতা অব্রাহামের সামনে নিজ স্থানে উপস্থিত হলেন; এবং অব্রাহাম আনন্দিত হলেন ও ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন, কারণ তিনি তার পুত্রদের দেখতে পেয়েছিলেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাননি।
৩ আর লোটের বিদায়ের দিনে প্রভু তাঁকে যে কথা বলেছিলেন, তা তিনি স্মরণ করলেন এবং আনন্দিত হলেন, কারণ প্রভু তাঁকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য বংশধর দিয়েছেন; আর তিনি সর্বসৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সমস্ত মুখ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।
৪ আর সারা ইশ্মায়েলকে খেলতে ও নাচতে এবং অব্রাহামকে মহা আনন্দে উল্লাস করতে দেখে, ইশ্মায়েলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন এবং অব্রাহামকে বললেন, 'এই দাসী ও তার পুত্রকে তাড়িয়ে দিন; কেননা এই দাসীর পুত্র আমার পুত্র ইসহাকের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হবে না।'
৫ আর এই বিষয়টি আব্রাহামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কারণ তাঁর দাসী ও পুত্রের জন্য তাঁকে তাদেরকে তাঁর কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।
৬ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, 'শিশুটির ও দাসীটির কারণে বিষয়টি তোমার দৃষ্টিতে কষ্টদায়ক হোক না; সারা তোমাকে যা কিছু বলেছে, সে সবে তার কথা শোনো এবং পালন করো; কেননা ইসহাকের দ্বারাই তোমার নাম ও বংশ পরিচিত হবে।'
৭ কিন্তু এই দাসীর পুত্রকে আমি এক মহান জাতি করব, কারণ সে তোমারই বংশধর।
৮ আর অব্রাহাম খুব ভোরে উঠে রুটি ও এক বোতল জল নিয়ে হাজেরা ও শিশুটির কাঁধে তুলে দিলেন এবং তাকে বিদায় করে দিলেন।
৯ আর তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে বের-শেবার মরুপ্রান্তরে ঘুরতে লাগলেন; বোতলের জল ফুরিয়ে গেল, এবং শিশুটি তৃষ্ণার্ত হয়ে আর চলতে না পেরে পড়ে গেল।
১০ আর তাঁর মা তাঁকে তুলে নিয়ে একটি জলপাই গাছের নিচে রাখলেন এবং ধনুকের এক পাল্লার দূরত্বে তাঁর ঘেঁষে বসলেন; কারণ তিনি বললেন, 'আমি যেন আমার সন্তানের মৃত্যু দেখতে না পাই,' আর বসতে বসতে কাঁদতে লাগলেন।
১১ আর ঈশ্বরের এক দূত, যিনি পবিত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি তাকে বললেন, 'হাগার, তুমি কাঁদছ কেন? ওঠো, শিশুটিকে তুলে তোমার হাতে ধরে রাখো; কারণ ঈশ্বর তোমার ডাক শুনেছেন এবং শিশুটিকে দেখেছেন।'
১২ আর তিনি চোখ খুললেন, এবং একটি জলের কূপ দেখতে পেলেন। তিনি গিয়ে নিজের বোতলটি জল দিয়ে ভরে নিলেন এবং তাঁর সন্তানকে জল পান করালেন। এরপর তিনি উঠে পারান প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন।
১৩ আর শিশুটি বড় হয়ে একজন তীরন্দাজ হলো, এবং ঈশ্বর তার সঙ্গে ছিলেন, আর তার মা মিশরের কন্যাদের মধ্য থেকে তার জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন।
১৪ আর তিনি তাঁর জন্য এক পুত্র প্রসব করলেন এবং তিনি তাঁর নাম রাখলেন নবীয়োৎ; কারণ তিনি বললেন, 'যখন আমি প্রভুকে ডাকলাম, তখন তিনি আমার নিকটে ছিলেন।'
১৫ আর সেই কালের প্রথম বছরের সপ্তম সপ্তাহে, এই জয়ন্তীর প্রথম মাসে, এই মাসের বারো তারিখে, স্বর্গে অব্রাহামের বিষয়ে এই বাণী শোনা গেল যে, প্রভু তাঁকে যা যা বলেছিলেন, তিনি সে সবে বিশ্বস্ত ছিলেন, তিনি প্রভুকে ভালোবাসতেন এবং প্রত্যেক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন।
১৬ তখন অধ্যক্ষ মস্তেমা এসে ঈশ্বরের সামনে বললেন, 'দেখুন, অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসহাককে ভালোবাসেন এবং অন্য সবকিছুর চেয়ে তাকেই বেশি পছন্দ করেন; তাঁকে যজ্ঞবেদিতে হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করার আদেশ দিন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন তিনি এই আদেশ পালন করেন কি না এবং আপনি যে সকল বিষয়ে তাঁর পরীক্ষা নেবেন, সে সবেগে তিনি বিশ্বস্ত কি না, তা-ও জানতে পারবেন।'
১৭ আর সদাপ্রভু জানতেন যে, অব্রাহাম তাঁর সমস্ত দুঃখকষ্টে বিশ্বস্ত ছিলেন; কারণ তিনি তাঁকে তাঁর নিজের দেশ ও দুর্ভিক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, রাজাদের ধনসম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রীকে যখন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, তখন ও ত্বকচ্ছেদের দ্বারা আবার পরীক্ষা করেছিলেন; এবং ইশ্মায়েল ও তাঁর দাসী হাজেরাকে বিদায় দিয়েও পরীক্ষা করেছিলেন।
১৮ আর যেসব বিষয়ে তিনি তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন, সেসব বিষয়ে তিনি বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হলেন; তাঁর অন্তর

অধৈর্য ছিল না এবং তিনি কাজ করতে বিলম্ব করেননি; কেননা তিনি বিশ্বস্ত ও প্রভুর প্রেমিক ছিলেন।

অধ্যায় ১৮

১ ঈশ্বর তাঁকে বললেন, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম'; আর তিনি বললেন, 'দেখুন, আমি এখানে আছি।'
২ আর তিনি বললেন, 'তোমার প্রিয় পুত্র ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে উঁচু দেশে যাও এবং আমি তোমাকে যে পর্বতটি দেখাব, তার একটির উপরে তাঁকে উৎসর্গ করো।'
৩ আর তিনি খুব ভোরে উঠে নিজের গাধার পিঠে জিন বাঁধলেন, এবং নিজের দুই যুবক ও পুত্র ইসহাককে সঙ্গে নিলেন, হোমবলির কাঠ কাটলেন; তৃতীয় দিনে তিনি সেই স্থানে গেলেন এবং দূর থেকে সেই জায়গাটি দেখতে পেলেন।
৪ আর তিনি একটি জলের কূপের কাছে এসে তাঁর যুবকদের বললেন, 'তোমরা গাধাটির সঙ্গে এখানে থাকো, আর আমি ও বালকটি ওদিকে যাব এবং উপাসনা শেষে তোমাদের কাছে ফিরে আসব।'
৫ আর তিনি হোমবলির কাঠ নিয়ে তাঁর পুত্র ইসহাকের উপর রাখলেন এবং হাতে আগুন ও ছুরি নিলেন, আর তাঁরা দুজনে একসঙ্গে সেই স্থানে গেলেন।
৬ তখন ইসহাক তাঁর পিতাকে বললেন, 'পিতা,' তিনি বললেন, 'আমি এখানে আছি, বৎস।' তিনি তাঁকে বললেন, 'দেখুন, আগুন, ছুরি ও কাঠ তো আছে; কিন্তু হোমবলির জন্য মেষটি কোথায়, পিতা?'
৭ আর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র, ঈশ্বর নিজের জন্য হোমবলির একটি মেষের ব্যবস্থা করবেন।' আর তিনি ঈশ্বরের পর্বতের স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন।
৮ আর তিনি একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন, তার উপর কাঠ রাখলেন, এবং নিজের পুত্র ইসহাককে বাঁধলেন ও যজ্ঞবেদির উপরের সেই কাঠের উপর রাখলেন। এরপর তিনি তাঁর পুত্র ইসহাককে বধ করার জন্য ছুরি নিতে হাত বাড়ালেন।
৯ আর আমি তাঁর সামনে এবং অধ্যক্ষ মাস্তেমার সামনে দাঁড়ালাম, এবং প্রভু বললেন, 'তাকে আদেশ দাও যেন সে বালকটির উপর হাত না দেয়, কিংবা তার কোনো ক্ষতি না করে; কারণ আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে সে প্রভুকে ভয় করে।'
১০ আর আমি স্বর্গ থেকে তাঁকে ডেকে বললাম, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম;' তখন তিনি ভীত হয়ে বললেন, 'দেখুন, আমিই এখানে।'
১১ আর আমি তাঁকে বললাম, 'বালকটির উপর হাত দিও না, তার কোনো ক্ষতি কোরো না; কারণ আমি এখন দেখিয়েছি যে, তুমি প্রভুকে ভয় করো এবং তোমার পুত্রকে, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখোনি।'
১২ আর রাজপুত্র মাস্তেমা লজ্জিত হলেন; এবং অব্রাহাম চোখ তুলে তাকালেন, আর দেখলেন, একটি মেষ তার শিং দিয়ে ধরা পড়েছে। তখন অব্রাহাম গিয়ে মেষটিকে ধরলেন এবং নিজের পুত্রের পরিবর্তে সেটিকে হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করলেন।
১৩ আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম রাখলেন, 'সদাপ্রভু দেখেছেন', ফলে পর্বতে বলা হয়, সদাপ্রভু দেখেছেন; সেটিই সিয়োন পর্বত।
১৪ আর সদাপ্রভু স্বর্গ থেকে দ্বিতীয়বার অব্রাহামকে তাঁর নামে ডাকলেন এবং আমাদেরকে তাঁর কাছে আবির্ভূত করলেন, যেন আমরা সদাপ্রভুর নামে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি।
১৫ আর তিনি বললেন: 'প্রভু বলেন, আমি নিজের নামে শপথ করেছি, যেহেতু তুমি এই কাজ করেছ এবং তোমার পুত্রকে, তোমার প্রিয় পুত্রকে, আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখোনি, তাই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং তোমার বংশকে বহুগুণে বৃদ্ধি করব। আকাশের তারার মতো, আর সমুদ্রতীরের বালির মতো। এবং তোমার বংশ তাদের শত্রুদের নগরগুলোর উত্তরাধিকারী হবে,'
১৬ আর তোমার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে; কারণ তুমি আমার বাক্য পালন করেছ, এবং আমি সকলের কাছে দেখিয়েছি যে, আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি, সে সবে তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত: 'শান্তিতে যাও।'
১৭ আর অব্রাহাম তাঁর যুবকদের কাছে গেলেন, এবং তাঁরা উঠে একসঙ্গে বের-শেবাতে গেলেন, আর অব্রাহাম শপথের কূপের পাশে বাস করতে লাগলেন।
১৮ আর তিনি প্রতি বছর সাত দিন ধরে আনন্দের সাথে এই উৎসব পালন করতেন এবং যে সাত দিনে তিনি শান্তিতে যাতায়াত করতেন, সেই অনুসারে তিনি এর নাম দিলেন 'প্রভুর উৎসব'।
১৯ আর সেই অনুসারে ইস্রায়েল ও তার বংশধরদের সম্বন্ধে স্বর্গীয় ফলকসমূহে এই বিধান ও লিখিত আছে যে, তারা যেন সাত দিন ধরে উৎসবের আনন্দে এই উৎসব পালন করে।

অধ্যায় ১৯

১ আর বিয়াল্লিশতম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহের প্রথম বছরে, অব্রাহাম ফিরে এসে হিব্রোনের বিপরীতে, অর্থাৎ কিরিয়ৎ আরবা নামক স্থানে বাস করতে লাগলেন, যা ছিল দুই বছরের সপ্তাহ।
২ আর এই জয়ন্তী পর্বের প্রথম বছরের তৃতীয় সপ্তাহে সারার জীবনকাল পূর্ণ হলো এবং তিনি হিব্রোনে মৃত্যুবরণ করলেন।
৩ আর অব্রাহাম তাঁর জন্য শোক করতে ও তাঁকে কবর দিতে গেলেন, এবং আমরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তাঁর আত্মা ধৈর্যশীল কি না এবং তিনি তাঁর মুখের কথায় ক্রুদ্ধ হন কি না; আর এতে তাঁকে ধৈর্যশীল পাওয়া গেল এবং তিনি বিচলিত হননি।
৪ কারণ তিনি ধৈর্য সহকারে হেতের সন্তানদের সঙ্গে কথা বললেন, যেন তারা তাঁকে তাঁর মৃতকে কবর দেওয়ার জন্য একটি জায়গা দেয়।
৫ আর যারা তাঁকে দেখল, তাদের সকলের সামনে সদাপ্রভু তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন; তিনি হেথের বংশধরদের কাছে নম্রভাবে মিনতি করলেন, এবং তারা তাঁকে চারশো

রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে মাম্রের বিপরীতে অবস্থিত দ্বি-গুহার দেশটি, অর্থাৎ হিব্রোন, দান করল।
৬ তখন তারা তাঁকে মিনতি করে বলল, "আমরা এটা আপনাকে বিনামূল্যে দিয়ে দেবো।" কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকে তা বিনামূল্যে নিলেন না; কারণ তিনি সেই স্থানের পুরো মূল্যটাই দিয়ে দিলেন, তাদের সামনে দু'বার নত হলেন এবং এরপর তাঁর মৃতকে সেই দ্বৈত গুহায় কবর দিলেন।
৭ আর সারার জীবনের মোট দিনসংখ্যা ছিল একশত সাতাশ বছর; অর্থাৎ দুই জয়ন্তী, চার সপ্তাহ ও এক বছর। এইগুলিই হলো সারার জীবনকালের দিনসংখ্যা।
৮ এই ছিল দশম পরীক্ষা, যা দিয়ে অব্রাহামকে যাচাই করা হয়েছিল, এবং এতে দেখা গেল যে তিনি বিশ্বস্ত ও ধৈর্যশীল।
৯ আর দেশে এই যে জনশ্রুতি হয়েছিল যে, ঈশ্বর বলেছেন তিনি এই দেশ তাঁকে ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের দেবেন, সেই বিষয়ে তিনি একটি কথাও বললেন না; বরং তিনি সেখানে তাঁর মৃতকে কবর দেওয়ার জন্য একটি জায়গা চাইলেন; কারণ তিনি বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং স্বর্গীয় ফলকগুলিতে ঈশ্বরের বন্ধু হিসাবে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছিল।
১০ আর সেই বিবাহের চতুর্থ বছরে তিনি তাঁর পুত্র ইসহাকের জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নাম ছিল রেবেকা, যিনি ছিলেন লাবানের বোন ও বেথুয়েলের কন্যা; এবং বেথুয়েল ছিলেন মেলকার পুত্র, যিনি ছিলেন আব্রাহামের ভাই নাহোরের স্ত্রী।
১১ আর অব্রাহাম তাঁর তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে কেতুরাকে গ্রহণ করলেন; তিনি ছিলেন তাঁর গৃহপরিচারিকাদের কন্যাদের মধ্য থেকে, কারণ সারার আগেই হাজেরা মারা গিয়েছিলেন। আর তিনি পরবর্তী দুই বছরে তাঁর জন্য ছয়টি পুত্র প্রসব করলেন—সিমরাম, যোকশান, মেদান, মিদিয়ন, ইশবাক ও শুয়াহ।
১২ আর সেই বিবাহের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ সপ্তাহে, রেবেকা ইসহাকের ঔরসে যাকোব ও এষৌ নামে দুই পুত্রের প্রসব করলেন।
১৩ আর যাকোব ছিলেন একজন শান্ত ও সরল মানুষ, এবং এষৌ ছিলেন উগ্র, মাঠের লোক ও লোমশ, এবং যাকোব তাঁবুতে বাস করতেন।
১৪ আর যুবকেরা বড় হতে লাগল এবং যাকোব লিখতে শিখলেন; কিন্তু এষৌ শিখলেন না, কারণ তিনি ছিলেন মাঠের লোক ও শিকারী, এবং তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন, আর তাঁর সমস্ত কাজ ছিল হিংস্র।
১৫ আর অব্রাহাম যাকোবকে ভালোবাসলেন, কিন্তু ইসহাক এষৌকে ভালোবাসলেন।
১৬ আর অব্রাহাম এষৌর কার্যকলাপ দেখলেন এবং তিনি জানলেন যে, যাকোবের নামেই তাঁর নাম ও বংশ পরিচিত হবে; তাই তিনি রিবকাকে ডেকে যাকোবের বিষয়ে আদেশ দিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তিনিও এষৌর চেয়ে যাকোবকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন।
১৭ আর তিনি তাকে বললেন, "আমার কন্যা, আমার পুত্র যাকোবের উপর নজর রাখো; কেননা সে পৃথিবীতে আমার স্থানে থাকবে, মানব সন্তানদের মধ্যে আশীর্বাদের কারণ হবে এবং শেমের সমগ্র বংশের গৌরবের উৎস হবে।"
১৮ কারণ আমি জানি যে, সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে থেকে তাঁকে নিজের এক বিশেষ অধিকারভুক্ত প্রজা হিসেবে মনোনীত করবেন।
১৯ আর দেখো, আমার পুত্র ইসহাক যাকোবের চেয়ে এষৌকে বেশি ভালোবাসে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমিই যাকোবকে প্রকৃতই ভালোবাসো।
২০ তার প্রতি তোমার দয়া আরও বাড়িয়ে দাও, এবং প্রেমে তার উপর তোমার দৃষ্টি রাখো; কেননা এখন থেকে পৃথিবীর সকল প্রজন্মের জন্য সে আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ হবে।
২১ তোমার হাত শক্তিশালী হোক, এবং তোমার পুত্র যাকোবের জন্য তোমার হৃদয় আনন্দিত হোক; কেননা আমি আমার সকল পুত্রের চেয়ে তাকেই বেশি ভালোবেসেছি। সে চিরকাল ধন্য হবে, এবং তার বংশ সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ করবে।
২২ যদি কোনো মানুষ পৃথিবীর বালুকণা গণনা করতে পারে, তবে তাঁর বংশধরদেরও গণনা করা হবে।
২৩ আর সদাপ্রভু আমাকে ও আমার বংশধরদের যে সমস্ত আশীর্বাদে ধন্য করেছেন, সে সকল যাকোব ও তাঁর বংশধরদেরই চিরকাল থাকবে।
২৪ আর তার বংশের মাধ্যমে আমার নাম এবং আমার পূর্বপুরুষদের নাম—শেম, নোয়াব, হনোক, মহালালেল, ইনোস, শেথ ও আদমের নাম—ধন্য হবে।
২৫ আর এইগুলি আকাশমণ্ডলের ভিত্তি স্থাপন করবে, পৃথিবীকে সুদৃঢ় করবে এবং নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্ককে নবায়ন করবে।
২৬ আর তিনি যাকোবকে তাঁর মা রেবেকার সামনে ডাকলেন, তাঁকে চুম্বন করলেন, আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন:
২৭ 'যাকোব, আমার প্রিয় পুত্র, যাকে আমার প্রাণ ভালোবাসে, ঈশ্বর ঊর্ধ্বলোক থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং তিনি আদম, হনোক, নূহ ও শেমকে যে সমস্ত আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত আশীর্বাদ তোমাকে দান করুন; আর তিনি আমাকে যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই সমস্ত যেন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে স্বর্গের দিনগুলো অনুসারে চিরকালের জন্য তোমার ও তোমার বংশধরদের সঙ্গে জুড়ে থাকে।'
২৮ আর মাস্তেমার আত্মারা তোমার বা তোমার বংশধরদের উপর রাজত্ব করবে না, যেন তারা তোমাকে প্রভু থেকে বিমুখ করতে না পারে; যিনি এখন থেকে চিরকাল তোমার ঈশ্বর।
২৯ আর প্রভু ঈশ্বর তোমার পিতা হোন, এবং তুমি, হে জ্যেষ্ঠ পুত্র, ও সর্বদা প্রজাদের পিতা হোন।
৩০ 'শান্তিতে যাও, আমার পুত্র।' আর তাঁরা দুজনেই আব্রাহামের কাছ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।
৩১ আর রেবেকা তাঁর সমস্ত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে এষৌর চেয়ে যাকোবকে অনেক বেশি ভালোবাসলেন; কিন্তু ইসহাক যাকোবের চেয়ে এষৌকে অনেক বেশি ভালোবাসলেন।

অধ্যায় ২০

১ আর বিয়াল্লিশতম জয়ন্তী বর্ষে, সপ্তম সপ্তাহের প্রথম বছরে, অব্রাহাম ইশ্মায়েল ও তাঁর বারো পুত্রকে, এবং ইসহাক ও তাঁর দুই পুত্রকে, এবং কেতুরার ছয় পুত্রকে ও তাদের পুত্রদেরকে আহ্বান করলেন।
২ আর তিনি তাদের আদেশ দিলেন যেন তারা প্রভুর পথ অনুসরণ করে; যেন তারা ধার্মিকতা পালন করে, প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীকে ভালোবাসে এবং সকল মানুষের মধ্যে এইভাবেই আচরণ করে; যেন তারা প্রত্যেকে তাদের বিষয়ে এমনভাবে জীবনযাপন করে, যেন পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
৩ যেন তারা তাঁর সঙ্গে করা চুক্তি অনুসারে নিজেদের পুত্রদের ত্বকচ্ছেদ করে, এবং প্রভু আমাদের যে সমস্ত পথের আদেশ দিয়েছেন, তার ডান বা বাম দিকে বিচ্যুত না হয়; আর যেন আমরা নিজেদেরকে সমস্ত ব্যভিচার ও অশুচিতা থেকে দূরে রাখি, [এবং আমাদের মধ্য থেকে সমস্ত ব্যভিচার ও অশুচিতা পরিহার করি]।
৪ আর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো নারী বা কুমারী ব্যভিচার করে, তবে তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো এবং অন্যরা যেন তাদের চোখে ও মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার না করে; আর তারা যেন কনানীয়দের মধ্য থেকে কোনো নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ না করে; কেননা কনানীয় বংশ দেশ থেকে নির্মূল হয়ে যাবে।
৫ আর তিনি তাদের কাছে দানবদের বিচার ও সদোমীয়দের বিচারের কথা বললেন; কীভাবে তাদের দুষ্টতার কারণে তাদের বিচার করা হয়েছিল এবং তারা তাদের ব্যভিচার, অশুচিতা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে পারস্পরিক কলুষতার কারণে মৃত্যুবরণ করেছিল।
৬ আর তোমরা সকল ব্যভিচার ও অশুচিতা থেকে এবং সকল পাপের কলুষতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর, পাছে তোমরা আমাদের নামকে অভিশাপের কারণ কর, তোমাদের সমগ্র জীবনকে উপহাসের পাত্র কর, আর তোমাদের সকল পুত্র তরবারির দ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং তোমরা সদোমের মতো অভিশপ্ত হও, আর তোমাদের অবশিষ্ট সকলে গমোরাহর পুত্রদের মতো হয়।
৭ হে আমার সন্তানেরা, আমি তোমাদের মিনতি করি, তোমরা স্বর্গীয় ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন করো। আর তাদের প্রতিমা ও তাদের অশুচিতার অনুসরণ করে চলো না।
৮ আর তোমরা নিজেদের জন্য ঢালাই করা বা খোদিত কোনো দেবতা তৈরি কোরো না; কেননা সেগুলি অসার, এবং সেগুলির মধ্যে কোনো আত্মা নেই; কেননা সেগুলি (মানুষের) হাতের কাজ, এবং যারা সেগুলির উপর ভরসা করে, তারা কোনো কিছুর উপরই ভরসা করে না।
৯ তোমরা তাদের সেবা কোরো না, তাদের উপাসনাও কোরো না, বরং পরমেশ্বরের সেবা করো ও নিরন্তর তাঁর আরাধনা করো। আর সর্বদা তাঁর কৃপাদৃষ্টির জন্য আশা রাখো, এবং তাঁর সামনে সরলতা ও ধার্মিকতা পালন করো, যেন তিনি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন ও তোমাদের প্রতি তাঁর করুণা বর্ষণ করেন, এবং সকাল-সন্ধ্যা তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর পৃথিবীতে তোমাদের করা সমস্ত কাজকে আশীর্বাদ করেন, এবং তোমাদের রুটি ও জলকে আশীর্বাদ করেন, আর তোমাদের গর্ভের ফল ও ভূমির ফলকে, এবং তোমাদের গবাদি পশুর পাল ও মেষের পালকে আশীর্বাদ করেন।
১০ আর তোমরা পৃথিবীতে আশীর্বাদের কারণ হবে, এবং পৃথিবীর সকল জাতি তোমাদের কামনা করবে, আর আমার নামে তোমাদের সন্তানদের আশীর্বাদ করবে, যেন তারাও আমার মতো আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।
১১ আর তিনি ইশ্মায়েল, তার পুত্রদের ও কেতুরার পুত্রদের উপহার দিলেন এবং তাঁর পুত্র ইসহাকের কাছ থেকে তাদের বিদায় করে দিলেন; তিনি তাঁর সমস্ত কিছু তাঁর পুত্র ইসহাককে দিয়ে দিলেন।
১২ আর ইশ্মায়েল ও তাঁর পুত্রেরা এবং কেতুরার পুত্রেরা ও তাদের পুত্রেরা একসঙ্গে গিয়ে পারান থেকে বাবিলের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পূর্বদিকে মরুভূমির দিকে অবস্থিত সমস্ত দেশে বাস করতে লাগলেন।
১৩ আর এরা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল এবং তাদের নাম রাখা হলো আরব ও ইশ্মায়েলীয়।

অধ্যায় ২১

১ আর এই জয়ন্তী বর্ষের ষষ্ঠ বছরের সপ্তম সপ্তাহে অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইসহাককে ডাকলেন এবং তাঁকে এই আদেশ দিলেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার মৃত্যুর দিন জানি না, এবং আমার দিন পূর্ণ হয়েছে।'
২ আর দেখো, আমার বয়স একশো পঁচাত্তর বছর, এবং আমার জীবনের সমস্ত দিন আমি প্রভুকে স্মরণ করেছি, এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ও তাঁর সমস্ত পথে সরলভাবে চলতে চেষ্টা করেছি।
৩ আমার প্রাণ প্রতিমাগুলোকে ঘৃণা করেছে, <এবং যারা সেগুলোর সেবা করে, তাদের আমি তুচ্ছ করেছি, আর যিনি আমার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা পালন করতে পারি, সেইজন্য আমি আমার হৃদয় ও আত্মাকে সমর্পণ করেছি।>
৪ কারণ তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর, এবং তিনি পবিত্র ও বিশ্বস্ত, এবং তিনি সকলের ঊর্ধ্বে ধার্মিক; তাঁর কাছে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় গ্রহণ করা বা কোনো উপহার গ্রহণ করা হয় না; কারণ ঈশ্বর ধার্মিক, এবং যারা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও তাঁর নিয়ম তুচ্ছ করে, তিনি তাদের সকলের উপর বিচার কার্যকর করেন।
৫ আর হে আমার পুত্র, তুমি তাঁর আদেশ, বিধি ও বিচারসমূহ পালন কর এবং ঘৃণার বস্তু, খোদিত মূর্তি ও ঢালাই করা মূর্তির অনুসরণ করিও না।
৬ আর তোমরা পশু বা গবাদি পশুর, কিংবা আকাশে উড়ন্ত কোনো পাখির রক্ত একেবারেই খেয়ো না।
৭ আর যদি তুমি মঙ্গলার্থে উৎসর্গরূপে কোনো পশু বলি দাও, তবে সেটিকে হত্যা করে তার রক্ত যজ্ঞবেদীর উপর ঢেলে দাও এবং উৎসর্গের সমস্ত চর্বি উত্তম ময়দার সঙ্গে, তেলে মেশানো নৈবেদ্যের মাংস ও তার পানীয় নৈবেদ্যসহ যজ্ঞবেদীর উপর উৎসর্গ করো—এই সবগুলি একত্রে হোমবলির যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করো; তা প্রভুর দৃষ্টিতে এক সুবাস।
৮ আর তুমি ধন্যবাদ-বলির মেদ যজ্ঞবেদির ওপরের আগুনে উৎসর্গ করবে, এবং পেটের ওপরের মেদ, নাড়িভুঁড়ির সমস্ত মেদ, দুটি বৃক্ক ও সেগুলোর ওপরের

সমস্ত মেদ, এবং কোমর ও যকৃতের ওপর থেকে বৃক্কসহ তা অপসারণ করবে।
৯ আর এই সমস্ত কিছু প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও সুস্বাদযুক্ত করে উৎসর্গ কর; এর সঙ্গে শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্যসহ, প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গের রুটিরূপে, এক সুস্বাদযুক্ত বস্তু নিবেদন কর।
১০ আর সেই দিন ও দ্বিতীয় দিনে এর মাংস খাবে, এবং তা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের সূর্য অস্ত যেতে দেবে না, আর তৃতীয় দিনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; কারণ তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা আর খাওয়া হবে না, আর যারা তা খাবে, তারা নিজেদের উপর পাপ ডেকে আনবে; কারণ আমি আমার পূর্বপুরুষদের গ্রন্থে, হনোকের কথায় এবং নূহের কথায় এইরূপ লেখা পেয়েছি।
১১ আর তোমার সমস্ত নৈবেদ্যের উপর তুমি লবণ ছিটিয়ে দেবে, এবং প্রভুর সম্মুখে তোমার সমস্ত নৈবেদ্যে যেন চুক্তির লবণের কোনো ঘাটতি না হয়।
১২ আর বলিদানের কাঠের বিষয়ে সাবধান থেকো, যেন তুমি এগুলোর সাথে যজ্ঞবেদির জন্য অন্য কোনো কাঠ না আনো: চুনতাল, তেজপাতা, বাদাম, দেবদারু, পাইন, সিডার, স্যাভিন, ডুমুর, জলপাই, গন্ধরস, তেজপাতা, শরবত।
১৩ আর বলিদানের যজ্ঞবেদীর নিচে এই প্রকারের কাঠ রাখো, যেগুলোর বাহ্যিক রূপ পরীক্ষা করা হয়েছে; এবং তাতে কোনো ফাটা বা কালচে কাঠ রেখো না, বরং শক্ত ও পরিষ্কার, নিখুঁত, মজবুত এবং নতুন গজানো কাঠ রাখো; আর তাতে কোনো পুরোনো কাঠ রেখো না, কারণ তার সুগন্ধ আর আগের মতো থাকে না।
১৪ এই প্রকার কাঠ ছাড়া অন্য কোনো কাঠ তুমি (বেদীতে) রাখবে না; কেননা তার সুগন্ধ ছড়িয়ে যায় এবং তা স্বর্গে ওঠে না।
১৫ হে আমার পুত্র, এই আজ্ঞা পালন করো ও তা করে চলো, যেন তুমি তোমার সকল কাজে সৎ থাকতে পারো।
১৬ আর সব সময় তোমার শরীর পরিষ্কার রেখো; যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করতে যাওয়ার আগে জল দিয়ে নিজেকে ধুয়ে নাও, এবং যজ্ঞবেদির কাছে যাওয়ার আগে তোমার হাত ও পা ধুয়ে নাও; আর উৎসর্গ করা শেষ হলে, আবার তোমার হাত ও পা ধুয়ে নাও।
১৭ আর তোমার উপরে বা তোমার পোশাকে যেন রক্ত না লাগে; হে আমার পুত্র, রক্তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকো; ধুলো দিয়ে তা ঢেকে দাও।
১৮ আর কোনো রক্ত খেয়ো না, কেননা তা প্রাণস্বরূপ; কোনো প্রকার রক্তই খেয়ো না।
১৯ আর মানুষের রক্তের জন্য কোনো উপহার গ্রহণ কোরো না, পাছে সেই রক্ত বিনা শাস্তিতে ও বিচার ছাড়া ঝরে পড়ে; কেননা যে রক্ত ঝরে, সেই রক্তই পৃথিবীকে পাপী করে, এবং যিনি সেই রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁর রক্ত ছাড়া পৃথিবীকে মানুষের রক্ত থেকে শুচি করা যায় না।
২০ আর মানুষের রক্তের পরিবর্তে কোনো উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ কোরো না; রক্তের বদলে রক্ত দাও, যেন তুমি পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হও; কেননা তিনিই সৎকর্মশীলদের রক্ষাকর্তা; আর যেন তুমি সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা পাও এবং তিনি তোমাকে সব ধরনের মৃত্যু থেকে বাঁচান।
২১ হে আমার পুত্র, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের সন্তানদের সমস্ত কাজই পাপ ও দুষ্টতা; এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ অশুচিতা, ঘৃণ্য ও কলুষিত; আর তাদের মধ্যে কোনো ধার্মিকতা নেই।
২২ সাবধান, পাছে তুমি তাদের পথে চলো ও তাদের রাস্তায় মাড়াও, এবং পরাৎপর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মৃত্যুজনক পাপ করো। নতুবা তিনি তোমার থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেবেন, তোমাকে তোমার পাপের হাতে ফিরিয়ে দেবেন, এবং তোমাকে দেশ থেকে ও তোমার বংশধরদের আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে সমূলে উৎপাটিত করবেন, আর তোমার নাম ও তোমার বংশ সমগ্র পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
২৩ তাদের সমস্ত কাজ ও সমস্ত অশুচিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এবং পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান পালন করো, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করো ও সর্ববিষয়ে সৎ থাকো।
২৪ আর তিনি তোমার সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, এবং তোমার মধ্য থেকে সমস্ত পৃথিবীতে, পৃথিবীর সকল পুরুষানুক্রমে ধার্মিকতার এক চারাগাছ উৎপন্ন করবেন; আর স্বর্গের নীচে আমার নাম ও তোমার নাম চিরকাল বিস্মৃত হবে না।
২৫ হে আমার পুত্র, শান্তিতে যাও। পরমেশ্বর, আমার ও তোমার ঈশ্বর, যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য তোমাকে শক্তি দেন, এবং তিনি যেন তোমার সমস্ত বংশধর ও তোমার অবশিষ্ট বংশধরদের অনন্তকাল ধরে সকল ধার্মিক আশীর্বাদে ধন্য করেন, যেন তুমি সমগ্র পৃথিবীতে আশীর্বাদের কারণ হতে পারো।
২৬ আর তিনি আনন্দ করতে করতে তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অধ্যায় ২২

১ আর চুয়াল্লিশতম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহে, দ্বিতীয় বর্ষে, অর্থাৎ যে বছরে অব্রাহাম মারা গিয়েছিলেন, সেই বছরে ইসহাক ও ইশ্মায়েল শপথের কূপ থেকে সপ্তাহপর্ব—অর্থাৎ শস্যের প্রথম ফলের পর্ব—উদযাপন করতে তাদের পিতা অব্রাহামের কাছে আসলেন, এবং অব্রাহাম আনন্দিত হলেন, কারণ তাঁর দুই পুত্র এসেছিল।
২ কারণ বের-শেবাতে ইসহাকের অনেক সম্পত্তি ছিল এবং তিনি সেখানে নিজের সম্পত্তি দেখতে গিয়ে তাঁর পিতার কাছে ফিরে আসতেন।
৩ সেই দিনগুলিতে ইশ্মায়েল তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং তাঁরা উভয়ে একত্রিত হলেন। তখন ইসহাক হোমবলি উৎসর্গ করে হিব্রোনে তাঁর পিতার নির্মিত বেদীর উপর তা নিবেদন করলেন।
৪ আর তিনি তাঁর ভাই ইশ্মায়েলের সামনে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করলেন ও আনন্দভোজের আয়োজন করলেন; এবং রিবকা নতুন শস্য দিয়ে নতুন রুটি তৈরি করে তাঁর পুত্র যাকোবকে দিলেন, যেন তিনি দেশের প্রথম ফল থেকে তৈরি সেই রুটি তাঁর পিতা অব্রাহামের কাছে নিয়ে যান, যেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে তা খেয়ে সর্বস্রষ্টাকে আশীর্বাদ করতে পারেন।

৫ আর ইসহাকও যাকোবের হাতে অব্রাহামের কাছে একটি সর্বোত্তম ধন্যবাদ-নৈবেদ্য পাঠালেন, যেন তিনি পানাহার করতে পারেন।
৬ আর তিনি আহার ও পান করলেন এবং পরমেশ্বরের প্রশংসা করলেন, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি পৃথিবীর সমস্ত পুষ্টিকর বস্তু তৈরি করে মনুষ্যসন্তানদের দিয়েছেন, যেন তারা আহার ও পান করে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করতে পারে।
৭ আর এখন আমি তোমার ধন্যবাদ করি, হে আমার ঈশ্বর, কারণ তুমিই আমাকে এই দিনটি দেখতে দিয়েছ: দেখ, আমার বয়স একশো পনেরো বছর, আমি এক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু, এবং আমার সমস্ত দিনই আমার জন্য শান্তিময় ছিল।
৮ আমার জীবনের সমস্ত দিন, আজ পর্যন্ত, তুমি আমাকে ও আমার সন্তানদের যা কিছু দিয়েছ, সে সবেতে শত্রুর তরবারি আমাকে পরাস্ত করতে পারেনি।
৯ হে আমার ঈশ্বর, তোমার দাসের উপর এবং তার বংশধরদের উপর তোমার করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক, যেন তারা এখন থেকে পৃথিবীর সকল প্রজন্মের সকল দিন পর্যন্ত, অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্য থেকে তোমার জন্য এক মনোনীত জাতি ও উত্তরাধিকার হতে পারে।
১০ আর তিনি যাকোবকে ডেকে বললেন: 'হে আমার পুত্র যাকোব, সকলের ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং ধার্মিকতা ও তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করার জন্য তোমাকে শক্তি দিন; আর তিনি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের মনোনীত করুন, যেন তোমরা সর্বদা তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর উত্তরাধিকারী প্রজা হতে পারো।'
১১ আর হে আমার পুত্র যাকোব, তুমি কাছে এসো এবং আমাকে চুম্বন করো।' তখন তিনি কাছে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং বললেন: 'ধন্য আমার পুত্র যাকোব, এবং যুগে যুগে পরমেশ্বরের সকল পুত্র। ঈশ্বর তোমাকে ধার্মিকতার বংশ দান করুন; এবং তোমার কোনো কোনো পুত্রকে তিনি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র করুন; জাতিগণ তোমার সেবা করুক, এবং সমস্ত জাতি তোমার বংশের সামনে নত হোক।'
১২ মানুষের দৃষ্টিতে বলবান হও, এবং শেথের সমস্ত বংশধরের উপর কর্তৃত্ব করো। তাহলে তোমার ও তোমার পুত্রদের পথ ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হবে, আর তারা এক পবিত্র জাতিতে পরিণত হবে।
১৩ পরমেশ্বর তোমাকে সেই সমস্ত আশীর্বাদ দান করুন, যা দিয়ে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, এবং যা দিয়ে তিনি নূহ ও আদমকে আশীর্বাদ করেছেন; সেই আশীর্বাদ যেন পুরুষানুক্রমে চিরকাল তোমার বংশের পবিত্র মস্তকে অধিষ্ঠিত থাকে।
১৪ আর তিনি যেন তোমাকে সমস্ত অধার্মিকতা ও অশুচিতা থেকে শুচি করেন, যেন তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হয়, যা তুমি অজ্ঞতাবশত করেছ। আর তিনি যেন তোমাকে শক্তি দেন ও আশীর্বাদ করেন। আর তুমি যেন সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হও।
১৫ আর তিনি যেন তোমার সঙ্গে তাঁর নিয়ম নবায়ন করেন, যেন তুমি যুগ যুগ ধরে তাঁর উত্তরাধিকারের এক জাতি হও, এবং যেন তিনি তোমার ও তোমার বংশধরদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দিন সত্য ও ধার্মিকতায় ঈশ্বর হয়ে থাকেন।
১৬ আর হে আমার পুত্র যাকোব, তুমি আমার বাক্য স্মরণ কর এবং তোমার পিতা অব্রাহামের আদেশসমূহ পালন কর। তুমি জাতিগণ থেকে নিজেকে পৃথক কর, তাদের সঙ্গে আহার করিও না; তাদের কার্য অনুসারে চলিও না এবং তাদের সহযোগী হইও না; কেননা তাদের কার্য অশুচি, এবং তাদের সমস্ত পথ কলুষতা, ঘৃণা ও অশুচিতা।
১৭ তারা মৃতদের উদ্দেশে বলিদান করে, অশুভ আত্মাদের উপাসনা করে এবং কবরের উপর ভোজন করে; আর তাদের সমস্ত কাজই অসার ও তুচ্ছ।
১৮ তাদের বোঝার মতো হৃদয় নেই, এবং তাদের চোখ তাদের নিজেদের কাজ দেখতে পায় না, আর তারা কীভাবে ভুল করে যখন এক টুকরো কাঠকে বলে: 'তুমিই আমার ঈশ্বর,' এবং এক পাথরকে বলে: 'তুমিই আমার প্রভু ও আমার ত্রাণকর্তা।' [এবং তাদের কোনো হৃদয় নেই।]
১৯ আর হে আমার পুত্র যাকোব, পরমেশ্বর ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন, স্বর্গের ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং তাদের অশুচিতা ও তাদের সকল ভ্রান্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করুন।
২০ হে আমার পুত্র যাকোব, তুমি সাবধান হও, কনানীয় বংশের কোনো কন্যার মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণ কোরো না; কেননা তার সমস্ত বংশধরকে পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করা হবে।
২১ কারণ, হামের আজ্ঞালঙ্ঘনের ফলে কনান দেশ ভ্রান্তি করেছিল; আর তার সমস্ত বংশধর ও তার অবশিষ্ট সকলেই পৃথিবী থেকে বিনষ্ট হবে এবং বিচার দিনে তার বংশজাত কেউই রক্ষা পাবে না।
২২ আর সমস্ত প্রতিমা পূজারী ও অপবিত্রদের বিষয়ে
(ক) জীবিতদের দেশে তাদের জন্য কোনো আশা থাকবে না;
(খ) আর পৃথিবীতে তাদের কোনো স্মরণ থাকবে না;
(গ) কারণ তারা পাতালপুরীতে অবতরণ করবে,
(ঘ) আর তারা দণ্ডাজ্ঞার স্থানে গমন করবে,
যেমন সদোমের সন্তানদের পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, তেমনি প্রতিমা পূজারী সকলকেও তুলে নেওয়া হবে।
২৩ ভয় পেয়ো না, আমার পুত্র যাকোব, এবং হতাশ হয়ো না, হে আব্রাহামের পুত্র: পরমেশ্বর তোমাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করুন, এবং সকল ভ্রান্তির পথ থেকে তিনি তোমাকে উদ্ধার করুন।
২৪ এই গৃহ আমি নিজের জন্য নির্মাণ করেছি, যেন পৃথিবীতে এর উপরে আমার নাম স্থাপন করতে পারি: [এটি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য দেওয়া হয়েছে], এবং এর নাম হবে আব্রাহামের বংশ; এটি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য দেওয়া হয়েছে; কারণ তুমি আমার গৃহ নির্মাণ করবে এবং ঈশ্বরের সামনে চিরকালের জন্য আমার নাম প্রতিষ্ঠা করবে: তোমার বংশধর ও তোমার নাম পৃথিবীর সকল পুরুষানুক্রমে স্থায়ী থাকবে।'
২৫ আর তিনি তাকে আদেশ করা ও আশীর্বাদ করা বন্ধ করে দিলেন।
২৬ আর তাঁরা দুজনে এক বিছানায় শয়ন করলেন; যাকোব তাঁর পিতামহ আব্রাহামের কোলে ঘুমিয়েছিলেন এবং তিনি

তাঁকে সাতবার চুম্বন করলেন, আর তাঁর স্নেহ ও হৃদয় তাঁর জন্য আনন্দিত হল।
২৭ আর তিনি তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন: 'পরমেশ্বর, সকলের ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাকে কলদীয় অঞ্চলের উর থেকে বের করে এনেছেন, যেন তিনি আমাকে এই দেশ চিরকালের জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে দান করেন এবং আমি যেন এক পবিত্র বংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারি—পরমেশ্বর চিরকাল ধন্য হোন।'
২৮ আর তিনি যাকোবকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'হে আমার পুত্র, যার জন্য আমি আমার সমস্ত হৃদয় ও স্নেহ দিয়ে আনন্দিত হই, তোমার অনুগ্রহ ও করুণা যেন সর্বদা তার এবং তার বংশধরদের উপর বর্ষিত হয়।'
২৯ আর এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তাকে পরিত্যাগ কোরো না, কিংবা তাকে তুচ্ছ কোরো না; এবং তার ও তার বংশধরদের উপর তোমার দৃষ্টি উন্মোচিত হোক, যেন তুমি তাকে রক্ষা করো, তাকে আশীর্বাদ করো এবং তোমার অধিকারের জন্য এক জাতিরূপে তাকে পবিত্র করো।
৩০ আর এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তোমার সমস্ত আশীর্বাদ দিয়ে তাকে ধন্য করো এবং পৃথিবীর সকল প্রজন্মের জন্য তোমার পূর্ণ ইচ্ছানুসারে তার ও তার বংশধরদের সঙ্গে তোমার নিয়ম ও অনুগ্রহ নবায়ন করো।

অধ্যায় ২৩

১ আর তিনি যাকোবের দুটি আঙুল নিজের চোখের উপর রাখলেন, এবং দেবতাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন, নিজের মুখ ঢাকলেন ও পা ছড়িয়ে দিয়ে অনন্তকালের নিদ্রায় শায়িত হলেন এবং নিজ পূর্বপুরুষদের কাছে মিলিত হলেন।
২ আর এই সব সত্ত্বেও যাকোব তাঁর কোলে শুয়ে ছিলেন এবং জানতেন না যে তাঁর পিতামহ আব্রাহাম মারা গেছেন।
৩ আর যাকোব ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, এবং দেখলেন যে অব্রাহাম বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'পিতা, পিতা'; কিন্তু কেউ সাড়া দিল না, এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি মারা গেছেন।
৪ আর তিনি কোল থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে তাঁর মা রেবেকাকে বললেন; রেবেকা রাতে ইসহাকের কাছে গিয়ে তাঁকে জানালেন; তাঁরা একসঙ্গে গেলেন, যাকোবও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, এবং তাঁর হাতে একটি প্রদীপ ছিল, আর তাঁরা ভিতরে গিয়ে অব্রাহামকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন।
৫ আর ইসহাক তাঁর পিতার মুখের উপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন।
৬ আর অব্রাহামের গৃহে রব শোনা গেল, তখন তাঁর পুত্র ইশ্মায়েল উঠে তাঁর পিতা অব্রাহামের কাছে গেলেন এবং তাঁর পিতা অব্রাহামের জন্য ও অব্রাহামের পরিবারের সকলের জন্য কাঁদতে লাগলেন; তাঁরা উচ্চস্বরে কাঁদলেন।
৭ আর তাঁর পুত্র ইসহাক ও ইশ্মায়েল তাঁকে তাঁর স্ত্রী সারার কাছে, দ্বি-গুহায় কবর দিলেন এবং তাঁর পরিবারের সমস্ত পুরুষ, ইসহাক ও ইশ্মায়েল, তাঁদের সমস্ত পুত্র এবং কেতুরার সমস্ত পুত্র নিজ নিজ স্থানে চল্লিশ দিন ধরে তাঁর জন্য শোক করলেন; আর অব্রাহামের জন্য শোক করার দিনগুলি শেষ হলো।
৮ আর তিনি তিন জয়ন্তী ও চার সপ্তাহ বছর, অর্থাৎ একশত পঁচাত্তর বছর জীবিত ছিলেন এবং বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে তাঁর জীবনের দিনগুলি পূর্ণ করলেন।
৯ কারণ পূর্বপুরুষদের জীবনকাল ছিল উনিশ জয়ন্তী; এবং মহাপ্লাবনের পরে, অব্রাহাম ব্যতীত, তাঁদের জীবনকাল উনিশ জয়ন্তীর চেয়ে কম হতে শুরু করল, জয়ন্তী সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল, তাঁরা দ্রুত বৃদ্ধ হতে লাগলেন এবং তাঁদের জীবনাবসান ঘটল না কেন, নানা প্রকার ক্লেশ ও তাঁদের দুষ্টতার কারণে তাঁরা দীর্ঘজীবী হলেন।
১০ কারণ অব্রাহাম তাঁর সমস্ত কাজে প্রভুর কাছে সিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধার্মিকতায় প্রীতিকর ছিলেন; কিন্তু দেখ, তিনি তাঁর জীবনে চার জয়ন্তীও পূর্ণ করেননি, অথচ তাঁর দুষ্টতার কারণে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং পূর্ণায়ু হয়েছিলেন।
১১ আর এই সময় থেকে মহাবিচারের দিন পর্যন্ত যত প্রজন্ম আসবে, তারা দুই জয়ন্তী পূর্ণ করার আগেই দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং বার্ধক্যের কারণে তাদের জ্ঞান তাদের ছেড়ে যাবে আর তাদের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
১২ আর সেই দিনগুলিতে, যদি কোনো ব্যক্তি দেড় বছর জীবিত থাকে, তবে লোকেরা তার সম্বন্ধে বলবে: 'সে দীর্ঘকাল বেঁচেছে, কিন্তু তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই দুঃখ, শোক ও ক্লেশে কাটে এবং তার কোনো শান্তি নেই।'
১৩ কারণ একের পর এক বিপদ, একের পর এক ক্ষত, একের পর এক ক্লেশ, একের পর এক দুঃসংবাদ, একের পর এক দুঃস্থ সংবাদ, একের পর এক অসুস্থতা এবং এই জাতীয় সমস্ত মন্দ বিচার—অসুখ ও পতন, এবং তুষারপাত, হিম ও বরফ, এবং জ্বর, শীত শীত ভাব, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, তরবারি, এবং বন্দিদশা—আর সব ধরনের বিপদ ও যন্ত্রণা।
১৪ আর এই সমস্ত এক দুষ্ট প্রজন্মের মধ্যে আসবে, যারা পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে; তাদের কাজ হলো অশুচিতা, ব্যভিচার, কলুষতা এবং ঘৃণ্য বস্তু।
১৫ তখন তারা বলবে: 'পূর্বপুরুষদের দিনগুলি অনেক ছিল, এমনকি হাজার বছর পর্যন্ত, এবং তা ভালো ছিল; কিন্তু দেখ, আমাদের জীবনের দিনগুলি, যদি কোনো মানুষ অনেক দিন বাঁচে, তবে সত্তর বছর, আর যদি সে শক্তিশালী হয়, তবে আশি বছর; এবং সেগুলি মন্দ, আর এই দুষ্ট প্রজন্মের দিনগুলিতে কোনো শান্তি নেই।'
১৬ আর সেই প্রজন্মে সন্তানেরা তাদের পিতাদের ও বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে পাপ ও অধার্মিকতার বিষয়ে, তাদের মুখের কথার বিষয়ে ও তাদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর দুষ্টতার বিষয়ে এবং প্রভু তাদের ও তাঁর মধ্যে যে নিয়ম স্থাপন করেছিলেন, তা পরিত্যাগ করার বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করবে। সেই নিয়ম ছিল এই যে, তারা যেন তাঁর সমস্ত আদেশ, বিধি ও সমস্ত আইন পালন করে এবং ডান বা বাম দিকে সরে না যায়।
১৭ কারণ সকলেই মন্দ কাজ করেছে, প্রত্যেক মুখ অধর্মের কথা বলে, তাদের সমস্ত কাজ অশুচি ও ঘৃণার যোগ্য এবং তাদের সমস্ত পথ কলুষতা, অশুচিতা ও বিনাশের কারণ।
১৮ দেখ, তাদের সমস্ত কাজের জন্য পৃথিবী ধ্বংস হবে, এবং দ্রাক্ষালতার কোনো বীজ ও তেল থাকবে না; কেননা

তাদের কাজ সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বস্ত, এবং মানুষের সন্তানদের কারণে পশু, গবাদি পশু, পাখি ও সমুদ্রের সমস্ত মাছ একসঙ্গে বিনষ্ট হবে।

১৯ আর তারা ব্যবস্থা-বিধি ও চুক্তির কারণে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করবে—যুবকের সঙ্গে বৃদ্ধ, বৃদ্ধের সঙ্গে যুবক, দরিদ্রের সঙ্গে ধনী, দীনহীনের সঙ্গে মহান এবং ভিক্ষুকের সঙ্গে রাজপুত্র; কেননা তারা আজ্ঞা, চুক্তি, পর্ব, মাস, বিশ্রামবার, জয়ন্তী এবং সমস্ত বিচার ভুলে গেছে।

২০ আর তারা তাদেরকে পথে ফিরিয়ে আনার জন্য ধনুক, তরবারি ও যুদ্ধ নিয়ে দাঁড়াবে; কিন্তু পৃথিবীতে একের পর এক প্রচুর রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরবে না।

২১ আর যারা রক্ষা পেয়েছে, তারা নিজেদের দুষ্টতা থেকে ধার্মিকতার পথে ফিরে আসবে না, বরং তারা সকলে ছলনা ও সম্পদে নিজেদের উন্নত করবে, যেন প্রত্যেকে তার প্রতিবেশীর সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করতে পারে; এবং তারা মহান নামের প্রশংসা করবে, কিন্তু সত্যে বা ধার্মিকতায় নয়; আর তারা নিজেদের অশুচিতা ও কলুষতার দ্বারা মহাপবিত্র স্থানকে অপবিত্র করবে।

২২ আর এই প্রজন্মের কর্মের জন্য সদাপ্রভুর কাছ থেকে এক মহাদণ্ড নেমে আসবে; তিনি তাদেরকে তরবারির হাতে, বিচারের হাতে ও বন্দিদশার হাতে তুলে দেবেন এবং লুণ্ঠন ও গ্রাস করার জন্য ছেড়ে দেবেন।

২৩ আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে অ-ইহুদিদের সেই পাপীদের জাগিয়ে তুলবেন, যাদের কোনো দয়া বা করুণা নেই এবং যারা বৃদ্ধ বা যুবক, কাউকেই সম্মান করে না; কেননা তারা সমস্ত মানবসন্তানের চেয়ে অধিক দুষ্ট ও মন্দ কাজে অধিক শক্তিশালী। আর তারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে এবং যাকোবের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করবে। পৃথিবীতে প্রচুর রক্তপাত হবে এবং সেই রক্ত সংগ্রহ করার বা কবর দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না।

২৪ সেই দিনগুলিতে তারা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবে, ডাকবে এবং প্রার্থনা করবে যেন তারা পাপী ও অ-ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষা পায়; কিন্তু কেউই রক্ষা পাবে না।

২৫ আর সন্তানদের মাথা সাদা ও চুল পাকা হবে, এবং তিন সপ্তাহের একটি শিশু একশো বছরের মানুষের মতো বৃদ্ধ দেখাবে, আর দুঃখকষ্ট ও নিপীড়নে তাদের শারীরিক গঠন নষ্ট হয়ে যাবে।

২৬ আর সেই দিনগুলিতে সন্তানেরা বিধি-বিধান অধ্যয়ন করতে, আজ্ঞাগুলি অন্বেষণ করতে এবং ধার্মিকতার পথে ফিরে আসতে শুরু করবে।

২৭ আর সেই মনুষ্যসন্তানদের দিনগুলি বাড়তে শুরু করবে, যতক্ষণ না তাদের দিনগুলি এক হাজার বছরের কাছাকাছি পৌঁছায়। এবং তা আগের দিনের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক বছরে পরিণত হবে।

২৮ আর সেখানে কোনো বৃদ্ধ থাকবে না, কিংবা এমন কেউ থাকবে না যে তার দিনগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট নয়; কেননা সকলেই শিশু ও যুবকের মতো হবে।

২৯ আর তারা তাদের সমস্ত জীবন শান্তিতে ও আনন্দে পূর্ণ করবে, এবং সেখানে কোনো শয়তান বা কোনো দুষ্ট বিনাশকারী থাকবে না; কেননা তাদের সমস্ত দিন হবে আশীর্বাদ ও আরোগ্যের দিন।

৩০ আর সেই সময়ে প্রভু তাঁর দাসদের সুস্থ করবেন, এবং তারা জেগে উঠে মহাশান্তি দেখবে, আর তাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে। আর ধার্মিকেরা তা দেখে কৃতজ্ঞ হবে, এবং চিরকাল ধরে আনন্দে উল্লাস করবে, এবং তাদের শত্রুদের উপর তাদের সমস্ত বিচার ও সমস্ত অভিশাপ দেখতে পাবে।

৩১ আর তাদের অস্থি পৃথিবীতে বিশ্রাম পাবে, এবং তাদের আত্মা মহা আনন্দ লাভ করবে, আর তারা জানবে যে, প্রভুই বিচার করেন, এবং শত শত, হাজার হাজার ও তাঁর সকল প্রেমকারীর প্রতি করুণা করেন।

৩২ আর হে মোশি, তুমি এই বাক্যগুলি লিখে রাখো; কারণ এইভাবেই সেগুলি লেখা আছে এবং পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ স্বর্গীয় ফলকগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২৪

১ আর অব্রাহামের মৃত্যুর পরে, সদাপ্রভু তাঁর পুত্র ইসহাককে আশীর্বাদ করলেন, এবং তিনি হিব্রোন থেকে উঠে এই জয়ন্তী পর্বের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম বছরে [২০৭৩ এএম] দর্শন কূপের কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

২ আর প্রথম বছরের চতুর্থ সপ্তাহে দেশে একটি দুর্ভিক্ষ শুরু হলো, [২০৮০ এএম] যা আব্রাহামের সময়ে হওয়া প্রথম দুর্ভিক্ষের অতিরিক্ত ছিল।

৩ আর যাকোব মসুর ডালের খিচুড়ি রান্না করলেন, এবং এষৌ ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাঠ থেকে আসলেন। তিনি তাঁর ভাই যাকোবকে বললেন, 'এই লাল খিচুড়ি থেকে আমাকে কিছু দাও।' যাকোব তাঁকে বললেন, 'তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রি করে দাও, তাহলে আমি তোমাকে রুটি দেব এবং এই মসুর ডালের খিচুড়ি থেকেও কিছু দেব।'

৪ তখন এষৌ মনে মনে বলল, 'আমি তো মরব; এই জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কী লাভ হবে?'

৫ আর তিনি যাকোবকে বললেন, 'আমি এটা তোমাকে দিচ্ছি।' যাকোব বললেন, 'আজই আমার কাছে শপথ করুন,' এবং তিনি তাঁর কাছে শপথ করলেন।

৬ আর যাকোব তার ভাই এষৌকে রুটি ও ঝোল দিলেন, এবং সে তৃপ্ত হয়ে তা খেল; কিন্তু এষৌ তার জ্যেষ্ঠাধিকারকে তুচ্ছ করল; এই কারণেই, যাকোব তাকে তার জ্যেষ্ঠাধিকার হিসেবে যে লাল ঝোল দিয়েছিলেন, তার জন্য এষৌর নাম ইদোম রাখা হয়েছিল।

৭ আর যাকোব জ্যেষ্ঠ হলেন এবং এষৌকে তাঁর মর্যাদা থেকে পদচ্যুত করা হলো।

৮ আর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এবং সেই সপ্তাহের দ্বিতীয় বছরে ইসহাক মিশরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন এবং পলেস্তীয়দের রাজা অবীমেলেকের কাছে গেরারে গেলেন।

৯ আর সদাপ্রভু তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'তুমি মিশরে যেও না; আমি তোমাকে যে দেশের কথা বলব, সেখানেই বাস করো এবং এই দেশেই প্রবাস করো; আর আমি তোমার সঙ্গে থাকব ও তোমাকে আশীর্বাদ করব।'

১০ কারণ আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের এই সমস্ত দেশ দেব, এবং তোমার পিতা আব্রাহামের কাছে যে শপথ

করেছিলাম, তা আমি পূর্ণ করব; আমি তোমার বংশধরদের আকাশের তারার মতো বহুগুণে বৃদ্ধি করব এবং তোমার বংশধরদের এই সমস্ত দেশ দেব।
১১ আর তোমার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, কারণ তোমার পিতা আমার বাক্য মেনে চলেছিলেন, আমার আদেশ, বিধি, নিয়মকানুন ও চুক্তি পালন করেছিলেন; এবং এখন আমার বাক্য মেনে চলেন ও এই দেশে বাস করেন।
১২ আর তিনি গেলারে তিন বছর বাস করলেন।
১৩ আর অবীমেলেক তাঁর ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে এই আদেশ দিলেন: 'যে কেউ তাঁকে বা তাঁর কোনো জিনিস স্পর্শ করবে, সে নিশ্চিতভাবে মারা যাবে।'
১৪ আর ইসহাক পলেস্তীয়দের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করলেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ—ষাঁড়, মেষ, উট, গাধা ও এক বিশাল পরিবার—অর্জন করলেন।
১৫ আর তিনি পলেস্তীয়দের দেশে বীজ বুনে একশো গুণ ফসল পেলেন, এবং ইসহাক অত্যন্ত মহান হয়ে উঠলেন, আর পলেস্তীয়রা তাঁকে ঈর্ষা করল।
১৬ আর অব্রাহামের জীবদ্দশায় তাঁর দাসেরা যতগুলো কূপ খনন করেছিলেন, অব্রাহামের মৃত্যুর পর পলেস্তীয়রা সে সমস্ত কূপ বন্ধ করে দিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিয়েছিল।
১৭ তখন অবীমেলেক ইসহাককে বললেন, 'আমাদের কাছ থেকে চলে যান, কারণ আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।' তখন ইসহাক প্রথম বছরের সপ্তম সপ্তাহে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং গেরারের উপত্যকায় বাস করতে লাগলেন।
১৮ আর তারা সেই জলের কূপগুলো আবার খনন করল, যেগুলো তার পিতা অব্রাহামের দাসেরা খনন করেছিল এবং যা তার পিতা অব্রাহামের মৃত্যুর পর পলেস্তীয়রা বন্ধ করে দিয়েছিল; এবং সে সেগুলোর নাম রাখল, যেমন তার পিতা অব্রাহাম রেখেছিলেন।
১৯ আর ইসহাকের দাসেরা সেই উপত্যকায় একটি কূপ খনন করে জীবন্ত জল পেল; তখন গেরারের মেষপালকেরা ইসহাকের মেষপালকদের সঙ্গে এই বলে বিবাদ করতে লাগল যে, 'জল আমাদের'; এবং ইসহাক সেই কূপের নাম রাখলেন 'বিকৃতি', কারণ তারা আমাদের সঙ্গে বিকৃত আচরণ করেছিল।
২০ আর তারা দ্বিতীয় একটি কূপ খনন করল এবং সেটির জন্যও সংগ্রাম করল, আর তিনি সেটির নাম রাখলেন 'শত্রুতা'। এরপর তিনি সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং তারা আরেকটি কূপ খনন করল, কিন্তু সেটির জন্য তারা কোনো সংগ্রাম করল না, আর তিনি সেটির নাম রাখলেন 'স্থান'। তখন ইসহাক বললেন, 'এখন সদাপ্রভু আমাদের জন্য স্থান করে দিয়েছেন এবং এই দেশে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।'
২১ আর তিনি সেখান থেকে চুয়াল্লিশতম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহের প্রথম বছরে শপথের কূপের দিকে আরোহণ করলেন।
২২ আর সেই রাতে, প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে, প্রভু তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে বললেন: 'আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর; ভয় পেয়ো না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমাকে আশীর্বাদ করব ও আমার দাস অব্রাহামের খাতিরে তোমার বংশকে পৃথিবীর বালির মতো বহুগুণে বৃদ্ধি করব।'
২৩ আর তিনি সেখানে একটি বেদি নির্মাণ করলেন, যা তাঁর পিতা অব্রাহাম প্রথমে নির্মাণ করেছিলেন, এবং তিনি সদাপ্রভুর নামে প্রার্থনা করে তাঁর পিতা অব্রাহামের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করলেন।
২৪ আর তারা একটি কূপ খনন করে জীবন্ত জল পেল।
২৫ তখন ইসহাকের দাসেরা আর একটি কূপ খনন করে জল পেল না। তারা গিয়ে ইসহাককে জানাল যে, তারা জল পায়নি। তখন ইসহাক বললেন, 'আমি আজ পলেস্তীয়দের কাছে শপথ করেছি এবং এই বিষয়টি আমাদের জানানো হয়েছে।'
২৬ আর তিনি সেই স্থানের নাম রাখলেন 'শপথের কূপ'; কারণ সেখানে তিনি অবীমেলেক, তাঁর বন্ধু অহূষৎ এবং অধ্যক্ষ বা তাঁর সেনাপতি ফিকলের কাছে শপথ করেছিলেন।
২৭ আর ইসহাক সেদিন জানতে পারলেন যে, তিনি বাধ্য হয়েই তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার শপথ করেছিলেন।
২৮ আর সেই দিন ইসহাক পলেস্তীয়দের অভিশাপ দিয়ে বললেন: 'ক্রোধ ও রোষের দিন পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্য থেকে পলেস্তীয়রা অভিশপ্ত হোক; ঈশ্বর যেন তাদের পাপী পরজাতিদের ও কিত্তীয়দের হাতে উপহাসের পাত্র, অভিশাপের পাত্র এবং ক্রোধ ও রোষের কারণ করেন।'
২৯ আর যারা শত্রুর তরবারি ও কিত্তীমের হাত থেকে রক্ষা পায়, ধার্মিক জাতি যেন বিচারের দ্বারা তাদের আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে নির্মূল করে; কেননা পৃথিবীতে তাদের পুরুষানুক্রমে তারা আমার সন্তানদের শত্রু ও প্রতিপক্ষ হয়ে থাকবে।
৩০ আর তাদের জন্য কোনো অবশিষ্ট থাকবে না, কিংবা বিচারের ক্রোধের দিনে রক্ষা পাওয়ার মতো একজনও থাকবে না; কেননা পলেষ্টীয়দের সমগ্র বংশের জন্য বিনাশ, সমূলে উৎপাটন ও পৃথিবী থেকে বহিষ্কার নির্ধারিত রয়েছে, এবং এই কপ্তোরীয়দের জন্য পৃথিবীতে আর কোনো নাম বা বংশ অবশিষ্ট থাকবে না।
৩১ কারণ যদিও তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন, সেখান থেকেই তাঁকে অবনমিত করা হবে; এবং যদিও তিনি পৃথিবীতে নিজেকে শক্তিশালী করেন, সেখান থেকেই তাঁকে টেনে বের করা হবে; এবং যদিও তিনি জাতিগণের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, সেখান থেকেও তাঁকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে; এবং যদিও তিনি পাতালপুরীতে অবতীর্ণ হন, সেখানেও তাঁর দণ্ড গুরুতর হবে, এবং সেখানেও তিনি শান্তি পাবেন না।
৩২ আর যদি সে বন্দিদশায় যায়, তবে যারা তার প্রাণনাশ করতে চায়, তারা পথেই তাকে হত্যা করবে; এবং সমস্ত পৃথিবীতে তার কোনো নাম বা বংশ থাকবে না; কেননা সে অনন্ত অভিশাপের মধ্যে গমন করবে।
৩৩ আর স্বর্গীয় ফলকগুলিতে তাঁর সম্বন্ধে এইরূপই লেখা ও খোদিত আছে যে, বিচার দিনে তাঁর প্রতি এমন করা হবে, যেন তিনি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হন।

অধ্যায় ২৫

১ আর এই জয়ন্তী পর্বের এই সপ্তাহের দ্বিতীয় বছরে, রেবেকা তাঁর পুত্র যাকোবকে ডেকে বললেন, 'হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাই এষৌর মতো কনানীয় কন্যাদের মধ্য থেকে কোনো স্ত্রী গ্রহণ কোরো না; সে কনানীয় কন্যাদের মধ্য থেকে দুজন স্ত্রী গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সমস্ত অপবিত্র কাজের দ্বারা আমার আত্মাকে তিক্ত করে তুলেছে; কারণ তাদের সমস্ত কাজই ব্যভিচার ও কামবাসনা, এবং তাদের মধ্যে কোনো ধার্মিকতা নেই, কেননা (তাদের কাজ) মন্দ।'
২ আর আমি, আমার পুত্র, তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং আমার অন্তর ও স্নেহ দিনের প্রতি মুহূর্তে ও রাতের প্রতি প্রহরে তোমার জন্য আশীর্বাদ করে।
৩ আর এখন, হে আমার পুত্র, আমার কথা শোনো এবং তোমার মাতার ইচ্ছা পালন করো। এই দেশের কোনো কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কোরো না, কিন্তু কেবল আমার পিতার বংশ ও তাঁর আত্মীয়দের মধ্য থেকেই গ্রহণ করো। তুমি আমার পিতার বংশ থেকেই স্ত্রী গ্রহণ করবে, তাহলে পরমেশ্বর ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং তোমার সন্তানরা এক ধার্মিক বংশ ও পবিত্র বংশধর হবে।'
৪ তখন যাকোব তাঁর মা রিবকার কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখুন মা, আমার বয়স নয় সপ্তাহ হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো নারীকে জানি না বা স্পর্শ করিনি, কারও সঙ্গে বাগদানও করিনি, এমনকি কনানীয় কন্যাদের মধ্য থেকে কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভাবিও না।'
৫ মা, আমার পিতা আব্রাহামের কথা আমার মনে পড়ে; তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন আমি কনানীয় নারীদের মধ্য থেকে কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ না করি, কিন্তু আমার পিতার বংশের ও আমার জ্ঞাতিভাইদের মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণ করি।
৬ আমি আগেই শুনেছি যে, তোমার ভাই লাবানের কন্যাসন্তান জন্মেছে এবং আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য মনস্থির করেছি।
৭ আর এই কারণেই আমি আমার জীবনের সমস্ত দিনগুলিতে আমার সমস্ত পথে পাপ করা বা কলুষিত হওয়া থেকে নিজেকে অন্তরে রক্ষা করেছি; কেননা কামনা ও ব্যভিচার সম্বন্ধে আমার পিতা আব্রাহাম আমাকে অনেক আদেশ দিয়েছিলেন।
৮ আর, তিনি আমাকে যা কিছু আদেশ করেছেন, তা সত্ত্বেও এই বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমার ভাই আমার সঙ্গে বিবাদ করে আসছে এবং প্রায়ই আমাকে বলে আসছে: 'ভাই, আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনকে বিয়ে করো'; কিন্তু সে যা করেছে, আমি তা করতে অস্বীকার করেছি।
৯ মা, আমি তোমার সামনে শপথ করে বলছি যে, আমার জীবনের সারাদিন আমি কনানীয় বংশের কন্যাদের মধ্য থেকে স্ত্রী গ্রহণ করব না এবং আমার ভাইয়ের মতো দুষ্টতা করব না।
১০ মা, ভয় পেয়ো না; তুমি নিশ্চিত থাকো যে আমি তোমার ইচ্ছা পালন করব ও সরলতার পথে চলব এবং চিরকালের জন্যেও আমার পথ কলুষিত করব না।
১১ তখন তিনি স্বর্গের দিকে মুখ তুলে তাঁর হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করলেন, মুখ খুলে পরমেশ্বরের প্রশংসা করলেন, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জানালেন।
১২ আর তিনি বললেন: 'ধন্য প্রভু ঈশ্বর, এবং তাঁর পবিত্র নাম চিরকাল ধন্য হোক, যিনি আমাকে যাকোবকে এক পবিত্র পুত্র ও শুচি বংশধররূপে দান করেছেন; কেননা সে তোমারই, এবং তার বংশও অনন্তকাল ধরে সকল পুরুষানুক্রমে তোমারই থাকবে।'
১৩ হে প্রভু, তাঁকে আশীর্বাদ করুন এবং আমার মুখে ধার্মিকতার আশীর্বাদ দিন, যেন আমি তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারি।
১৪ আর সেই মুহূর্তে ধার্মিকতার আত্মা তাঁর মুখে নেমে এলে, তিনি যাকোবের মাথার উপর তাঁর দুই হাত রেখে বললেন:
১৫ ধন্য তুমি, ধার্মিকতার প্রভু এবং যুগ যুগান্তরের ঈশ্বর, এবং তিনি যেন মানবজাতির সকল প্রজন্মের ঊর্ধ্বে তোমাকে আশীর্বাদ করেন। হে আমার পুত্র, তিনি যেন তোমাকে ধার্মিকতার পথ দেখান এবং তোমার বংশধরদের কাছে ধার্মিকতা প্রকাশ করেন।
১৬ আর তিনি যেন তোমার জীবনকালে তোমার পুত্রদের সংখ্যায় বৃদ্ধি করেন, এবং তারা যেন বছরের মাসগুলোর সংখ্যার সমান সংখ্যায় জন্মায়। আর তাদের পুত্রেরা যেন আকাশের তারকারাজির চেয়েও সংখ্যায় বেশি ও মহান হয়, এবং তাদের সংখ্যা যেন সমুদ্রের বালির চেয়েও অধিক হয়।
১৭ আর তিনি যেন তাদেরকে এই উত্তম দেশ দান করেন—যেমন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তা অব্রাহামকে ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের সর্বদা দেবেন—এবং তারা যেন তা চিরকালের জন্য অধিকারে রাখতে পারে।
১৮ আর হে আমার পুত্র, আমার জীবদ্দশায় আমি যেন তোমার জন্য আশীর্বাদপুষ্ট সন্তান জন্ম নিতে দেখি, এবং তোমার সমস্ত বংশধর যেন আশীর্বাদপুষ্ট ও পবিত্র হয়।
১৯ আর তুমি যেমন তোমার মাতার জীবনকালে তাঁর আত্মাকে সতেজ করেছ, তেমনি তোমার জন্মদাত্রীর গর্ভ তোমাকে এইভাবে আশীর্বাদ করে: [আমার স্নেহ] ও আমার বক্ষ তোমাকে আশীর্বাদ করে এবং আমার মুখ ও আমার জিহ্বা তোমার ভূয়সী প্রশংসা করে।
২০ পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি করো ও ছড়িয়ে পড়ো, এবং তোমার বংশধর যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর আনন্দে চিরকাল সিদ্ধ থাকে; তোমার বংশধর যেন আনন্দ করে, এবং শান্তির সেই মহান দিনে তারা যেন শান্তি পায়।
২১ আর তোমার নাম ও তোমার বংশ যেন যুগ যুগ ধরে স্থায়ী থাকে, এবং পরমেশ্বর ঈশ্বর যেন তাদের ঈশ্বর হন, আর ধার্মিকতার ঈশ্বর যেন তাদের সঙ্গে বাস করেন, এবং তাদের দ্বারা যেন যুগ যুগ ধরে তাঁর পবিত্র স্থান নির্মিত হয়।
২২ ধন্য সে, যে তোমাকে আশীর্বাদ করে; আর যে সকল প্রাণী মিথ্যাভাবে তোমাকে অভিশাপ দেয়, তারা অভিশপ্ত হোক।
২৩ আর তিনি তাঁকে চুম্বন করে বললেন, 'জগতের প্রভু তোমাকে ভালোবাসুন, যেমন তোমার মায়ের হৃদয় ও স্নেহ তোমাতে আনন্দিত হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করে।' এরপর তিনি আশীর্বাদ করা বন্ধ করলেন।

অধ্যায় ২৬

১ আর সেই সপ্তাহের সপ্তম বছরে ইসহাক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডেকে বললেন, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়েছি; দেখ, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং আমার মৃত্যুর দিন আমি জানি না।'
২ আর এখন তোমার শিকারের অস্ত্র, তোমার তূণ ও তোমার ধনুক নাও এবং মাঠে গিয়ে আমার পুত্রকে শিকার করে ধরে আনো। তারপর আমার জন্য এমন সুস্বাদু মাংস রান্না করো, যা আমার প্রাণের খুব প্রিয়, এবং তা আমার কাছে নিয়ে এসো, যেন আমি তা খেতে পারি এবং মৃত্যুর পূর্বে আমার আত্মা তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারে।'
৩ কিন্তু রেবেকা ইসহাককে এষৌর সঙ্গে কথা বলতে শুনলেন।
৪ আর এষৌ খুব ভোরেই মাঠে শিকার করতে ও ধরে এনে তার বাবার জন্য বাড়িতে রাখতে গেল।
৫ তখন রেবেকা তাঁর পুত্র যাকোবকে ডেকে বললেন, 'দেখো, আমি তোমার পিতা ইসহাককে তোমার ভাই এষৌর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন: "আমার জন্য শিকার করে সুস্বাদু মাংস রান্না করো এবং আমার কাছে নিয়ে এসো।"'
৬ আমি যেন মৃত্যুর পূর্বে প্রভুর সামনে তোমাকে ভোজন ও আশীর্বাদ করতে পারি।" আর এখন, আমার পুত্র, আমি তোমাকে যা আদেশ করছি, তা পালন কর: তোমার মেষপালের কাছে যাও এবং আমার জন্য দুটি ভালো ছাগলছানা নিয়ে এসো, আর আমি তা তোমার পিতার জন্য তাঁর প্রিয় সুস্বাদু মাংস রান্না করব, এবং তুমি তা তোমার পিতার কাছে নিয়ে যাবে, যেন তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্রভুর সামনে তা ভোজন ও আশীর্বাদ করতে পারেন এবং তুমিও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হও।'
৭ তখন যাকোব তাঁর মা রেবেকাকে বললেন, 'মা, আমার বাবা যা খাবেন ও যা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, তার কিছুই আমি আটকাব না। শুধু আমার ভয় হয়, মা, তিনি আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারবেন এবং আমাকে স্পর্শ করতে চাইবেন।'
৮ আর তুমি জানো যে আমার গায়ের রঙ মসৃণ, এবং আমার ভাই এষৌর গায়ের রঙ লোমশ; আর আমি তাঁর চোখের সামনে এক দুষ্কৃতকারীর মতো আবির্ভূত হব এবং এমন কাজ করব যা তিনি আমাকে আদেশ করেননি। এতে তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন এবং আমি নিজের উপর অভিশাপ ডেকে আনব, আশীর্বাদ নয়।
৯ তখন তাঁর মা রেবেকা তাঁকে বললেন, 'বৎস, তোমার অভিশাপ আমার উপর পড়ুক, শুধু আমার কথা শোনো।'
১০ আর যাকোব তাঁর মা রেবেকার কথা শুনে গিয়ে দুটি ভালো ও মোটাতাজা ছাগলছানা নিয়ে এসে তাঁর মায়ের কাছে রাখলেন, এবং তাঁর মা সেগুলো দিয়ে তাঁর পছন্দের মতো সুস্বাদু মাংস রান্না করলেন।
১১ আর রেবেকা তাঁর বড় ছেলে এষৌর সুন্দর পোশাকটি নিলেন, যে তাঁর সঙ্গে ঘরেই ছিল; এবং তিনি তাঁর ছোট ছেলে যাকোবকে সেই পোশাক পরিয়ে দিলেন। তিনি ছাগলছানাগুলোর চামড়া তাঁর হাতে ও ঘাড়ের অনাবৃত অংশে জড়িয়ে দিলেন।
১২ আর তিনি নিজে যে মাংস ও রুটি তৈরি করেছিলেন, তা তাঁর পুত্র যাকোবের হাতে তুলে দিলেন।
১৩ তখন যাকোব তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি তোমার পুত্র; তুমি আমাকে যেমন আদেশ দিয়েছিলে, আমি তেমনই করেছি। পিতা, ওঠো, বসো এবং আমি যা শিকার করেছি তা থেকে খাও, যেন তোমার আত্মা আমার জন্য আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।'
১৪ তখন ইসহাক তাঁর পুত্রকে বললেন, 'বৎস, তুমি এত তাড়াতাড়ি কী করে খুঁজে পেলে?'
১৫ যাকোব বললেন, 'কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুই আমাকে তা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন।'
১৬ তখন ইসহাক তাঁকে বললেন, 'কাছে এসো, পুত্র, আমি অনুভব করে দেখতে পারি, তুমি আমার পুত্র এষৌ কি না।'
১৭ তখন যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে গেলেন এবং তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'কণ্ঠস্বরটি যাকোবের, কিন্তু হাত দুটি এষৌর।'
১৮ আর তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না, কারণ তাঁর বোধশক্তি হরণ করার জন্য এটি ছিল স্বর্গীয় বিধান; এবং ইসহাকও চিনতে পারলেন না, কেননা তাঁর হাত তাঁর ভাই এষৌর মতো লোমশ ছিল, তাই তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।
১৯ তিনি বললেন, 'তুমি কি আমার পুত্র এষৌ?' সে বলল, 'আমিই আপনার পুত্র।' তখন তিনি বললেন, 'আমার কাছে এসো, পুত্র, তুমি যা ধরেছ তা আমি খেতে পারি, আর আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারে।'
২০ আর তিনি তাঁকে কাছে নিয়ে এলেন, এবং তিনি আহার করলেন; তিনি তাঁকে দ্রাক্ষারস এনে দিলেন এবং তিনি তা পান করলেন।
২১ তখন তার পিতা ইসহাক তাকে বললেন, 'কাছে এসো এবং আমাকে চুম্বন করো, বৎস।'
২২ আর তিনি কাছে এসে তাকে চুম্বন করলেন। তিনি তার পোশাকের গন্ধ শুঁকে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'দেখো, আমার পুত্রের গন্ধ সেই পরিপূর্ণ ক্ষেতের গন্ধের মতো, যাকে প্রভু আশীর্বাদ করেছেন।'
২৩ আর সদাপ্রভু তোমাকে স্বর্গের শিশির ও পৃথিবীর শিশির, এবং প্রচুর শস্য ও তেল দান করুন; জাতিগণ তোমার সেবা করুক, এবং লোকেরা তোমার সামনে নত হোক।
২৪ তুমি তোমার ভাইদের উপর প্রভু হও, এবং তোমার মাতার সন্তানেরা যেন তোমার সামনে নত হয়; আর প্রভু আমাকে ও আমার পিতা আব্রাহামকে যে সমস্ত আশীর্বাদে আশীর্বাদ করেছেন, সেই সমস্ত আশীর্বাদ যেন তোমাকে ও তোমার বংশধরদের চিরকালের জন্য প্রদান করা হয়: যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক, এবং যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে ধন্য হোক।
২৫ আর এমন হল যে, ইসহাক তাঁর পুত্র যাকোবকে আশীর্বাদ করা শেষ করে যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরেই নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন এবং তাঁর ভাই এষৌ শিকার সেরে ফিরে এলেন।
২৬ আর তিনি সুস্বাদু মাংস রান্না করে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, 'পিতা, উঠুন এবং আমার এই হরিণের মাংস খান, যেন আপনার আত্মা আমার জন্য আশীর্বাদ লাভ করে।'
২৭ তখন তার পিতা ইসহাক তাকে বললেন, 'তুমি কে?' সে তাঁকে উত্তর দিল, 'আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ছেলে

এষৌ। তুমি আমাকে যেমন আদেশ দিয়েছিলে, আমি তেমনই করেছি।'
২৮ তখন ইসহাক অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কে তিনি, যিনি শিকার করে এটিকে ধরে আমার কাছে এনেছেন? আপনি আসার আগেই আমি তা সব খেয়েছি এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেছি। তিনি ও তাঁর সমস্ত বংশধর চিরকাল আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন।'
২৯ আর এষৌ যখন তাঁর পিতা ইসহাকের কথা শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত উচ্চস্বরে ও আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন এবং তাঁর পিতাকে বললেন, 'পিতা, আমাকেও আশীর্বাদ করুন।'
৩০ আর তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাই ছলনা করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।' তখন তিনি বললেন, 'এখন আমি বুঝতে পারছি কেন তার নাম যাকোব রাখা হয়েছে: দেখ, সে এই দু'বার আমার অধিকার হরণ করেছে; সে আমার জন্মগত অধিকার কেড়ে নিয়েছে, আর এখন আমার আশীর্বাদও কেড়ে নিয়েছে।'
৩১ তখন সে বলল, 'পিতা, তুমি কি আমার জন্য কোনো আশীর্বাদ রাখোনি?' ইসহাক এষৌকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি তাকে তোমার প্রভু করেছি, তার সমস্ত ভাইকে তার দাস হিসেবে দিয়েছি এবং প্রচুর শস্য, দ্রাক্ষারস ও তেল দিয়ে তাকে শক্তি যুগিয়েছি। এখন আমি তোমার জন্য কী করব, বৎস?'
৩২ তখন এষৌ তার পিতা ইসহাককে বললেন, 'হে পিতা, আপনার কি কেবল একটিই আশীর্বাদ আছে? আমাকেও আশীর্বাদ করুন, পিতা।'
৩৩ তখন এষৌ উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। ইসহাক তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'দেখো, পৃথিবীর শিশির থেকে তোমার বাসস্থান হবে বহুদূরে, এবং স্বর্গের শিশির থেকেও বহুদূরে।'
৩৪ আর তুমি তোমার তরবারি দ্বারাই জীবন ধারণ করবে, এবং তোমার ভাইয়ের সেবা করবে। আর এমন ঘটবে যখন তুমি মহান হবে, এবং তোমার ঘাড় থেকে তাঁর জোয়াল ঝেড়ে ফেলবে, তখন তুমি মৃত্যুজনক এক পূর্ণাঙ্গ পাপ করবে, এবং তোমার বংশধর আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে উৎপাটিত হবে।
৩৫ আর তার পিতা যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেই কারণে এষৌ যাকোব তাকে ভয় দেখাতে লাগল এবং মনে মনে বলল: 'আমার পিতার জন্য শোকের দিন আসুক, যেন আমি আমার ভাই যাকোবকে হত্যা করতে পারি।'

অধ্যায় ২৭

১ আর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর কথা রেবেকাকে স্বপ্নে জানানো হলে, রেবেকা লোক পাঠিয়ে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে ডেকে পাঠালেন।
২ এবং তাকে বললেন, 'দেখো, তোমার ভাই এষৌ তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার উপর প্রতিশোধ নেবে।'
৩ অতএব, হে আমার পুত্র, আমার কথা শোনো, উঠে আমার ভাই লাবানের কাছে হারানে পালিয়ে যাও এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন থাকো, যতক্ষণ না তোমার ভাইয়ের ক্রোধ দূর হয়, তিনি তোমার উপর থেকে তাঁর রাগ সরিয়ে নেন এবং তুমি যা কিছু করেছ, তা সব ভুলে যান; তারপর আমি লোক পাঠিয়ে তোমাকে সেখান থেকে নিয়ে আসব।'
৪ তখন যাকোব বললেন, 'আমি ভয় পাই না; সে যদি আমাকে হত্যা করতে চায়, তবে আমিই তাকে হত্যা করব।'
৫ কিন্তু তিনি তাঁকে বললেন, 'একই দিনে যেন আমি আমার দুই পুত্রকে না হারাই।'
৬ যাকোব তাঁর মা রিবকাকে বললেন, 'দেখুন, আপনি জানেন যে আমার বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় তিনি দেখতে পান না। আমি যদি তাঁকে ছেড়ে যাই, তবে তা তাঁর দৃষ্টিতে মন্দ হবে; কারণ আমি তাঁকে ছেড়ে আপনার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি। এতে আমার বাবা ক্রুদ্ধ হবেন এবং আমাকে অভিশাপ দেবেন। আমি যাব না; তিনি যখন আমাকে পাঠাবেন, কেবল তখনই যাব।'
৭ তখন রেবেকা যাকোবকে বললেন, 'আমি ভিতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব, আর তিনি তোমাকে বিদায় দেবেন।'
৮ তখন রেবেকা ভিতরে গিয়ে ইসহাককে বললেন, 'হেতের দুই কন্যার কারণে আমি আমার জীবনকে ঘৃণা করি, যাদেরকে এষৌ তাঁর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে; আর যাকোব যদি দেশের কন্যাদের মধ্য থেকে এদের মতো কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে আমি আর বেঁচে থেকে কী লাভ করব? কেননা কনানের কন্যারা দুষ্ট।'
৯ তখন ইসহাক যাকোবকে ডেকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন: 'তুমি কনানীয় কন্যাদের মধ্যে থেকে কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কোরো না;
১০ ওঠো এবং মেসোপটেমিয়ায় তোমার মায়ের বাবা বেথুয়েলের বাড়িতে যাও এবং সেখান থেকে তোমার মায়ের ভাই লাবানের কন্যাদের মধ্য থেকে একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো।
১১ আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমার বংশ বৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধি করুন, যেন তুমি জাতিসমূহের এক সমষ্টিতে পরিণত হও; এবং আমার পিতা আব্রাহামের আশীর্বাদ তোমাকে ও তোমার পরবর্তী বংশধরদের দান করুন, যেন তুমি তোমার প্রবাসের দেশ এবং সেই সমস্ত দেশের উত্তরাধিকারী হও যা ঈশ্বর আব্রাহামকে দিয়েছিলেন। যাও, আমার পুত্র, শান্তিতে।
১২ আর ইসহাক যাকোবকে বিদায় দিলেন এবং তিনি মেসোপটেমিয়ায়, যাকোবের মা রেবেকার ভাই, সিরীয় বৈথুয়েলের পুত্র লাবানের কাছে চলে গেলেন।
১৩ যাকোব মেসোপটেমিয়ায় যাওয়ার জন্য উঠলে, রেবেকার মন তাঁর পুত্রের জন্য ব্যথিত হল এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন।
১৪ তখন ইসহাক রেবেকাকে বললেন, 'বোন, আমার পুত্র যাকোবের জন্য কেঁদো না; কারণ সে শান্তিতে যাচ্ছে এবং শান্তিতেই ফিরে আসবে।'
১৫ পরমেশ্বর ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকবেন; কারণ তিনি তাঁর সারা জীবন তাঁকে ত্যাগ করবেন না।
১৬ কারণ আমি জানি, তিনি যেখানেই যান না কেন, সব বিষয়ে তাঁর পথ সফল হবে, যতক্ষণ না তিনি শান্তিতে আমাদের কাছে ফিরে আসেন এবং আমরা তাঁকে শান্তিতে দেখতে পাই।

১৭ হে আমার বোন, তাঁর কারণে ভয় পেয়ো না, কারণ তিনি সরল পথে আছেন এবং তিনি এক সিদ্ধপুরুষ; তিনি বিশ্বস্ত এবং তাঁর বিনাশ হবে না। কেঁদো না।
১৮ আর ইসহাক তাঁর পুত্র যাকোবের জন্য রেবেকাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।
১৯ আর যাকোব চুয়াল্লিশতম জয়ন্তীর প্রথম বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিনে শপথের কূপ থেকে হারানে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন এবং এই সপ্তাহের প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে [রাত ৯:১৫ মিনিটে] তিনি পর্বতের উপর লূসে, অর্থাৎ বেথেলে, এসে পৌঁছালেন। তিনি সন্ধ্যায় সেই স্থানে এসে পৌঁছালেন এবং সেই রাতে পথের পশ্চিম দিকে ফিরলেন; আর সেখানেই ঘুমালেন, কারণ সূর্য অস্ত গিয়েছিল।
২০ আর তিনি সেই জায়গার একটি পাথর নিয়ে গাছের নিচে মাথার কাছে রাখলেন এবং একাকী যাত্রা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।
২১ আর সেই রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, আর দেখলেন, পৃথিবীতে একটি মই পাতা আছে, যার চূড়া স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে; আর দেখলেন, প্রভুর দূতগণ তার উপর দিয়ে আরোহণ ও অবরোহণ করছেন এবং প্রভু তার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন।
২২ আর তিনি যাকোবকে বললেন, 'আমিই তোমার পিতা অব্রাহামের প্রভু ঈশ্বর এবং ইসহাকের ঈশ্বর; যে দেশে তুমি ঘুমিয়ে আছ, তা আমি তোমাকে এবং তোমার পরে তোমার বংশধরদের দেব।'
২৩ আর তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলিকণার ন্যায় হবে, এবং তুমি পশ্চিমে ও পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে বৃদ্ধি পাবে; আর তোমার ও তোমার বংশের দ্বারা সকল জাতির পরিবারবর্গ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।
২৪ আর দেখো, তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে থাকব এবং তোমাকে রক্ষা করব; আর তোমাকে শান্তিতে এই দেশে ফিরিয়ে আনব; কারণ আমি তোমাকে যা কিছু বলেছিলাম, তা সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত তোমাকে ত্যাগ করব না।
২৫ তখন যাকোব ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, 'সত্যিই এই স্থান প্রভুর গৃহ, আর আমি তা জানতাম না।' তিনি ভীত হয়ে বললেন, 'ভয়ংকর এই স্থান, যা ঈশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এটিই স্বর্গের দ্বার।'
২৬ আর যাকোব খুব ভোরে উঠে, যে পাথরটি তিনি মাথার নিচে রেখেছিলেন, সেটি নিয়ে চিহ্নস্বরূপ একটি স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। তিনি সেই স্থানের নাম রাখলেন বেথেল; কিন্তু প্রথমে সেই স্থানের নাম ছিল লূস।
২৭ আর যাকোব সদাপ্রভুর কাছে এই বলে মানত করলেন: 'যদি সদাপ্রভু আমার সঙ্গে থাকেন, আমি যে পথে যাচ্ছি সেই পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আমাকে খাবার ও পরার বস্ত্র দেন, যেন আমি শান্তিতে আমার পিতার গৃহে ফিরে আসতে পারি, তবে সদাপ্রভুই আমার ঈশ্বর হবেন; এবং এই স্থানে আমি চিহ্নস্বরূপ যে পাথরটি স্তম্ভরূপে স্থাপন করেছি, তা সদাপ্রভুর গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, তার দশমাংশ আমি তোমাকে দেব, হে আমার ঈশ্বর।'

অধ্যায় ২৮

১ আর তিনি যাত্রা করে পূর্বদেশে রেবেকার ভাই লাবানের কাছে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে এক সপ্তাহ তাঁর কন্যা রাহেলের জন্য তাঁর সেবা করলেন।
২ আর প্রথম বছরের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার স্ত্রীকে আমাকে দাও, যার সেবা আমি সাত বছর ধরে করেছি।' তখন লাবান যাকোবকে বললেন, 'আমি তোমাকে তোমার স্ত্রী দেব।'
৩ আর লাবান এক ভোজের আয়োজন করলেন এবং নিজের বড় মেয়ে লেয়াকে নিয়ে যাকোবের সঙ্গে স্ত্রীরূপে দিলেন। এছাড়া তাঁর নিজের দাসী সিল্পাকেও সঙ্গে দিলেন। যাকোব তা জানতে পারলেন না, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে সিল্পাই রাহেল।
৪ আর তিনি তার কাছে গেলেন, আর দেখলেন, সে লেয়া। যাকোব লাবানের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করলে? আমি কি লেয়ার জন্য নয়, রাহেলের জন্য তোমার সেবা করিনি? তুমি আমার প্রতি এমন অন্যায় করলে কেন?'
৫ 'তোমার কন্যাকে নিয়ে যাও, আমি চলে যাব; কারণ তুমি আমার প্রতি অন্যায় করেছ।' কারণ যাকোব লেয়ার চেয়ে রাহেলকে বেশি ভালোবাসতেন; কেননা লেয়ার চোখ দুর্বল হলেও তার দেহ ছিল অত্যন্ত সুন্দরী; কিন্তু রাহেলের চোখ ছিল সুন্দর এবং দেহও ছিল সুন্দর ও অত্যন্ত সুন্দরী।
৬ তখন লাবান যাকোবকে বললেন, 'আমাদের দেশে বড়র আগে ছোটকে দেওয়া হয় না।' আর এটা করা ঠিক নয়; কারণ স্বর্গীয় ফলকে এই বিধান ও লেখা আছে যে, কেউ যেন তার বড় মেয়ের আগে ছোট মেয়েকে না দেয়; বরং প্রথমে বড় মেয়েকে এবং তার পরে ছোট মেয়েকে দেয় — আর যে ব্যক্তি এমন করে, স্বর্গে তার বিরুদ্ধে দোষ গণনা করা হয়, এবং যে এই কাজ করে, সে ধার্মিক নয়, কারণ এই কাজ প্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ।
৭ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের এই আদেশ দাও, যেন তারা এমন কাজ না করে; বড়কে দেওয়ার আগে তারা যেন ছোটকে গ্রহণ বা প্রদান না করে, কেননা এটা অত্যন্ত পাপ কাজ।
৮ তখন লাবান যাকোবকে বললেন, 'এই উৎসবের সাত দিন কেটে যাক, আর আমি তোমাকে রাহেলকে দেব, যেন তুমি আরও সাত বছর আমার সেবা করতে পারো এবং আগের সপ্তাহের মতো আমার মেষ চরাতে পারো।'
৯ আর লেয়ার উৎসবের সাত দিন শেষ হওয়ার দিনে লাবান যাকোবের কাছে রাহেলকে দিলেন, যেন তিনি আরও সাত বছর তাঁর সেবা করতে পারেন, এবং রাহেলের কাছে জিলপার বোন বিলহাকে দাসী হিসেবে দিলেন।
১০ আর তিনি রাহেলের জন্য আরও সাত বছর সেবা করলেন, কারণ লেয়াকে তাঁকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল।
১১ আর সদাপ্রভু লেয়ার গর্ভ উন্মুক্ত করলেন, এবং তিনি গর্ভধারণ করে যাকোবের এক পুত্র প্রসব করলেন; তিনি তাঁর নাম রূবেন রাখলেন; এই ঘটনা ঘটেছিল নবম মাসের চতুর্দশ দিনে, প্রথম বছরের তৃতীয় সপ্তাহে। [২১২২ এএম]
১২ কিন্তু রাহেলের গর্ভ বন্ধ ছিল, কারণ সদাপ্রভু দেখলেন যে লেয়া ঘৃণিত এবং রাহেল প্রিয়তমা।

১৩ আর যাকোব আবার লেয়ার কাছে গেলেন, এবং তিনি গর্ভবতী হয়ে যাকোবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করলেন। তিনি তাঁর নাম শিমিয়োন রাখলেন; এই ঘটনাটি ঘটেছিল দশম মাসের একুশ তারিখে এবং এই সপ্তাহের তৃতীয় বছরে। [২১২৪ এএম]
১৪ আর যাকোব আবার লেয়ার কাছে গেলেন, এবং তিনি গর্ভবতী হয়ে তাঁর তৃতীয় পুত্র প্রসব করলেন; তিনি তাঁর নাম লেবি রাখলেন; এই সপ্তাহের ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম মাসের অমাবস্যার দিনে এই ঘটনা ঘটল। [২১:২৭ এএম]
১৫ আর যাকোব আবার তার কাছে গেলেন, এবং সে গর্ভবতী হয়ে তাঁর চতুর্থ পুত্র প্রসব করল। তিনি তাঁর নাম যিহূদা রাখলেন; ঘটনাটি ঘটেছিল তৃতীয় মাসের পনেরো তারিখে, প্রথম বছরের চতুর্থ সপ্তাহে। [২১২৯ এএম]
১৬ আর এই সব কারণে রাহেল লেয়ার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন, কারণ তিনি সন্তান প্রসব করতে পারলেন না। তিনি যাকোবকে বললেন, 'আমাকে সন্তান দিন।' যাকোব বললেন, 'আমি কি তোমার গর্ভের ফল তোমাকে দিইনি? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'
১৭ আর রাহেল যখন দেখলেন যে, যাকোবের ঔরূবেন, শিমিয়োন, লেবি ও যিহূদা—এই চার পুত্রের জন্ম দিয়েছেন, তখন তিনি যাকোবকে বললেন, 'আপনি আমার দাসী বিল্‌হার কাছে যান, তাহলে সে গর্ভবতী হয়ে আমার জন্য একটি পুত্র প্রসব করবে।' (আর তিনি তাঁর দাসী বিল্‌হাকে যাকোবের স্ত্রী হিসেবে দিলেন)।
১৮ আর তিনি তার কাছে গেলেন, এবং সে গর্ভবতী হয়ে তাঁর জন্য একটি পুত্র প্রসব করল। তিনি তাঁর নাম দান রাখলেন; ঘটনাটি ঘটেছিল ষষ্ঠ মাসের নবম দিনে, ষষ্ঠ বছরের তৃতীয় সপ্তাহে। [২১২৭ এএম]
১৯ আর যাকোব দ্বিতীয়বার বিলহার কাছে গেলেন, এবং তিনি গর্ভবতী হয়ে যাকোবের আরও একটি পুত্র প্রসব করলেন। তখন রাহেল তাঁর নাম রাখলেন নপ্তালী; এই ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সপ্তাহের সপ্তম মাসের পঞ্চম দিনে। [রাত ৯:৩০]
২০ আর লেয়া যখন দেখলেন যে তিনি বন্ধ্যা হয়েছেন এবং সন্তান প্রসব করছেন না, তখন তিনি রাহেলের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন এবং নিজের দাসী সিল্পাকে তাঁর স্ত্রীরূপে দিলেন। সিল্পা গর্ভবতী হলেন ও এক পুত্র প্রসব করলেন এবং লেয়া তাঁর নাম গাদ রাখলেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সপ্তাহের অষ্টম মাসের বারো তারিখে। [২১৩১ এএম]
২১ আর তিনি আবার তার কাছে গেলেন, এবং সে গর্ভবতী হয়ে তাঁর জন্য দ্বিতীয় এক পুত্র প্রসব করল, আর লেয়া তার নাম আশের রাখলেন; এই ঘটনাটি ঘটেছিল পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সপ্তাহের একাদশ মাসের দ্বিতীয় দিনে। [২১৩৩ এএম]
২২ আর যাকোব লেয়ার কাছে গেলেন, এবং তিনি গর্ভবতী হয়ে এক পুত্র প্রসব করলেন; তিনি তাঁর নাম রাখলেন ইষখর; এই ঘটনা ঘটেছিল পঞ্চম মাসের চতুর্থ দিনে, চতুর্থ বছরের চতুর্থ সপ্তাহে, এবং তিনি তাঁকে একজন ধাত্রীর হাতে তুলে দিলেন।
২৩ আর যাকোব আবার তার কাছে গেলেন, এবং সে গর্ভবতী হয়ে দুই সন্তান প্রসব করল—এক পুত্র ও এক কন্যা। সে পুত্রের নাম রাখল সবুলোন এবং কন্যার নাম দীনা। এই ঘটনা ঘটেছিল সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে, ষষ্ঠ বছরের চতুর্থ সপ্তাহে। [২১৩৪ এএম]
২৪ আর সদাপ্রভু রাহেলের প্রতি কৃপা করলেন, এবং তাঁর গর্ভ খুলে দিলেন, আর তিনি গর্ভধারণ করে এক পুত্র প্রসব করলেন; এবং ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ মাসের অমাবস্যার দিনে, এই চতুর্থ সপ্তাহে তিনি তাঁর নাম রাখলেন যোষেফ। [২১৩৪ এএম]
২৫ আর যোষেফের জন্মের দিনগুলিতে যাকোব লাবানকে বললেন, 'আমার স্ত্রী ও পুত্রদের আমাকে দিন, আর আমাকে আমার পিতা ইসহাকের কাছে যেতে দিন এবং আমি নিজের জন্য একটি সংসার পাতব; কেননা আপনার দুই কন্যার জন্য আমি যে বছরগুলো আপনার সেবা করেছি, তা পূর্ণ করেছি এবং এখন আমি আমার পিতার গৃহে যাব।'
২৬ তখন লাবান যাকোবকে বললেন, 'তোমার পারিশ্রমিকের জন্য আমার সঙ্গে থাকো, আবার আমার মেষপাল চরাও এবং তোমার পারিশ্রমিক নিয়ে নাও।'
২৭ আর তারা একমত হল যে, সে তাকে মজুরি হিসাবে কালো, ছোপ ছোপ দাগযুক্ত ও সাদা রঙের মেষশাবক ও ছাগলছানাগুলো দেবে; এগুলোই তার পারিশ্রমিক হবে।
২৮ আর সমস্ত মেষ দাগযুক্ত, ছিটছিটে ও কালো রঙের, নানা রকম চিহ্নবিশিষ্ট বাচ্চা প্রসব করল এবং তারা নিজেদের মতো দেখতে মেষশাবক প্রসব করল; আর যেগুলোর দাগ ছিল, সেগুলো যাকোবের এবং যেগুলোর দাগ ছিল না, সেগুলো লাবানের ছিল।
২৯ আর যাকোবের সম্পত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল; তাঁর বলদ, মেষ, গাধা ও উট এবং দাস ও দাসী ছিল।
৩০ আর লাবান ও তার ছেলেরা যাকোবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হল, এবং লাবান তার কাছ থেকে নিজের মেষগুলো ফিরিয়ে নিল ও মন্দ উদ্দেশ্যে তার দিকে লক্ষ্য রাখল।

অধ্যায় ২৯

১ আর রাহেল যোষেফকে জন্ম দেওয়ার পর, লাবান তাঁর মেষপালের লোম কাটতে গেলেন; কারণ সেগুলি তাঁর থেকে তিন দিনের যাত্রাপথের দূরত্বে ছিল।
২ যাকোব দেখলেন যে, লাবান তাঁর মেষপালের লোম কাটতে যাচ্ছেন, তখন যাকোব লেয়া ও রাহেলকে ডেকে বিনীতভাবে বললেন, যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে কনান দেশে যান।
৩ কারণ তিনি তাদের বললেন, কীভাবে তিনি স্বপ্নে সবকিছু দেখেছেন; এমনকি ঈশ্বর তাঁকে যা যা বলেছিলেন, সে সবই বলেছেন যে তিনি যেন তাঁর পিতার বাড়িতে ফিরে যান। তখন তারা বলল, 'তুমি যেখানেই যাবে, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।'
৪ আর যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের ঈশ্বরকে এবং তাঁর পিতামহের পিতা অব্রাহামের ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করলেন; তারপর তিনি উঠে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে গাড়িতে চড়লেন, নিজের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে নদী পার হয়ে গিলিয়দ দেশে আসলেন। যাকোব লাবানের কাছে নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখলেন এবং তাঁকে কিছু বললেন না।

৫ আর সপ্তম বছরের চতুর্থ সপ্তাহে, প্রথম মাসের একুশ তারিখে যাকোব গিলিয়দের দিকে মুখ ফেরালেন। [2135 AM] আর লাবান তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তৃতীয় মাসের তেরো তারিখে গিলিয়দ পর্বতে যাকোবকে ধরে ফেললেন।
৬ আর সদাপ্রভু তাঁকে যাকোবের ক্ষতি করতে দিলেন না; কারণ তিনি রাতে স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিলেন। আর লাবান যাকোবের সঙ্গে কথা বললেন।
৭ আর সেই দিনগুলির পনেরো তারিখে যাকোব লাবানের জন্য ও তাঁর সঙ্গে আগত সকলের জন্য এক ভোজের আয়োজন করলেন এবং সেই দিন যাকোব লাবানের কাছে ও লাবানও যাকোবের কাছে এই শপথ করলেন যে, তাঁদের কেউই মন্দ উদ্দেশ্যে গিলিয়দ পর্বত পার হয়ে একে অপরের কাছে যাবেন না।
৮ আর তিনি সেখানে সাক্ষীস্বরূপ একটি স্তূপ তৈরি করলেন; এইজন্য সেই স্তূপের নামানুসারে সেই স্থানের নাম রাখা হয়েছে: 'সাক্ষ্যের স্তূপ'।
৯ কিন্তু পূর্বে তারা গিলিয়দ দেশকে রফাইমদের দেশ বলত; কারণ তা ছিল রফাইমদের দেশ, এবং সেখানে রফাইমদের জন্ম হয়েছিল; তারা ছিল দানব, যাদের উচ্চতা ছিল দশ, নয়, আট থেকে সাত হাত পর্যন্ত।
১০ আর তাদের বাসস্থান ছিল অম্মোন সন্তানদের দেশ থেকে হর্মোন পর্বত পর্যন্ত, এবং তাদের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল কার্নাইম, অষ্টরোৎ, এদ্রেই, মিসূর ও বিওন।
১১ আর সদাপ্রভু তাদের মন্দ কর্মের জন্য তাদের ধ্বংস করলেন; কেননা তারা অত্যন্ত দুষ্ট ছিল এবং তাদের স্থানে অমোরীয়রা বাস করত, যারা ছিল দুষ্ট ও পাপী। আর বর্তমানে এমন কোনো জাতি নেই যারা তাদের সমস্ত পাপ পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেছে, এবং পৃথিবীতে তাদের আর দীর্ঘ জীবনকাল নেই।
১২ আর যাকোব লাবানকে বিদায় দিলেন এবং তিনি পূর্বদেশীয় দেশ মেসোপটেমিয়ায় চলে গেলেন, আর যাকোব গিলিয়দ দেশে ফিরে এলেন।
১৩ আর তিনি নবম মাসের একাদশ তারিখে যব্বোক পার হলেন। সেই দিন তাঁর ভাই এষৌ তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। এরপর তিনি তাঁর কাছ থেকে সীর দেশে চলে গেলেন, কিন্তু যাকোব তাঁবুতে বাস করতে লাগলেন।
১৪ আর এই জয়ন্তী বর্ষের প্রথম বছরে, পঞ্চম সপ্তাহে, তিনি যর্দন পার হয়ে তার ওপারে বাস করতে লাগলেন এবং মেষপালের সমুদ্র থেকে বৈৎশান, দোথান ও অকরাব্বিমের অরণ্য পর্যন্ত তাঁর মেষ চরাতেন।
১৫ আর তিনি তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে নিজের সমস্ত সম্পত্তি—পোশাক, খাবার, মাংস, পানীয়, দুধ, মাখন, পনির ও উপত্যকার কিছু খেজুর—পাঠিয়ে দিলেন।
১৬ আর তিনি তাঁর মা রিবকার কাছেও বছরে চারবার, মাসগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে—চাষ ও ফসল কাটার মাঝখানে, শরৎ ও বর্ষার মধ্যবর্তী সময়ে এবং শীত ও বসন্তের মধ্যবর্তী সময়ে—অব্রাহামের দুর্গে যেতেন।
১৭ কারণ ইসহাক শপথের কূপ থেকে ফিরে এসে তাঁর পিতা আব্রাহামের দুর্গে উঠে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁর পুত্র এষৌর থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে লাগলেন।
১৮ কারণ যাকোব যখন মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিলেন, সেই দিনগুলিতে এষৌ ইশ্মায়েলের কন্যা মহালাৎকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন, এবং তাঁর পিতা ও তাঁর স্ত্রীদের সমস্ত মেষপাল একত্র করে সীর পর্বতে উঠে বাস করতে লাগলেন; আর তাঁর পিতা ইসহাককে শপথের কূপের কাছে একা রেখে গেলেন।
১৯ আর ইসহাক শপথের কূপ থেকে উঠে গিয়ে হিব্রোনের পর্বতমালার উপরে তাঁর পিতা আব্রাহামের দুর্গে বাস করতে লাগলেন।
২০ আর যাকোব তাঁর পিতা-মাতার কাছে সময়ে সময়ে যা কিছু পাঠাতেন, তাঁদের সমস্ত প্রয়োজন, সেই সবকিছুই সেখানে পাঠালেন; এবং তাঁরা তাঁদের সমস্ত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন।

অধ্যায় ৩০

১ আর প্রথম বছরের ষষ্ঠ সপ্তাহে [২১৪৩ এএম] তিনি চতুর্থ মাসে, শান্তিতে, শেখেমের পূর্বে অবস্থিত সালেমে আরোহণ করলেন।
২ আর সেখানে তারা যাকোবের কন্যা দীনাকে দেশের অধিপতি, হিবীয় হামোরের পুত্র শেখেমের বাড়িতে নিয়ে গেল; আর সে তার সঙ্গে শয়ন করে তাকে অশুচি করল; সে ছিল বারো বছরের এক বালিকা।
৩ আর তিনি তাঁর পিতা ও তার ভাইদের কাছে মিনতি করলেন, যেন তাকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে দেওয়া হয়। আর যাকোব ও তাঁর পুত্রেরা শেখেমের লোকদের কারণে ক্রুদ্ধ হলেন; কারণ তারা তাদের বোন দীনাকে কলুষিত করেছিল, এবং তারা তাদের সঙ্গে মন্দ অভিপ্রায়ে কথা বলেছিল, তাদের সঙ্গে ছলনা করেছিল ও তাদের প্রবঞ্চনা করেছিল।
৪ আর শিমিয়োন ও লেবি অপ্রত্যাশিতভাবে শেখেমে এসে সেখানকার সমস্ত লোকের উপর বিচারকার্য সম্পাদন করলেন; তাঁরা সেখানে যত লোককে পেলেন, তাদের সকলকে হত্যা করলেন এবং একজনকেও অবশিষ্ট রাখলেন না। তাঁরা তাঁদের বোন দীনাকে অসম্মান করার অপরাধে সকলকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দান করলেন।
৫ আর এখন থেকে ইস্রায়েলের কোনো কন্যা যেন আর অশুচি না হয়; কারণ স্বর্গে তাদের বিরুদ্ধে এই বিচার স্থির করা হয়েছে যে, তারা শেখেমীয়দের সমস্ত পুরুষকে তরবারি দিয়ে ধ্বংস করবে, যেহেতু তারা ইস্রায়েলের জন্য লজ্জাজনক কাজ করেছিল।
৬ আর সদাপ্রভু তাদেরকে যাকোবের বংশধরদের হাতে তুলে দিলেন, যেন তারা তরবারির দ্বারা তাদের নির্মূল করে ও তাদের উপর বিচার কার্যকর করে, এবং যেন ইস্রায়েলে আর কখনও এমন না ঘটে যে, ইস্রায়েলের কোনো কুমারী অশুচি হয়।
৭ আর ইস্রায়েলে যদি কোনো পুরুষ তার কন্যা বা বোনকে কোনো অ-ইহুদি বংশের পুরুষের কাছে দিতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং লোকেরা তাকে পাথর দিয়ে হত্যা করবে; কারণ সে ইস্রায়েলে লজ্জা সৃষ্টি করেছে; এবং তারা সেই নারীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে, কারণ সে তার পিতার বংশের নাম কলঙ্কিত করেছে, আর তাকে ইস্রায়েল থেকে নির্মূল করা হবে।

৮ আর পৃথিবীর যুগে যুগে ইস্রায়েলের মধ্যে কোনো ব্যভিচারিণী ও কোনো অশুচিতা যেন না পাওয়া যায়; কেননা ইস্রায়েল সদাপ্রভুর কাছে পবিত্র, এবং যে কেউ একে কলুষিত করবে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করবে: লোকেরা তাকে পাথর দিয়ে হত্যা করবে।
৯ কারণ ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের বিষয়ে স্বর্গীয় ফলকে এইরূপ বিধান ও লিখিত আছে যে, যে একে অপবিত্র করবে, সে নিশ্চয়ই মারা যাবে এবং তাকে পাথর দিয়ে হত্যা করা হবে।
১০ আর এই বিধির কোনো দিনসীমা নেই, কোনো ক্ষমা নেই, বা কোনো প্রায়শ্চিত্তও নেই; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অশুচি করেছে, তাকে সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্য থেকে নির্মূল করা হবে, কারণ সে মোলোকের উদ্দেশ্যে নিজের বীজ উৎসর্গ করেছে এবং তাকে অশুচি করার জন্য অধার্মিক কাজ করেছে।
১১ আর হে মোশি, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের আদেশ ও উপদেশ দাও, যেন তারা তাদের কন্যাদের অ-ইহুদিদের হাতে তুলে না দেয় এবং তাদের পুত্রদের জন্য অ-ইহুদিদের কোনো কন্যাকে গ্রহণ না করে; কেননা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে এটা ঘৃণ্য কাজ।
১২ এই কারণেই আমি ব্যবস্থার বাক্য অনুসারে তোমার কাছে শেখেমীয়দের সমস্ত কাজ লিখেছি, যা তারা দীনার বিরুদ্ধে করেছিল, এবং যাকোবের পুত্ররা কীভাবে বলেছিল: 'আমরা আমাদের কন্যাকে কোনো অচ্ছিন্নত্বক পুরুষের হাতে তুলে দেব না; কেননা তা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে।'
১৩ আর এটা ইস্রায়েলের জন্য, জীবিতদের জন্য এবং যারা অ-ইহুদিদের কন্যাদের গ্রহণ করে, তাদের জন্য লজ্জার বিষয়; কেননা এই কাজ ইস্রায়েলের কাছে অশুচি ও ঘৃণ্য।
১৪ আর ইস্রায়েল এই অশুচিতা থেকে মুক্ত থাকবে না, যদি সে অ-ইহুদিদের কোনো জাতিগোষ্ঠীর নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে, অথবা তার কোনো কন্যাকে কোনো অ-ইহুদি পুরুষের কাছে অর্পণ করে।
১৫ কারণ তার উপর একের পর এক মহামারী ও অভিশাপ নেমে আসবে এবং সমস্ত বিচার, মহামারী ও অভিশাপ তার উপর আসবে; যদি সে এই কাজ করে, অথবা যারা অশুচি কাজ করে, বা প্রভুর পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করে, বা তাঁর পবিত্র নামকে কলঙ্কিত করে, তাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এই ব্যক্তির সমস্ত অশুচিতা ও কলঙ্কিতকরণের জন্য সমগ্র জাতি একসঙ্গে বিচারিত হবে।
১৬ আর সেখানে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না এবং তার হাত থেকে ফল, নৈবেদ্য, হোমবলি ও চর্বি গ্রহণ করা হবে না, কিংবা তা গ্রহণ করার মতো সুগন্ধও থাকবে না; আর ইস্রায়েলের প্রত্যেক পুরুষ বা নারীরও এই পরিণতি হবে, যারা পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করে।
১৭ এই কারণে আমি তোমাকে এই আদেশ দিয়েছি: 'ইস্রায়েলের কাছে এই সাক্ষ্য প্রচার কর: দেখ, শেখেমীয়দের ও তাদের পুত্রদের কী হয়েছিল; কীভাবে যাকোবের দুই পুত্রের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছিল, এবং তারা অত্যাচারের মাধ্যমে তাদের হত্যা করেছিল; আর তা তাদের জন্য ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল এবং তাদের নামে ধার্মিকতারূপে লিপিবদ্ধ আছে।'
১৮ আর লেবির বংশকে যাজক পদের জন্য ও লেবীয় হওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল, যেন তারা আমাদের মতো নিরন্তর প্রভুর সামনে সেবা করতে পারে এবং লেবি ও তার পুত্রেরা চিরকালের জন্য আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়; কারণ যারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে উঠেছিল, তাদের সকলের উপর ধার্মিকতা, বিচার ও প্রতিশোধ কার্যকর করতে তিনি উদ্যোগী ছিলেন।
১৯ আর তাই তারা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ স্বর্গীয় ফলকগুলিতে সকলের ঈশ্বরের সামনে আশীর্বাদ ও ধার্মিকতা লিপিবদ্ধ করেন।
২০ আর আমরা সেই ধার্মিকতার কথা স্মরণ করি, যা সেই ব্যক্তি তাঁর জীবনকালে বছরের সকল সময়ে পূর্ণ করেছিলেন; সহস্র পুরুষ পর্যন্ত লোকেরা তা লিপিবদ্ধ করবে, এবং তা তাঁর ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের কাছেও পৌঁছাবে, আর স্বর্গীয় ফলকগুলিতে তাঁকে বন্ধু ও ধার্মিক ব্যক্তিরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
২১ এই সমস্ত বিবরণ আমি তোমার জন্য লিখেছি এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে তা বলার জন্য তোমাকে আদেশ দিয়েছি, যেন তারা পাপ না করে, বিধি-বিধান লঙ্ঘন না করে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত চুক্তি ভঙ্গ না করে, বরং তা পূর্ণ করে এবং বন্ধু হিসেবে গণ্য হয়।
২২ কিন্তু যদি তারা সীমা লঙ্ঘন করে এবং সর্বপ্রকারে অশুচি কাজ করে, তবে তাদের নাম স্বর্গীয় ফলকসমূহে শত্রু বলে লিপিবদ্ধ করা হবে, এবং জীবন-পুস্তক থেকে তাদের বিনাশ করা হবে; আর যারা বিনষ্ট হবে এবং পৃথিবী থেকে উৎপাটিত হবে, তাদের পুস্তকে তাদের নাম লেখা হবে।
২৩ আর যেদিন যাকোবের পুত্রেরা শেখেমকে হত্যা করল, সেদিন স্বর্গে তাদের পক্ষে এই মর্মে একটি লিখন লিপিবদ্ধ হল যে, তারা ধার্মিকতা, সরলতা ও পাপীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে; এবং তা আশীর্বাদস্বরূপ লেখা হয়েছিল।
২৪ আর তারা তাদের বোন দীনাকে শেখেমের বাড়ি থেকে বের করে আনল এবং শেখেমে যা কিছু ছিল, তাদের সমস্ত মেষ, বলদ ও গাধা, তাদের সমস্ত ধনসম্পদ ও সমস্ত মেষপাল বন্দী করে তাদের পিতা যাকোবের কাছে নিয়ে এল।
২৫ আর তিনি তাদের তিরস্কার করলেন, কারণ তারা তরবারির আঘাতে নগরটি ধ্বংস করেছিল; কেননা তিনি দেশের অধিবাসী, অর্থাৎ কনানীয় ও পেরিষীয়দের ভয় করতেন।
২৬ আর শেখমের আশেপাশের সমস্ত নগরের উপর সদাপ্রভুর ভয় ছেয়ে গেল, এবং তারা যাকোবের সন্তানদের পশ্চাদ্ধাবন করতে উঠল না; কেননা তাদের উপর আতঙ্ক নেমে এসেছিল।

অধ্যায় ৩১

১ আর সেই মাসের অমাবস্যার দিনে যাকোব তাঁর পরিবারের সকল লোককে বললেন, 'তোমরা নিজেদের শুচি করো ও পোশাক পরিবর্তন করো, এবং চলো আমরা উঠে বৈথেলে যাই; যেখানে আমি আমার ভাই এষৌর কাছ

থেকে পালিয়ে আসার দিনে তাঁর কাছে মানত করেছিলাম; কারণ তিনি আমার সঙ্গে থেকে আমাকে এই দেশে শান্তিতে নিয়ে এসেছেন; আর তোমাদের মধ্যে যে পরকীয় দেবতারা আছে, তাদের দূর করো।'

২ আর তারা পরকীয় দেবদেবীগণকে, তাদের কানে ও গলায় যা কিছু ছিল, তা ত্যাগ করল এবং রাহেল তার পিতা লাবানের কাছ থেকে যে প্রতিমাগুলো চুরি করেছিল, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে যাকোবকে দিয়ে দিল। আর তিনি সেগুলো পুড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধ্বংস করলেন এবং শেখম দেশের একটি ওক গাছের নিচে লুকিয়ে রাখলেন।

৩ আর তিনি সপ্তম মাসের অমাবস্যার দিনে বেথেলে গেলেন। যেখানে তিনি ঘুমিয়েছিলেন, সেই স্থানে তিনি একটি যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন ও সেখানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং তাঁর বলিদানের জন্য তাঁর পিতা ইসহাক ও মাতা রেবেকার কাছে এসে খবর পাঠালেন।

৪ তখন ইসহাক বললেন, 'আমার পুত্র যাকোব আসুক, আর আমি মরার আগে তাকে দেখতে চাই।'

৫ আর যাকোব তাঁর পিতা ইসহাক ও মাতা রেবেকার কাছে, তাঁর পূর্বপুরুষ অব্রাহামের গৃহে গেলেন এবং তাঁর দুই পুত্র লেবি ও যিহূদাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতা ইসহাক ও মাতা রেবেকার কাছে আসলেন।

৬ আর রেবেকা মিনার থেকে বেরিয়ে এসে যাকোবকে চুম্বন করতে ও আলিঙ্গন করতে এলেন; কারণ 'দেখো, তোমার পুত্র যাকোব এসেছেন'—এই কথা শুনে তাঁর আত্মা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল; আর তিনি তাঁকে চুম্বন করলেন।

৭ আর তিনি তাঁর দুই পুত্রকে দেখলেন এবং তাদের চিনতে পারলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'হে আমার পুত্র, এরা কি তোমার পুত্র?' তখন তিনি তাদের আলিঙ্গন করলেন ও চুম্বন করলেন এবং এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমাদের দ্বারা অব্রাহামের বংশ মহিমান্বিত হবে এবং তোমরা পৃথিবীতে আশীর্বাদের কারণ হবে।'

৮ তখন যাকোব তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে সেই কক্ষে গেলেন, যেখানে তিনি শুয়ে ছিলেন। তাঁর দুই পুত্রও তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি তাঁর পিতার হাত ধরে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করলেন, আর ইসহাক তাঁর পুত্র যাকোবের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর গলায় মুখ রেখে কাঁদতে লাগলেন।

৯ আর ইসহাকের চোখ থেকে অন্ধকার দূর হলো, এবং তিনি যাকোবের দুই পুত্র লেবি ও যিহূদাকে দেখতে পেলেন এবং বললেন, 'হে আমার পুত্র, এরা কি তোমার পুত্র? কারণ এরা তোমারই মতো।'

১০ আর তিনি তাঁকে বললেন যে, ওরা সত্যিই তাঁর পুত্র: 'আর তুমি সত্যিই দেখেছ যে, ওরা সত্যিই আমার পুত্র।'

১১ আর তারা তাঁর কাছে আসলেন, তখন তিনি ফিরে তাদের চুম্বন করলেন এবং দুজনকেই একসঙ্গে আলিঙ্গন করলেন।

১২ আর ভাববাণীর আত্মা তাঁর মুখে নেমে এল, এবং তিনি লেবিকে তাঁর ডান হাত ও যিহূদাকে তাঁর বাম হাত দিয়ে ধরলেন।

১৩ আর তিনি প্রথমে লেবির দিকে ফিরে তাঁকে আশীর্বাদ করতে শুরু করলেন এবং বললেন: সকলের ঈশ্বর, সর্বযুগের প্রভু, যুগে যুগে তোমাকে ও তোমার সন্তানদের আশীর্বাদ করুন।

১৪ আর প্রভু তোমাকে ও তোমার বংশধরদের মহত্ত্ব ও মহিমা দান করুন এবং সকল প্রাণীর মধ্য থেকে তোমাকে ও তোমার বংশধরদের তাঁর কাছে আসার সুযোগ দিন, যেন তোমরা তাঁর পবিত্র স্থানে উপস্থিতির দূত ও পবিত্রজন হিসেবে সেবা করতে পারো। তাদের মতোই তোমার পুত্রদের বংশধরেরা মহিমা, মহত্ত্ব ও পবিত্রতার প্রতীক হবে এবং তিনি তাদেরকে যুগ যুগ ধরে মহান করে রাখবেন।

১৫ আর তারা যাকোবের বংশধরদের সকলের বিচারক, অধ্যক্ষ ও প্রধান হবেন; তারা ধার্মিকতার সাথে প্রভুর বাক্য প্রচার করবেন এবং তাঁর সমস্ত বিচার ধার্মিকতার সাথে করবেন। তারা যাকোবের কাছে আমার পথ এবং ইস্রায়েলের কাছে আমার পথ ঘোষণা করবেন। প্রিয়তমের সকল বংশধরকে আশীর্বাদ করার জন্য প্রভুর আশীর্বাদ তাদের মুখে দেওয়া হবে।

১৬ তোমার মাতা তোমার নাম লেবি রেখেছেন, এবং ন্যায্যভাবেই তোমার নাম রেখেছেন; তুমি সদাপ্রভুর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং যাকোবের সকল সন্তানের সঙ্গী হবে; তাঁর ভোজের টেবিল তোমার হোক, এবং তুমি ও তোমার পুত্রেরা তা থেকে ভোজন করো; আর তোমার টেবিল যেন সকল পুরুষানুক্রমে পূর্ণ থাকে, এবং যুগে যুগে তোমার খাদ্যের যেন অভাব না হয়।

১৭ আর যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তারা সকলে তোমার সামনে নত হোক, এবং তোমার সমস্ত শত্রুরা সমূলে উৎপাটিত ও বিনষ্ট হোক; যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে ধন্য হোক, এবং যে জাতি তোমাকে অভিশাপ দেয়, তারা অভিশপ্ত হোক।

১৮ আর তিনি যিহূদাকে বললেন: 'সদাপ্রভু তোমাকে শক্তি ও ক্ষমতা দিন, যেন তুমি তোমার সকল শত্রুকে পদদলিত করতে পারো; তুমি ও তোমার এক পুত্র যাকোবের বংশধরদের উপর রাজপুত্র হবে; তোমার ও তোমার পুত্রদের নাম যেন প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অ-ইহুদিরা তোমার সামনে ভীত হবে, এবং সমস্ত জাতি কম্পিত হবে।'

১৯ যাকোবের সাহায্য তোমারই মধ্যে থাকবে, এবং ইস্রায়েলের পরিত্রাণ তোমারই মধ্যে পাওয়া যাবে।

২০ আর যখন তুমি তোমার ধার্মিকতার সম্মানের সিংহাসনে আসীন থাকবে, তখন প্রিয়তমের সন্তানদের সকল বংশধরের জন্য মহাশান্তি বিরাজ করবে; ধন্য সে, যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, এবং যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তোমাকে কষ্ট দেয় ও অভিশাপ দেয়, তারা পৃথিবী থেকে সমূলে উৎপাটিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং অভিশপ্ত হবে।

২১ আর তিনি ফিরে তাঁকে আবার চুম্বন করলেন ও আলিঙ্গন করলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; কেননা তিনি তাঁর পুত্র যাকোবের বংশধরদেরকে একেবারে সত্যরূপে দেখেছিলেন।

২২ আর তিনি তাঁর চরণযুগলের মধ্য থেকে উঠে এসে তাঁর সামনে নতজানু হলেন এবং প্রণাম করলেন। তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন এবং সেই রাতে তাঁর পিতা ইসহাকের সঙ্গে সেখানেই বিশ্রাম নিলেন, আর তাঁরা আনন্দের সঙ্গে আহার ও পান করলেন।

২৩ আর তিনি যাকোবের দুই পুত্রকে ঘুম পাড়ালেন, একজনকে তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজনকে তাঁর বামদিকে, এবং তা তাঁর জন্য ধার্মিকতা বলে গণ্য হল।
২৪ আর যাকোব সারারাত ধরে তাঁর পিতাকে সবকিছু বললেন; জানালেন, কীভাবে সদাপ্রভু তাঁর প্রতি মহাদয়া দেখিয়েছেন, তাঁর সমস্ত পথে তাঁকে সমৃদ্ধি দান করেছেন এবং সমস্ত মন্দ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন।
২৫ আর ইসহাক তাঁর পিতা অব্রাহামের ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন, যিনি তাঁর দাস ইসহাকের সন্তানদের প্রতি নিজের করুণা ও ধার্মিকতা ফিরিয়ে নেননি।
২৬ আর পরদিন সকালে যাকোব তাঁর পিতা ইসহাককে প্রভুর কাছে করা তাঁর মানত ও দেখা দর্শনের কথা জানালেন; তিনি বললেন, তিনি একটি বেদি নির্মাণ করেছেন এবং তাঁর মানত অনুসারে প্রভুর সামনে বলিদান করার জন্য সবকিছু প্রস্তুত আছে, আর প্রভু তাঁকে একটি গাধার পিঠে বসাতে এসেছেন।
২৭ তখন ইসহাক তাঁর পুত্র যাকোবকে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না; কারণ আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং এই পথ চলতে আমার আর শক্তি নেই। তুমি শান্তিতে যাও, বৎস; আজ আমার বয়স একশত পঁয়ষট্টি বছর; আমি আর যাত্রা করতে পারি না। তোমার মাকে (গাধার পিঠে) বসিয়ে দাও এবং তাঁকে তোমার সঙ্গে যেতে দাও।'
২৮ আর আমি জানি, আমার পুত্র, তুমি আমার জন্যই এসেছ; আর এই দিনটি ধন্য হোক, যেদিন তুমি আমাকে জীবিত দেখেছ এবং আমিও তোমাকে দেখেছি, আমার পুত্র।
২৯ তুমি যেন সমৃদ্ধি লাভ করো এবং তোমার নেওয়া মানত পূর্ণ করো; আর তোমার মানত বিলম্ব কোরো না; কেননা এই মানতের বিষয়ে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে; অতএব এখন তা পালন করতে তৎপর হও, এবং যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, যাঁর কাছে তুমি মানত করেছ, তিনি যেন সন্তুষ্ট হন।
৩০ আর তিনি রেবেকাকে বললেন, 'তোমার পুত্র যাকোবের সঙ্গে যাও।' তখন রেবেকা তাঁর পুত্র যাকোবের সঙ্গে গেলেন এবং দেবোরাও তাঁর সঙ্গে গিয়ে বেথেলে পৌঁছালেন।
৩১ আর যাকোব সেই প্রার্থনার কথা স্মরণ করলেন, যার দ্বারা তাঁর পিতা তাঁকে ও তাঁর দুই পুত্র লেবি ও যিহূদাকে আশীর্বাদ করেছিলেন; তিনি আনন্দিত হয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ অব্রাহাম ও ইসহাকের ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন।
৩২ আর তিনি বললেন: 'এখন আমি জানি যে, সকলের ঈশ্বরের সামনে আমার এবং আমার পুত্রদেরও এক অনন্ত আশা আছে'; আর এই দুজনের বিষয়ে এমনই বিধান রয়েছে; এবং ইসহাক কীভাবে তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন, তা তারা স্বর্গীয় ফলকগুলিতে তাদের জন্য এক অনন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

অধ্যায় ৩২

১ আর তিনি সেই রাতে বেথেলে থাকলেন এবং লেবি স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁকে ও তাঁর পুত্রদেরকে চিরকালের জন্য পরমেশ্বরের যাজক নিযুক্ত ও নিয়োজিত করা হয়েছে; তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রভুর প্রশংসা করলেন।
২ আর যাকোব সেই মাসের চৌদ্দ তারিখে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর সঙ্গে আসা সমস্ত কিছুর দশমাংশ দিলেন; মানুষ ও পশু, সোনা এবং প্রত্যেক পাত্র ও পোশাকের দশমাংশ; হ্যাঁ, তিনি সবকিছুরই দশমাংশ দিলেন।
৩ আর সেই দিনগুলিতে রাহেল তাঁর পুত্র বিন্যামীনকে গর্ভে ধারণ করলেন। তখন যাকোব তাঁর পুত্রদের নিজের দিক থেকে গণনা করলেন এবং লেবি প্রভুর অংশে নিযুক্ত হলেন; তাঁর পিতা তাঁকে যাজকত্বের পোশাক পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাত পূর্ণ করলেন।
৪ আর সেই মাসের পনেরো তারিখে, তিনি পশুর মধ্য থেকে চৌদ্দটি বলদ, আঠাশটি মেষ, উনচল্লিশটি মেষ, সাতটি মেষশাবক এবং একুশটি ছাগলছানা বলিদানের বেদীর উপর হোমবলি হিসাবে নিয়ে এলেন, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুমিষ্ট ও প্রীতিকর ছিল।
৫ তাদের ফল-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্যের সঙ্গে দশমাংশ দেওয়ার যে মানত তিনি করেছিলেন, সেই মানতের ফলস্বরূপ এটাই ছিল তাঁর উৎসর্গ।
৬ আর আগুন তা ভস্মীভূত করলে, তিনি সেই আগুনের উপর ধূপ জ্বালালেন এবং ধন্যবাদ-নৈবেদ্য হিসেবে দুটি বলদ, চারটি মেষ, চারটি ছাগল, এক বছর বয়সী দুটি মেষ ও দুটি ছাগলছানা উৎসর্গ করলেন; এবং তিনি সাত দিন ধরে প্রতিদিন এইভাবেই করলেন।
৭ আর তিনি, তাঁর সমস্ত পুত্র ও অনুচরেরা সেখানে সাত দিন ধরে আনন্দের সঙ্গে তা ভোজন করছিলেন এবং প্রভুকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ করছিলেন, যিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত ক্লেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁর মানত পূর্ণ করেছিলেন।
৮ আর তিনি সমস্ত শুচি পশুদের দশমাংশ দিলেন ও হোমবলি উৎসর্গ করলেন, কিন্তু অশুচি পশুগুলো তাঁর পুত্র লেবিকে দিলেন না, এবং সমস্ত মানুষের প্রাণ তাঁকে সমর্পণ করলেন।
৯ আর লেবি তাঁর দশ ভাইয়ের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর পিতা যাকোবের সামনে বেথেলে যাজকের দায়িত্ব পালন করলেন; তিনি সেখানে যাজক ছিলেন এবং যাকোব মানত করলেন। এইভাবে তিনি প্রভুর উদ্দেশ্যে পুনরায় দশমাংশ উৎসর্গ করে তা পবিত্র করলেন, আর তা তাঁর কাছে পবিত্র হয়ে উঠল।
১০ আর এই কারণেই স্বর্গীয় ফলকগুলিতে দশমাংশ প্রদানের বিধি স্থির করা হয়েছে—প্রতি বছর প্রভুর সামনে সেই স্থানে দশমাংশ ভোজন করতে হবে, যেখানে তাঁর নাম বাস করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে; এবং এই বিধির কোনো দিনসীমা নেই, চিরকালের জন্য।
১১ এই বিধানটি লেখা হয়েছে যেন প্রতি বছর মনোনীত স্থানে প্রভুর সামনে দ্বিতীয় দশমাংশ ভোজন করার মাধ্যমে তা পূর্ণ করা যায়, এবং এই বছর থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত এর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।
১২ কারণ নিজ নিজ বছরে, সেই বছরের বীজ সংগ্রহের দিন পর্যন্ত বীজ খাওয়া হবে, দ্রাক্ষারস দ্রাক্ষারসের দিন পর্যন্ত এবং তেল নিজ নিজ সময়ের দিন পর্যন্ত খাওয়া হবে।

১৩ আর তার যা কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং পুরোনো হয়ে যায়, সেগুলোকে অশুচি বলে গণ্য করা হোক; সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক, কেননা তা অশুচি।
১৪ আর এইভাবে তারা পবিত্র স্থানে একসঙ্গে তা ভোজন করুক এবং সেটিকে বাসি হতে না দিক।
১৫ আর বলদ ও মেষের সমস্ত দশমাংশ প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র হবে এবং তা তাঁর যাজকদের অধিকারে থাকবে, যা তাঁরা প্রতি বছর তাঁর সামনে ভোজন করবেন; কারণ স্বর্গীয় ফলকগুলিতে দশমাংশ বিষয়ে এইভাবেই বিধান ও খোদিত আছে।
১৬ আর তার পরের রাতে, সেই মাসের বাইশ তারিখে, যাকোব সেই স্থানটি নির্মাণ করার, প্রাঙ্গণটিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলার এবং নিজের ও তাঁর পরবর্তী সন্তানদের জন্য সেটিকে চিরকালের জন্য পবিত্র ও শুদ্ধ করার সংকল্প করলেন।
১৭ আর সদাপ্রভু রাতে তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন: 'তোমার নাম যাকোব বলা হবে না, বরং লোকে তোমার নাম ইস্রায়েল রাখবে।'
১৮ আর তিনি তাকে আবার বললেন: 'আমিই সেই প্রভু, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; আমি তোমাকে বৃদ্ধি করব ও তোমার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি করব এবং তোমার থেকে রাজারা বের হবেন, আর যেখানেই মনুষ্যসন্তানদের পদচিহ্ন পড়েছে, সেখানেই তারা বিচার করবেন।'
১৯ আর আমি তোমার বংশধরদেরকে আকাশের নিচে সমস্ত পৃথিবী দেব, এবং তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত জাতির বিচার করবে; এরপর তারা সমগ্র পৃথিবীর অধিকার লাভ করবে ও চিরকালের জন্য তার উত্তরাধিকারী হবে।
২০ আর তিনি তার সঙ্গে কথা শেষ করে তার কাছ থেকে উপরে উঠে গেলেন এবং যাকোব তাঁর স্বর্গে আরোহণ করা পর্যন্ত তাকিয়ে রইলেন।
২১ আর তিনি রাতে এক দর্শনে দেখলেন, স্বর্গ থেকে একজন দূত হাতে সাতটি ফলক নিয়ে নেমে এলেন। তিনি সেগুলো যাকোবকে দিলেন এবং যাকোব সেগুলো পড়ে তাতে যা লেখা ছিল, যুগে যুগে তাঁর ও তাঁর পুত্রদের উপর যা কিছু ঘটবে, সেই সমস্ত কিছু জানতে পারলেন।
২২ আর তিনি তাঁকে ফলকগুলিতে যা কিছু লেখা ছিল, সে সমস্ত দেখালেন এবং বললেন: 'এই স্থান নির্মাণ কোরো না, একে চিরস্থায়ী পবিত্র স্থান কোরো না এবং এখানে বাস কোরো না; কেননা এই স্থান তার উপযুক্ত নয়। তুমি তোমার পিতা আব্রাহামের গৃহে যাও এবং তোমার পিতার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বাস করো।'
২৩ কারণ মিশরে তুমি শান্তিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং এই দেশে তোমার পূর্বপুরুষদের সমাধিতে, অব্রাহাম ও ইসহাকের সঙ্গে সম্মানের সাথে সমাহিত হবে।
২৪ ভয় কোরো না, কারণ তুমি যেমন দেখেছো ও পড়েছো, সবকিছু ঠিক তেমনই হবে; আর তুমি যা দেখেছো ও পড়েছো, ঠিক তাই লিখে রাখো।
২৫ যাকোব বললেন, 'প্রভু, আমি যা কিছু পড়েছি ও দেখেছি, তা কী করে মনে রাখব?' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে সব কিছু স্মরণ করিয়ে দেব।'
২৬ আর তিনি তাঁর কাছ থেকে উঠে এলেন, এবং তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি যা কিছু পড়েছিলেন ও দেখেছিলেন, সেই সবকিছু তাঁর মনে পড়ল এবং তিনি যা যা পড়েছিলেন ও দেখেছিলেন, সেই সমস্ত কথা লিখে রাখলেন।
২৭ আর তিনি সেখানে আরও একটি দিন পালন করলেন এবং আগের দিনগুলোর মতো সেই দিনেও বলিদান করলেন ও তার নাম রাখলেন 'সংযোজন', কারণ এই দিনটি যোগ করা হয়েছিল এবং আগের দিনগুলোকে তিনি 'উৎসব' বলতেন।
২৮ আর এইভাবেই তা ঘটবে বলে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তা স্বর্গীয় ফলকগুলিতেও লেখা আছে; এইজন্যই তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি যেন এটি উদযাপন করেন এবং উৎসবের সাত দিনের সাথে এটিকে যুক্ত করেন।
২৯ আর এর নাম রাখা হয়েছিল 'সংযোজন', কারণ বছরের দিনসংখ্যা অনুসারে এটি উৎসবের দিনগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।
৩০ আর সেই মাসের তেইশ তারিখে রাতে, রেবেকার ধাত্রী দেবোরা মারা গেলেন, এবং লোকেরা তাঁকে নগরের নীচে নদীর ধারের ওক গাছের নিচে কবর দিল। তিনি সেই স্থানের নাম রাখলেন, 'দেবোরার নদী,' এবং ওক গাছটির নাম রাখলেন, 'দেবোরার শোকের ওক গাছ।'
৩১ আর রেবেকা গিয়ে তাঁর পিতা ইসহাকের কাছে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন, এবং যাকোব তাঁর নিজের হাতে মেষ, মেষ ও ছাগল পাঠালেন, যেন তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করেন।
৩২ আর তিনি তাঁর মায়ের অনুসরণ করে কাবরাতান দেশে এসে পৌঁছালেন এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন।
৩৩ আর রাহেল সেই রাতেই এক পুত্র প্রসব করলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন, 'আমার দুঃখের পুত্র'; কারণ তাঁকে জন্ম দিতে গিয়ে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন: কিন্তু তাঁর বাবা এই জয়ন্তীর ষষ্ঠ সপ্তাহের প্রথম তিথিতে, অষ্টম মাসের একাদশ দিনে তাঁর নাম রাখলেন বিন্যামীন। [২১৪৩ এএম]
৩৪ আর রাহেল সেখানেই মারা গেলেন এবং তাঁকে ইফ্রাত দেশে, যা বৈৎলেহম নামেও পরিচিত, কবর দেওয়া হলো; এবং যাকোব রাহেলের কবরের উপরে রাস্তার ধারে তাঁর কবরের উপর একটি স্তম্ভ নির্মাণ করলেন।

অধ্যায় ৩৩

১ আর যাকোব গিয়ে মগদলদ্রায়েফের দক্ষিণে বাস করতে লাগলেন। দশম মাসের অমাবস্যার দিনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী লেয়া নিজ পিতা ইসহাকের কাছে গেলেন।
২ আর রূবেন তার পিতার উপপত্নী, রাহেলের দাসী বিলহাকে এক গোপন স্থানে জলে স্নান করতে দেখলেন এবং তার প্রেমে পড়লেন।
৩ আর তিনি রাতে লুকিয়ে বিলহার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন, সে তার বাড়িতে বিছানায় একা ঘুমিয়ে আছে।
৪ আর সে তার সঙ্গে শয়ন করল, তখন সে জেগে উঠে দেখল, রূবেন তার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছে। তখন সে তার চাদরের কিনারা সরিয়ে তাকে জাপটে ধরল, চিৎকার করে উঠল এবং বুঝতে পারল যে, এ-ই রূবেন।
৫ আর সে তার কারণে লজ্জিত হয়ে তার কাছ থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল, ফলে সে পালিয়ে গেল।

৬ আর তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত শোক করলেন, কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না।
৭ আর যাকোব ফিরে এসে যখন তাকে খুঁজতে লাগলেন, তখন সে তাকে বলল, 'আমি তোমার জন্য শুচি নই, কারণ তোমার বিষয়ে আমি অশুচি হয়েছি; কেননা রূবেন আমাকে অশুচি করেছে এবং রাতে আমার সঙ্গে শয়ন করেছে, আর আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। সে আমার আঁচল অনাবৃত করে আমার সঙ্গে শয়ন করার আগ পর্যন্ত আমি তা টের পাইনি।'
৮ আর যাকোব রূবেনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ সে বিলহার সঙ্গে শয়ন করেছিল এবং তার পিতার আঁচল অনাবৃত করেছিল।
৯ আর যাকোব তার কাছে আর গেলেন না, কারণ রূবেন তাকে অশুচি করেছিল। আর যে ব্যক্তি আপন পিতার বক্ষ উন্মোচন করে, তার এই কাজ অত্যন্ত জঘন্য, কেননা সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ঘৃণ্য।
১০ এই কারণেই স্বর্গীয় ফলকগুলিতে লেখা ও বিধান দেওয়া হয়েছে যে, কোনো পুরুষ যেন তার পিতার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন না করে এবং তার পিতার আঁচল অনাবৃত না করে; কেননা এটা অশুচি। যে পুরুষ তার পিতার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে এবং সেই নারীও, তারা নিশ্চয়ই একসঙ্গে মারা যাবে, কারণ তারা পৃথিবীতে অশুচিতা করেছে।
১১ আর আমাদের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই জাতির মধ্যে কোনো কিছুই অশুচি থাকবে না, যে জাতিকে তিনি নিজের অধিকারভুক্ত করে মনোনীত করেছেন।
১২ আর দ্বিতীয়বার লেখা আছে: 'অভিশপ্ত সে, যে আপন পিতার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করে, কারণ সে আপন পিতার লজ্জা প্রকাশ করেছে'; এবং প্রভুর সমস্ত পবিত্রগণ বললেন, 'তাই হোক; তাই হোক।'
১৩ আর হে মোশি, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের এই আদেশ দাও যেন তারা এই বাক্য পালন করে; কেননা এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; এবং এটি অশুচি, আর যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনন্তকালের কোনো উপায় নেই, কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ও হত্যা করা হবে, পাথর দিয়ে প্রহার করা হবে এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রজাদের মধ্য থেকে তাকে নির্মূল করা হবে।
১৪ কারণ ইস্রায়েলে যে ব্যক্তি এমন কাজ করে, তাকে পৃথিবীতে একদিনও জীবিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয় না; কেননা সে ঘৃণ্য ও অশুচি।
১৫ আর তারা যেন না বলে যে, রূবেন তার পিতার উপপত্নীর সঙ্গে শয়ন করার পরেও তাকে জীবন ও ক্ষমা দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই উপপত্নীকেও ক্ষমা করা হয়েছিল, যদিও তার স্বামী ছিল এবং তার স্বামী, তার পিতা যাকোব, তখনও জীবিত ছিলেন।
১৬ কারণ সেই সময় পর্যন্ত সকলের জন্য বিধান, বিচার ও ব্যবস্থা তার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তোমার দিনেই তা ঋতু ও দিনের ব্যবস্থা স্বরূপ এবং অনন্তকালের পুরুষানুক্রমে এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থারূপে প্রকাশিত হয়েছে।
১৭ আর এই ব্যবস্থার কোনো পূর্ণকাল নেই, এবং এর কোনো প্রায়শ্চিত্তও নেই; কিন্তু তাদের উভয়কেই জাতির মধ্য থেকে নির্মূল করতে হবে; যেদিন তারা এই অপরাধ করেছিল, সেদিনই তাদের হত্যা করা হবে।
১৮ আর হে মোশি, তুমি ইস্রায়েলের জন্য এই সকল বিষয় লিখে রাখো, যেন তারা তা পালন করে এবং এই বাক্য অনুসারে কাজ করে, আর মৃত্যুজনক কোনো পাপ না করে; কারণ আমাদের প্রভু ঈশ্বরই বিচারক, যিনি পক্ষপাত করেন না এবং কোনো উপহার গ্রহণ করেন না।
১৯ আর তোমরা তাদেরকে চুক্তির এই বাক্যগুলো জানাও, যেন তারা শুনে ও পালন করে এবং সেগুলোর বিষয়ে সতর্ক থাকে, আর দেশ থেকে বিনষ্ট ও উৎপাটিত না হয়; কেননা যারা পৃথিবীতে এই কাজগুলো করে, তারা আমাদের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অশুচিতা, ঘৃণ্য বস্তু, কলুষতা ও অপবিত্রতা—এ সবই।
২০ আর পৃথিবীতে তারা যে ব্যভিচার করে, তার চেয়ে বড় পাপ আর কিছুই নেই; কারণ ইস্রায়েল তার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এক পবিত্র জাতি, উত্তরাধিকারের জাতি, যাজকীয় ও রাজকীয় জাতি এবং (তাঁর নিজস্ব) অধিকারভুক্ত; আর সেই পবিত্র জাতির মধ্যে এইরূপ কোনো অশুচিতা প্রকাশ পাবে না।
২১ আর এই ষষ্ঠ সপ্তাহের তৃতীয় বছরে [রাত ৯:৪৫ মিনিটে] যাকোব ও তাঁর সমস্ত পুত্র গিয়ে অব্রাহামের গৃহে, তাঁর পিতা ইসহাক ও মাতা রেবেকার নিকটে বাস করতে লাগলেন।
২২ আর যাকোবের পুত্রদের নাম এই ছিল: লেয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষখর ও সবূলণ; এবং রাহেলের পুত্র যোষেফ ও বিন্যামীন; এবং বিলহার পুত্র দান ও নপ্তালি; এবং সিল্পার পুত্র গাদ ও আশের; এবং যাকোবের একমাত্র কন্যা লেয়ার মেয়ে দীনা।
২৩ আর তারা এসে ইসহাক ও রেবেকার সামনে নত হলেন এবং তাঁদের দেখে যাকোব ও তাঁর সকল পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। এতে ইসহাক অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কারণ তিনি তাঁর ছোট পুত্র যাকোবের পুত্রদের দেখে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।

অধ্যায় ৩৪

১ আর এই চুয়াল্লিশতম জয়ন্তীর ষষ্ঠ বর্ষে [২১৪৮ এএম] যাকোব তাঁর পুত্রদেরকে তাদের মেষ চরাতে এবং তাঁর দাসদেরকে তাদের সঙ্গে শেখেমের চারণভূমিতে পাঠালেন।
২ আর অমোরীয়দের সাতজন রাজা তাদের হত্যা করার জন্য গাছের নিচে লুকিয়ে রইল এবং তাদের গবাদি পশু লুট করার জন্য একত্রিত হল।
৩ আর যাকোব, লেবি, যিহূদা ও যোষেফ তাঁদের পিতা ইসহাকের সঙ্গে সেই গৃহে ছিলেন; কেননা তাঁর আত্মা শোকার্ত ছিল, এবং তাঁরা তাঁকে ছেড়ে যেতে পারতেন না; আর বিন্যামীন ছিল সকলের কনিষ্ঠ, এবং এই কারণে সে তার পিতার সঙ্গেই থেকে গেল।
৪ আর তখন তাফুর রাজারা, আরেসার রাজারা, সেরাগানের রাজারা, সেলোর রাজারা, গা'আসের রাজারা, বেথোরোনের রাজা ও মা'আনিসাকিরের রাজা এবং কনান দেশের এই পর্বতমালা ও অরণ্যে বসবাসকারী সকলে আসলেন।
৫ আর তারা যাকোবকে এই কথা জানাল: 'দেখুন, অমোরীয় রাজারা আপনার পুত্রদের ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের পশুপাল লুট করেছে।'

৬ আর তিনি নিজের বাড়ি থেকে, নিজের তিন পুত্র, পিতার সমস্ত দাস ও নিজ দাসদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং ছয় হাজার তরবারিধারী সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন।
৭ আর তিনি শেখেমের চারণভূমিতে তাদের হত্যা করলেন, এবং যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন ও তরবারির ধার দিয়ে তাদের হত্যা করলেন। তিনি আরেসা, তাফু, সারেগান, সেলো, আমানিসাকির এবং গাগাসকে হত্যা করলেন এবং নিজের পশুপাল পুনরুদ্ধার করলেন।
৮ আর তিনি তাদের উপর জয়লাভ করলেন এবং তাদের উপর কর আরোপ করলেন যে, তারা তাঁকে তাদের দেশের পাঁচটি ফলজাতীয় ফসল কর হিসেবে প্রদান করবে; এবং তিনি রোবেল ও তামনাতারেস নির্মাণ করলেন।
৯ আর তিনি শান্তির সন্ন্যাস নিয়ে ফিরে এসে তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলেন এবং তারা তাঁর দাস হয়ে রইল, যতক্ষণ না তিনি ও তাঁর পুত্রেরা মিশরে চলে গেলেন।
১০ আর এই সপ্তাহের সপ্তম বছরে [রাত ২১:৪৯] তিনি যোষেফকে তাঁর ভাইদের কুশল জানতে নিজ গৃহ থেকে শেখেম দেশে পাঠালেন এবং গিয়ে দেখলেন, তিনি তাঁদের দোথান দেশে খুঁজে পেয়েছেন।
১১ আর তারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য এক ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু পরে মন পরিবর্তন করে তাঁকে ইশ্মায়েলীয় বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল। তারা তাঁকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফরৌণের নপুংসক, প্রধান রাঁধুনি ও ইলিউ শহরের যাজক পটিফরের কাছে বিক্রি করে দিল।
১২ আর যাকোবের পুত্রেরা একটি ছাগলছানা জবাই করে যোষেফের জামাটি সেই রক্তে ডুবিয়ে সপ্তম মাসের দশম তারিখে তাদের পিতা যাকোবের কাছে পাঠিয়ে দিল।
১৩ আর তিনি সারারাত শোক করলেন, কারণ সন্ধ্যায় লোকেরা খবরটা তাঁর কাছে এনেছিল; তাঁর মৃত্যুতে তিনি শোকে উন্মত্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এক হিংস্র পশু যোষেফকে খেয়ে ফেলেছে'; এবং তাঁর পরিবারের সকলে সেদিন তাঁর সঙ্গে শোক ও বিলাপ করল।
১৪ তখন তাঁর ছেলেরা ও মেয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ছেলের জন্য সান্ত্বনা নিতে রাজি হলেন না।
১৫ আর সেই দিন বিলহা শুনলেন যে যোসেফ মারা গেছেন, এবং তিনি তাঁর শোকে কাতর হয়ে মারা গেলেন। তিনি কাফরাতেফে বাস করতেন এবং যোসেফের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা দীনাও মারা গেলেন।
১৬ আর এক মাসের মধ্যে ইস্রায়েলের উপর এই তিনটি শোককাল নেমে এল। তখন তারা রাহেলের কবরের পাশে বিলহাকে এবং তার কন্যা দীনাকেও কবর দিল।
১৭ আর তিনি যোসেফের জন্য এক বছর ধরে শোক করলেন এবং তা থামালেন না, কারণ তিনি বললেন, 'আমি আমার ছেলের জন্য শোক করতে করতে কবরে চলে যাই।'
১৮ এই কারণে ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য এই বিধান করা হয়েছে যে, তারা যেন সপ্তম মাসের দশম দিনে—যেদিন তাদের পিতা যাকোবের কাছে যোষেফের জন্য সেই সংবাদ এসেছিল, যা তাঁকে কাঁদিয়েছিল—তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। তারা যেন বছরে একবার, সপ্তম মাসের দশম দিনে একটি ছাগলছানা দিয়ে নিজেদের দুঃখভোগ করে; কারণ তারা তাঁর পুত্র যোষেফের বিষয়ে তাদের পিতার স্নেহকে ব্যথিত করেছিল।
১৯ আর এই দিনটি স্থির করা হয়েছে, যেন তারা সেদিন নিজেদের পাপ, সমস্ত অপরাধ ও সমস্ত ভুলের জন্য শোক করে, যাতে তারা বছরে একবার সেই দিনে নিজেদের শুচি করতে পারে।
২০ আর যোষেফের মৃত্যুর পর, যাকোবের পুত্রেরা স্ত্রী গ্রহণ করলেন। রূবেণের স্ত্রীর নাম আদা; শিমিয়োনের স্ত্রীর নাম অদলবা, তিনি একজন কনানীয়া; লেবির স্ত্রীর নাম মেলকা, তিনি অরামের বংশের ও তেরহের বংশধর; যিহূদার স্ত্রীর নাম বেতাসুয়েল, তিনি একজন কনানীয়া; ইষখরের স্ত্রীর নাম হিষকা: সবূলোনের স্ত্রীর নাম নী'ইমান; দানের স্ত্রীর নাম এগলা; নপ্তালির স্ত্রীর নাম রশু, তিনি মেসোপটেমিয়ার বাসিন্দা; গাদের স্ত্রীর নাম মাকা; আশেরের স্ত্রীর নাম যিহোনা; যোষেফের স্ত্রীর নাম আসেনাথ, তিনি একজন মিশরীয়; এবং বিন্যামীনের স্ত্রীর নাম যিষশাকা।
২১ আর শিমিয়োন অনুতপ্ত হলেন এবং মেসোপটেমিয়া থেকে তাঁর বোনদের মতো একজনকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন।

অধ্যায় ৩৫

১ আর পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীর প্রথম সপ্তাহের প্রথম বছরে [২১৫৭ এএম] রেবেকা তাঁর পুত্র যাকোবকে ডেকে তাঁর পিতা ও ভাইয়ের বিষয়ে এই আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর জীবনের সমস্ত দিন তাঁদের সম্মান করেন।
২ তখন যাকোব বললেন, 'তুমি আমাকে যেমন আদেশ করেছ, আমি ঠিক তেমনই করব; কারণ তাদের সম্মান করা আমার জন্য সম্মান ও মহিমার এবং প্রভুর দৃষ্টিতে ধার্মিকতার কারণ হবে।'
৩ আর মা, আমার জন্মের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তুমি আমার সমস্ত কাজ ও আমার অন্তরে যা কিছু আছে, সে সবই জানো; আর তা হলো, আমি সর্বদা সকলের বিষয়ে মঙ্গল চিন্তা করি।
৪ আর তুমি আমাকে যে আদেশ দিয়েছ, তা আমি কেনই বা পালন করব না—যে আমি আমার পিতা ও ভাইকে সম্মান করব!
৫ মা, আমাকে বলো, তুমি আমার মধ্যে কোন বিকৃতি দেখেছো? তাহলে আমি তা থেকে ফিরে আসব এবং আমার প্রতি করুণা বর্ষিত হবে।
৬ আর তিনি তাঁকে বললেন, 'বৎস, আমার সারা জীবনে আমি তোমার মধ্যে কোনো কুকর্ম দেখিনি, কেবল সৎকর্মই দেখেছি। তবুও আমি তোমাকে সত্যি বলছি, বৎস: আমি এই বছরই মারা যাব এবং এই বছর বেঁচে থাকব না; কারণ আমি স্বপ্নে আমার মৃত্যুর দিন দেখেছি যে, আমি একশো পঁচানব্বই বছরের বেশি বাঁচব না। আর দেখ, আমার জীবনের যে দিনগুলো কাটানোর কথা ছিল, তার সবই আমি পূর্ণ করেছি।'
৭ আর যাকোব তাঁর মায়ের কথায় হাসলেন। কারণ তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি মারা যাবেন; অথচ তিনি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে তাঁর সামনেই বসেছিলেন এবং তাঁর শক্তিতে

কোনো দুর্বলতা ছিল না; কারণ তিনি অবাধে চলাফেরা করতে ও দেখতে পারতেন, তাঁর দাঁতগুলোও ছিল মজবুত এবং সারাজীবনে কোনো রোগ তাঁকে স্পর্শ করেনি।
৮ তখন যাকোব তাঁকে বললেন, 'ধন্য আমি, মা, যদি আমার দিনগুলি তোমার জীবনের দিনগুলির মতো হয়, এবং আমার শক্তি তোমার শক্তির মতোই আমার সঙ্গে থাকে; আর তুমি মরবে না, কেননা তুমি তোমার মৃত্যু বিষয়ে আমার সঙ্গে অলসভাবে ঠাট্টা করছ।'
৯ আর তিনি ইসহাকের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটিই অনুরোধ: এষৌকে এই শপথ করান যে, সে যাকোবের কোনো ক্ষতি করবে না এবং শত্রুতা নিয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবনও করবে না; কারণ আপনি জানেন যে এষৌর চিন্তাভাবনা তার যৌবনকাল থেকেই কুটিল, এবং তার মধ্যে কোনো সদ্গুণ নেই; কেননা আপনার মৃত্যুর পর সে আপনাকে হত্যা করতে চায়।'
১০ আর যাকোবের ভাই যাকোব হারানে যাওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে যা যা করেছে, তার সবই তুমি জানো: কীভাবে সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাদের ত্যাগ করেছে এবং আমাদের প্রতি মন্দ আচরণ করেছে; সে তোমার মেষপাল নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছে এবং তোমার চোখের সামনে থেকে তোমার সমস্ত ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে।
১১ আর যখন আমরা আমাদের নিজেদের জিনিসপত্রের জন্য তাঁর কাছে মিনতি ও অনুনয় করলাম, তখন তিনি আমাদের প্রতি করুণা করে কাজ করলেন।
১২ আর তিনি তোমার প্রতি তিক্তমনা, কারণ তুমি তোমার সিদ্ধ ও সরল পুত্র যাকোবকে আশীর্বাদ করেছ; কেননা তার মধ্যে কোনো মন্দ নেই, কেবল মঙ্গলই আছে, এবং হারান থেকে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে আমাদের কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি, কারণ সে সর্বদা যথাসময়ে আমাদের জন্য সবকিছু নিয়ে আসে, এবং যখন আমরা তার হাত থেকে কিছু গ্রহণ করি ও সে আমাদের আশীর্বাদ করে, তখন সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আনন্দ করে, এবং হারান থেকে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে আমাদের ছেড়ে যায়নি, এবং সে আমাদের সম্মান করার জন্য সর্বদা আমাদের সঙ্গে বাড়িতে থাকে।
১৩ তখন ইসহাক তাকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে যে যাকোব আছেন, তাঁর কাজ আমিও জানি ও দেখি; তিনি যে সর্বান্তকরণে আমাদের সম্মান করেন; কিন্তু আগে আমি যাকোবের চেয়ে এষৌকে বেশি ভালোবাসতাম, কারণ সে ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র; কিন্তু এখন আমি এষৌর চেয়ে যাকোবকে বেশি ভালোবাসি, কারণ সে নানান মন্দ কাজ করেছে এবং তার মধ্যে কোনো ধার্মিকতা নেই; কেননা তার সমস্ত পথই অধার্মিকতা ও হিংস্রতা, [এবং তার চারপাশে কোনো ধার্মিকতা নেই।]'
১৪ আর এখন তার সমস্ত কাজের জন্য আমার হৃদয় বিচলিত; সে বা তার বংশধর কেউই রক্ষা পাবে না; কেননা তারাই পৃথিবী থেকে বিনষ্ট হবে এবং আকাশমণ্ডলের নিচ থেকে নির্মূল হবে। কেননা সে ও তার সন্তানরা অব্রাহামের ঈশ্বরকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীদের, তাদের অশুচিতার এবং তাদের ভ্রান্তির অনুসরণ করেছে।
১৫ আর তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছ যেন আমি তাকে এই শপথ করাই যে, সে তার ভাই যাকোবকে হত্যা করবে না; কিন্তু সে শপথ করলেও তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে না এবং সে ভালো কাজ করবে না, কেবল মন্দ কাজই করবে।
১৬ কিন্তু যদি সে তার ভাই যাকোবকে হত্যা করতে চায়, তবে তাকে যাকোবের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং সে তার হাত থেকে রক্ষা পাবে না, [কারণ সে তার হাতেই নেমে যাবে।]
১৭ আর যাকোবের কারণে ভয় পেয়ো না; কেননা যাকোবের রক্ষক মহান, পরাক্রমশালী ও সম্মানিত এবং এষৌর রক্ষকের চেয়েও অধিক প্রশংসিত।
১৮ তখন রেবেকা লোক পাঠিয়ে এষৌকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি তাঁর কাছে আসলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'বৎস, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে; তুমি তা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দাও, বৎস।'
১৯ আর তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে যা বলবে, আমি তাই করব এবং তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করব না।'
২০ আর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে এই মিনতি করি যে, যেদিন আমি মারা যাব, সেদিন তুমি আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে এবং তোমার পিতার মাতা সারার কাছে কবর দেবে; আর তুমি ও যাকোব পরস্পরকে ভালোবাসবে এবং তোমাদের কেউই একে অপরের অমঙ্গল কামনা করবে না, বরং কেবল পারস্পরিক ভালোবাসা থাকবে। তাহলেই, হে আমার পুত্রগণ, তোমরা উন্নতি লাভ করবে, দেশে সম্মানিত হবে, কোনো শত্রু তোমাদের নিয়ে আনন্দ করতে পারবে না এবং যারা তোমাদের ভালোবাসে, তাদের সকলের দৃষ্টিতে তোমরা আশীর্বাদ ও করুণার পাত্র হবে।'
২১ আর তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে যা যা বলেছ, আমি সে সবই করব; তোমার মৃত্যুর দিনেই আমি তোমাকে আমার পিতার মাতা সারার কাছে কবর দেব, যেমন তুমি চেয়েছিলে যে তাঁর অস্থি যেন তোমার অস্থিগুলোর কাছেই থাকে।'
২২ আর আমার ভাই যাকোবকেও আমি সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসব; কারণ সারা পৃথিবীতে সে ছাড়া আমার আর কোনো ভাই নেই। আর আমি যদি তাকে ভালোবাসি, তবে তাতে আমার কোনো বড় কৃতিত্ব নেই; কারণ সে আমার ভাই, আর আমরা তোমার দেহে একসঙ্গে রোপিত হয়েছিলাম এবং তোমার গর্ভ থেকে একসঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আর আমি যদি আমার ভাইকে না ভালোবাসি, তবে কাকে ভালোবাসব?
২৩ আর আমি নিজে তোমার কাছে মিনতি করি, তুমি যাকোবকে আমার ও আমার পুত্রদের বিষয়ে উপদেশ দাও; কারণ আমি জানি, সে নিশ্চয়ই আমার ও আমার পুত্রদের উপর রাজা হবে। কেননা, যেদিন আমার পিতা তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেদিন তিনি তাকে উচ্চ এবং আমাকে নিম্ন করেছিলেন।
২৪ আর আমি তোমার কাছে শপথ করে বলছি যে, আমি সারা জীবন তাঁকে ভালোবাসব এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অমঙ্গল কামনা করব না, কেবল মঙ্গলই চাইব।
২৫ আর তিনি এই সমস্ত বিষয়ে তার কাছে শপথ করলেন। তখন তিনি এষৌর সামনে যাকোবকে ডাকলেন এবং এষৌকে বলা কথা অনুসারে তাকে আদেশ দিলেন।

২৬ আর তিনি বললেন, 'আমি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করব; বিশ্বাস করো, আমার বা আমার পুত্রদের পক্ষ থেকে এষৌর বিরুদ্ধে কোনো অমঙ্গল ঘটবে না, এবং কেবল প্রেম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমি প্রথম হব না।'
২৭ আর সেই রাতে তিনি ও তাঁর পুত্রেরা পানাহার করলেন এবং তিন জয়ন্তী, এক সপ্তাহ ও এক বছর বয়সে সেই রাতেই তিনি মারা গেলেন। তখন তাঁর দুই পুত্র, এষৌ ও যাকোব, তাঁদের পিতার মাতা সারার নিকটবর্তী দ্বি-গুহায় তাঁকে কবর দিলেন।

অধ্যায় ৩৬

১ আর এই সপ্তাহের ষষ্ঠ বছরে [২১৬২ এএম] ইসহাক তাঁর দুই পুত্র এষৌ ও যাকোবকে ডাকলেন, এবং তাঁরা তাঁর কাছে আসলেন, আর তিনি তাঁদের বললেন: 'হে আমার পুত্রগণ, আমি আমার পূর্বপুরুষদের পথে, সেই চিরস্থায়ী গৃহে গমন করছি, যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা আছেন।'
২ অতএব, আমার পিতা অব্রাহামের কাছে, হিত্তীয় ইফ্রোনের ক্ষেতের সেই দ্বি-গর্তে আমাকে কবর দিও, যেখানে অব্রাহাম কবর দেওয়ার জন্য একটি সমাধি কিনেছিলেন; যে সমাধি আমি নিজের জন্য খুঁড়েছিলাম, সেখানেই আমাকে কবর দিও।
৩ আর হে আমার পুত্রগণ, আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা পৃথিবীতে ধার্মিকতা ও সরলতার অনুশীলন করো, যেন সদাপ্রভু অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য যা যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছু তোমাদের উপর পূর্ণ করেন।
৪ আর হে আমার পুত্রগণ, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে এমনভাবে ভালোবাসো, যেমন একজন মানুষ নিজের প্রাণকে ভালোবাসে; এবং প্রত্যেকে যেন তার ভাইয়ের উপকারের চেষ্টা করে, আর পৃথিবীতে একসঙ্গে কাজ করে চলে; এবং তারা যেন একে অপরকে নিজেদের প্রাণের মতো ভালোবাসে।
৫ আর প্রতিমার বিষয়ে, আমি তোমাদের আদেশ ও সতর্ক করছি, তোমরা সেগুলোকে বর্জন করো ও ঘৃণা করো, এবং ভালোবাসবে না; কেননা যারা সেগুলোর উপাসনা করে ও সেগুলোর সামনে নত হয়, তাদের জন্য সেগুলো ছলনায় পরিপূর্ণ।
৬ হে আমার পুত্রগণ, তোমরা তোমাদের পিতা অব্রাহামের প্রভু ঈশ্বরের কথা স্মরণ কর; আমিও কীভাবে ধার্মিকতা ও আনন্দের সাথে তাঁর উপাসনা ও সেবা করতাম, যেন তিনি তোমাদের বংশকে আকাশের তারার মতো বহুগুণে বৃদ্ধি করেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের ধার্মিকতার এমন এক চারাগাছের মতো প্রতিষ্ঠিত করেন, যা পুরুষানুক্রমে চিরকাল উপড়ে ফেলা যাবে না।
৭ আর এখন আমি তোমাদের দিয়ে এক মহা শপথ করাব—কারণ সেই মহিমান্বিত, সম্মানিত, মহান, চমৎকার, বিস্ময়কর ও পরাক্রমশালী সত্তার নামে এর চেয়ে বড় কোনো শপথ নেই, যিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন—যেন তোমরা তাঁকে ভয় কর ও তাঁর উপাসনা কর।
৮ আর তোমরা প্রত্যেকে যেন আপন ভাইকে স্নেহ ও ধার্মিকতার সাথে ভালোবাসো এবং এখন থেকে চিরকাল তোমাদের জীবনের সমস্ত দিন কেউ যেন আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে মন্দ ইচ্ছা না করে, যেন তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজে উন্নতি লাভ করো ও বিনষ্ট না হও।
৯ আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো মন্দ পরিকল্পনা করে, তবে জেনে রাখো যে, এখন থেকে যে কেউ আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে মন্দ পরিকল্পনা করবে, সে তার হাতে পড়বে এবং জীবিতদের দেশ থেকে তাকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে, আর তার বংশধর আকাশমণ্ডলের নিচে থেকে বিনষ্ট হবে।
১০ কিন্তু সেই মহাবিপর্যয়, অভিশাপ, রোষ ও ক্রোধের দিনে, তিনি যেমন জ্বলন্ত গ্রাসকারী অগ্নি দ্বারা সদোমকে পুড়িয়েছিলেন, তেমনিভাবে তিনি তার দেশ, তার নগর এবং তার সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ফেলবেন; এবং মানব সন্তানদের শাস্তির পুস্তক থেকে তার নাম মুছে ফেলা হবে, এবং জীবন-পুস্তকে তার নাম লেখা থাকবে না, কিন্তু বিনাশের জন্য নির্ধারিত পুস্তকে তার নাম থাকবে, এবং সে অনন্তকালীন অভিশাপে নিক্ষিপ্ত হবে; যেন ঘৃণা, অভিশাপ, ক্রোধ, যন্ত্রণা, রোষ, মহামারী ও রোগের মধ্য দিয়ে চিরকাল তাদের দণ্ডাজ্ঞা নবায়িত হতে থাকে।
১১ হে আমার পুত্রগণ, যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের ক্ষতি করতে চায়, তার উপর যে বিচার আসবে, সেই অনুসারে আমি তোমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি।
১২ আর সেই দিনে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বৃহত্তর অংশ, মিনারটি ও তার চারপাশের সমস্ত কিছু এবং শপথের কূপের কাছে অব্রাহামের সমস্ত সম্পত্তি দিলেন।
১৩ আর তিনি বললেন, 'এই বৃহত্তর অংশটি আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেব।'
১৪ তখন এষৌ বললেন, 'আমি যাকোবের কাছে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করে দিয়েছি; তা তাকেই দেওয়া হোক, এবং এ বিষয়ে আমার একটি কথাও বলার নেই, কারণ তা তারই।'
১৫ তখন ইসহাক বললেন, "হে আমার পুত্রগণ, আজ তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক; কেননা তোমরা আমাকে শান্তি দিয়েছ এবং জ্যেষ্ঠাধিকারের বিষয়ে আমার হৃদয় ব্যথিত নয়, পাছে এর জন্য তোমরা কোনো অধর্ম কাজ করো।"
১৬ পরমেশ্বর ধার্মিকতা পালনকারী ব্যক্তিকে এবং তার বংশধরদের চিরকাল আশীর্বাদ করুন।
১৭ আর তিনি তাদের আদেশ ও আশীর্বাদ দেওয়া শেষ করলেন, এবং তারা তাঁর সামনে একসঙ্গে পানাহার করল। তিনি আনন্দিত হলেন, কারণ তাদের মধ্যে একমনা ভাব ছিল। এরপর তারা তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেদিন বিশ্রাম নিল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।
১৮ আর সেই দিন ইসহাক আনন্দ করতে করতে নিজের শয্যায় শয়ন করলেন; এবং তিনি অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হলেন ও একশত আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি পঁচিশ সপ্তাহ ও পাঁচ বছর পূর্ণ করলেন; এবং তাঁর দুই পুত্র এষৌ ও যাকোব তাঁকে কবর দিলেন।

১৯ আর এষৌ ইদোম দেশে, সীয়ীর পর্বতমালায় গিয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন।
২০ আর যাকোব হিব্রোনের পর্বতমালায়, তাঁর পিতা অব্রাহামের প্রবাসকালের দুর্গে বাস করতেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও দৃশ্যমান আজ্ঞা অনুসারে প্রভুর উপাসনা করতেন, যেভাবে তিনি তাঁর বংশপরম্পরার দিনগুলিকে ভাগ করেছিলেন।
২১ আর তাঁর স্ত্রী লেয়া পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীর দ্বিতীয় সপ্তাহের চতুর্থ বর্ষে মারা গেলেন, এবং তিনি তাঁকে তাঁর মা রেবেকার কাছে, তাঁর পিতামহীর মা সারার কবরের বাম পাশে অবস্থিত দ্বি-গুহায় কবর দিলেন।
২২ আর তার সব পুত্র ও তার পুত্রেরা সবাই তার স্ত্রী লেয়ার জন্য তার সঙ্গে শোক করতে এবং তাকে সান্ত্বনা দিতে এল; কেননা তার বোন রাহেলের মৃত্যুর পর তিনি লেয়ার জন্য শোক করছিলেন, কারণ তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।
২৩ কারণ তিনি তাঁর সকল আচরণে নিখুঁত ও সৎ ছিলেন এবং যাকোবকে সম্মান করতেন; আর যতদিন তিনি যাকোবের সঙ্গে বাস করেছিলেন, যাকোব তাঁর মুখ থেকে কোনো কঠোর কথা শোনেননি; কেননা তিনি ছিলেন নম্র, শান্ত, সৎ ও সম্মানীয়া।
২৪ আর তিনি তার সারাজীবনের সমস্ত কৃতকর্ম স্মরণ করলেন এবং তার জন্য অত্যন্ত শোক করলেন; কেননা তিনি তাকে তাঁর সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন।

অধ্যায় ৩৭

১ আর যাকোব ও এষৌর পিতা ইসহাক যেদিন মারা গেলেন, সেদিন এষৌর পুত্রেরা শুনল যে, ইসহাক তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অংশ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে দিয়েছেন এবং তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল।
২ আর তারা তাদের পিতার সঙ্গে এই বলে তর্ক করল, 'তোমার পিতা কেন যাকোবকে জ্যেষ্ঠের অংশ দিয়েছেন এবং তোমাকে উপেক্ষা করেছেন, যদিও তুমি জ্যেষ্ঠ এবং যাকোব কনিষ্ঠ?'
৩ আর সে তাদের বলল, 'কারণ আমি যাকোবের কাছে সামান্য এক আঁটি মসুর ডালের বিনিময়ে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিলাম; এবং যেদিন আমার পিতা আমাকে শিকার করে তাঁর জন্য কিছু আনতে পাঠালেন, যা তিনি খাবেন ও আমাকে আশীর্বাদ করবেন, সেদিন সে ছলনা করে এসে আমার পিতার জন্য খাবার ও পানীয় নিয়ে এল, এবং আমার পিতা তাকে আশীর্বাদ করলেন ও আমাকে তার অধীনে রাখলেন।'
৪ আর এখন আমাদের পিতা আমাকে ও তাকে এই শপথ করিয়েছেন যে, আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো মন্দ পরিকল্পনা করব না, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের সঙ্গে প্রেম ও শান্তিতে থাকব এবং নিজেদের পথ কলুষিত হতে দেব না।
৫ তখন তারা তাঁকে বলল, 'তার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য আমরা তোমার কথায় কান দেব না; কারণ আমাদের শক্তি তার শক্তির চেয়ে বেশি এবং আমরা তার চেয়েও পরাক্রমশালী। আমরা তার বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে ও তার পুত্রদের হত্যা ও ধ্বংস করব। আর তুমি যদি আমাদের সঙ্গে না যাও, তবে আমরা তোমারও ক্ষতি করব।'
৬ আর এখন আমাদের কথা শুনুন: আসুন, আমরা অরাম, পলেষ্টীয়, মোয়াব ও অম্মোনের কাছে লোক পাঠাই এবং নিজেদের জন্য যুদ্ধের জন্য উদ্দীপ্ত মনোনীত পুরুষদের বেছে নিই। আসুন, আমরা তার বিরুদ্ধে যাই ও তার সঙ্গে যুদ্ধ করি এবং সে শক্তিশালী হওয়ার আগেই তাকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করি।
৭ তখন তাদের পিতা তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যেও না এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না, পাছে তোমরা তাঁর সামনে নিহত হও।'
৮ তখন তারা তাঁকে বলল, 'যৌবনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তোমার কার্যকলাপ ঠিক এমনই, আর তুমি তাঁর জোয়ালের নিচে নিজের ঘাড় তুলে দিচ্ছ।'
৯ 'আমরা এই কথায় কর্ণপাত করব না।' আর তারা অরামের কাছে ও তাদের পিতার বন্ধুর কাছে অদুরামের কাছে লোক পাঠাল এবং তাদের সঙ্গে এক হাজার নির্বাচিত যোদ্ধা ভাড়া করল।
১০ আর মোয়াব ও অম্মোনীয়দের মধ্য থেকে এক হাজার মনোনীত মজুর তাদের কাছে এল; পলেষ্টীয়দের মধ্য থেকে এক হাজার মনোনীত যোদ্ধা; ইদোম ও হোরীয়দের মধ্য থেকে এক হাজার মনোনীত লড়াকু এবং কিত্তীমদের মধ্য থেকে পরাক্রমশালী যুদ্ধবাজ পুরুষেরা।
১১ তখন তারা তাদের পিতাকে বলল, 'আপনি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যান এবং ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, নইলে আমরা আপনাকে হত্যা করব।'
১২ আর তিনি দেখলেন যে, তাঁর ছেলেরা তাঁকে তাঁর ভাই যাকোবের বিরুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আগে আগে যেতে বাধ্য করছে, এতে তিনি ক্রোধ ও রোষে পূর্ণ হলেন।
১৩ কিন্তু পরে তার ভাই যাকোবের বিরুদ্ধে তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা সমস্ত মন্দ পরিকল্পনা তার মনে পড়ল; এবং সে তার পিতা ও মাতার কাছে যে শপথ করেছিল যে, সারাজীবন তার ভাই যাকোবের বিরুদ্ধে কোনো মন্দ পরিকল্পনা করবে না, সেই শপথের কথাও তার মনে পড়ল না।
১৪ এই সব সত্ত্বেও, যাকোব জানতেন না যে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে; এবং তিনি তাঁর স্ত্রী লেয়ার জন্য শোক করছিলেন, যতক্ষণ না তারা চার হাজার যোদ্ধা ও নির্বাচিত যুদ্ধসেনা নিয়ে সেই দুর্গের একেবারে কাছে এসে পৌঁছাল।
১৫ তখন হিব্রোনের লোকেরা তাঁর কাছে এই বলে লোক পাঠাল, 'দেখুন, আপনার ভাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন; তাঁর চার হাজার সৈন্য তরবারি, ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত'; কারণ তারা এষৌর চেয়ে যাকোবকে বেশি ভালোবাসত। তাই তারা তাঁকে এই কথা জানাল; কারণ যাকোব এষৌর চেয়ে অধিক উদার ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন।
১৬ কিন্তু তারা মিনারটির একেবারে কাছে না আসা পর্যন্ত যাকোব বিশ্বাস করলেন না।
১৭ আর তিনি দুর্গের ফটকগুলো বন্ধ করলেন এবং প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর ভাই এষৌকে বললেন, 'আমার

মৃত স্ত্রীর জন্য তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে যে এসেছ, তা মহৎ সান্ত্বনা। তোমার পিতা ও মাতার মৃত্যুর পূর্বে তুমি কি এই শপথই করেছিলে? তুমি শপথ ভঙ্গ করেছ, এবং যে মুহূর্তে তুমি তোমার পিতার কাছে শপথ করেছিলে, সেই মুহূর্তেই তুমি দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিলে।'
১৮ তখন এষৌ তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'মানুষের সন্তান কিংবা পৃথিবীর পশুদের এমন কোনো ধার্মিকতার শপথ নেই, যা তারা চিরকালের জন্য বৈধ বলে ধরে নেয়; বরং তারা প্রতিদিন একে অপরের বিরুদ্ধে মন্দ পরিকল্পনা করে এবং কীভাবে নিজের প্রতিপক্ষ ও শত্রুকে হত্যা করা যায়, তা নিয়ে ভাবে।'
১৯ আর তুমি আমাকে ও আমার সন্তানদের চিরকালের জন্য ঘৃণা করো। তোমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের কোনো বন্ধন নেই।
২০ আমি তোমার কাছে যে কথা বলছি, তা শোনো: যদি বন্য শূকর তার চামড়া বদলাতে পারে এবং তার লোম পশমের মতো নরম করতে পারে, অথবা যদি সে তার মাথায় হরিণ বা মেষের শিংয়ের মতো শিং গজাতে পারে, তবেই আমি তোমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষা করব। আর যদি বক্ষ তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তুমি আমার ভাই নও।
২১ আর যদি নেকড়েরা মেষশাবকদের সঙ্গে এমনভাবে শান্তি স্থাপন করে যে তারা তাদের গ্রাস করবে না বা তাদের ওপর অত্যাচার করবে না, এবং যদি তাদের অন্তর তাদের প্রতি মঙ্গলের জন্য থাকে, তবে তোমার প্রতি আমার অন্তরেও শান্তি থাকবে।
২২ আর যদি সিংহ বলদের বন্ধু হয় ও তার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করে, এবং তার সঙ্গে এক জোয়ালে বাঁধা পড়ে ও তার সঙ্গে লাঙ্গল চালায়, তবে আমি তোমার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করব।
২৩ আর যখন কাকটি রাসার মতো সাদা হয়ে যাবে, তখন জানবে যে, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি এবং তোমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করব। তোমাকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে, তোমার পুত্রদেরও সমূলে উৎপাটিত করা হবে এবং তোমার জন্য কোনো শান্তি থাকবে না।
২৪ আর যাকোব যখন দেখলেন যে, তিনি তাকে হত্যা করার জন্য অন্তরে ও সর্বান্তকরণে তার প্রতি অত্যন্ত মন্দপ্রবণ ছিলেন, এবং তিনি সেই বন্য শূকরের মতো লাফিয়ে আসছিলেন, যা বিদ্ধ হয়ে হত্যাকারী বর্শার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তা থেকে পিছু হটে না;
২৫ তখন তিনি নিজের লোকদের ও তাঁর দাসদের বললেন, যেন তারা তাঁকে এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গীকে আক্রমণ করে।

অধ্যায় ৩৮

১ এরপর যিহূদা তার পিতা যাকোবের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে বললেন, 'পিতা, আপনার ধনুক বাঁকান, আপনার তীর নিক্ষেপ করুন এবং প্রতিপক্ষকে পরাস্ত ও বধ করুন; আপনিই শক্তি লাভ করুন, কারণ আমরা আপনার ভাইকে বধ করব না; কেননা সে আপনারই মতো, এবং আপনার অনুরূপ হওয়ায় আসুন আমরা তাকে এই সম্মান দিই।'
২ তখন যাকোব তাঁর ধনুক বাঁকিয়ে তীর ছুঁড়ে মারলেন এবং তা তাঁর ভাই এষৌর ডান বুকে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করলেন।
৩ আর তিনি আবার একটি তীর নিক্ষেপ করে অরামীয় আদোরানের বাম বক্ষে আঘাত করলেন, এবং তাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে হত্যা করলেন।
৪ তখন যাকোবের পুত্রেরা, তারা ও তাদের দাসেরা, মিনারটির চার দিকে দলে দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।
৫ আর যিহূদা সবার আগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে নপ্তলী ও গাদ এবং পঞ্চাশজন দাস দুর্গটির দক্ষিণ দিক দিয়ে গেলেন; আর তাঁরা সামনে যাঁদেরই পেলেন, তাঁদের সকলকেই হত্যা করলেন; তাঁদের একজনও রক্ষা পেল না।
৬ আর লেবি, দান ও আশের দুর্গের পূর্ব দিক দিয়ে গেলেন এবং তাঁদের সঙ্গে পঞ্চাশ জন লোক ছিল, আর তাঁরা মোয়াব ও অম্মোনের যোদ্ধাদের হত্যা করলেন।
৭ আর রূবেন, ইষখর ও সবূলন দুর্গের উত্তর দিক দিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁদের সঙ্গে পঞ্চাশ জন লোক ছিল; তাঁরা পলেষ্টীয়দের যোদ্ধাদের হত্যা করলেন।
৮ আর শিমিয়োন, বিন্যামীন ও রূবেনের পুত্র হনোক সেই দুর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে গেলেন এবং তাঁদের সঙ্গে পঞ্চাশ জন লোক ছিল। তাঁরা ইদোম ও হোরীয়দের মধ্য থেকে চারশো জন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে হত্যা করলেন; এবং ছয়শো জন পালিয়ে গেল। এষৌর চার পুত্রও তাদের সঙ্গে পালিয়ে গেল এবং অদুরম পাহাড়ের উপর তাদের পিতাকে নিহত অবস্থায় ফেলে রেখে গেল।
৯ আর যাকোবের পুত্রেরা সীয়ীর পর্বতমালা পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। যাকোব অদুরাম অন্তর্গত এক পর্বতের উপরে তাঁর ভাইকে কবর দিয়ে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন।
১০ আর যাকোবের বংশধরেরা সীয়ীর পর্বতমালায় এষৌর বংশধরদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল এবং ঘাড় নত করে তাদের দাস হয়ে গেল।
১১ আর তারা তাদের পিতার কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল যে, তারা তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে, নাকি তাদের হত্যা করবে।
১২ আর যাকোব তাঁর পুত্রদের কাছে শান্তি স্থাপন করার জন্য বার্তা পাঠালেন; এবং তারা তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করল ও তাদের উপর দাসত্বের জোয়াল চাপিয়ে দিল, ফলে তারা যাকোব ও তাঁর পুত্রদেরকে সর্বদা কর প্রদান করত।
১৩ আর তিনি মিশরে নেমে যাওয়ার দিন পর্যন্ত তারা যাকোবকে কর দিতে থাকল।
১৪ আর যাকোবের বারো পুত্র ইদোমের সন্তানদের উপর যে দাসত্বের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে তারা আজ পর্যন্তও মুক্ত হয়নি।
১৫ আর এরাই সেই রাজা, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের উপর [আজ পর্যন্ত] ইদোম দেশে অন্য কোনো রাজার রাজত্ব করার পূর্বে রাজত্ব করতেন।
১৬ আর বেওরের পুত্র বালাক ইদোমে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর নগরের নাম ছিল দানাবা।
১৭ আর বালাক মারা গেলে, বোসেরের জারার পুত্র যোবাব তাঁর স্থলে রাজত্ব করতে লাগলেন।
১৮ আর যোবাব মারা গেলে, তেমেন দেশের অশম তাঁর স্থলে রাজত্ব করতে লাগলেন।

১৯ আর আসম মারা গেলে, বারাদের পুত্র আদাত, যিনি মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে হত্যা করেছিলেন, তাঁর স্থলে রাজত্ব করতে লাগলেন এবং তাঁর নগরের নাম হল অবীৎ।
২০ আর আদাৎ মারা গেলে, আমাসেকা বংশের সালমান তার স্থলে রাজত্ব করতে শুরু করলেন।
২১ আর সালমান মারা গেলে, নদীর তীরের রাবোথের শৌল তাঁর স্থলে রাজত্ব করতে লাগলেন।
২২ আর শৌল মারা গেলে, অখবোরের পুত্র বা'এলুনান তাঁর স্থলে রাজত্ব করতে লাগলেন।
২৩ আর আখবোরের পুত্র বা'এলুনান মারা গেলেন এবং তাঁর স্থলে আদাথ রাজত্ব করলেন; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মৈতাবীৎ, যিনি ছিলেন মাতারাতের কন্যা এবং মেতাবেদযাবের বংশধর।
২৪ এদোম দেশে রাজত্বকারী রাজারা হলেন এঁরা।

অধ্যায় ৩৯

১ আর যাকোব তাঁর পিতার প্রবাসকাল কনান দেশে বাস করতেন। এইগুলি যাকোবের বংশাবলী।
২ আর যোষেফের বয়স যখন সতেরো বছর, তখন লোকেরা তাঁকে মিশর দেশে নিয়ে গেল এবং ফরৌণের নপুংসক ও প্রধান রাঁধুনি পটিফর তাঁকে কিনে নিলেন।
৩ আর তিনি যোষেফকে তাঁর সমস্ত পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন এবং যোষেফের কারণে সেই মিশরীয় পরিবারের উপর প্রভুর আশীর্বাদ বর্ষিত হলো, আর প্রভু তাঁর সমস্ত কাজে তাঁকে সমৃদ্ধি দান করলেন।
৪ আর সেই মিশরীয় লোকটি সমস্ত কিছু যোসেফের হাতে সঁপে দিল; কারণ সে দেখেছিল যে, সদাপ্রভু তার সঙ্গে আছেন এবং তিনি যা কিছু করেন, সে সবেতেই সদাপ্রভু তাকে সফল করেন।
৫ আর যোষেফের চেহারা ছিল সুশ্রী [এবং তাঁর চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর], এবং তাঁর মনিবের স্ত্রী চোখ তুলে যোষেফকে দেখলেন, আর তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন ও তাঁর সঙ্গে শয়ন করার জন্য মিনতি করলেন।
৬ কিন্তু তিনি তাঁর প্রাণ সমর্পণ করলেন না, এবং তিনি প্রভুকে ও তাঁর পিতা যাকোবের সেই বাক্যসমূহ স্মরণ করলেন, যা তিনি অব্রাহামের বাণী থেকে পাঠ করতেন—যে, কোনো পুরুষেরই স্বামী আছে এমন নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা উচিত নয়; কারণ তার জন্য স্বর্গে পরমেশ্বরের সামনে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, এবং সেই পাপ প্রভুর সামনে অনন্তকালীন পুস্তকে তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লিপিবদ্ধ থাকবে।
৭ আর যোসেফ সেই কথাগুলো স্মরণ করলেন এবং তার সঙ্গে শয়ন করতে অস্বীকার করলেন।
৮ আর সে এক বছর ধরে তাঁর কাছে অনুনয়-বিনয় করল, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না এবং তাঁর কথা শুনলেন না।
৯ কিন্তু সে তাকে নিজের সঙ্গে শয়ন করতে বাধ্য করার জন্য ঘরের ভেতরেই জড়িয়ে ধরে শক্ত করে চেপে ধরল, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে শক্ত করে ধরে রাখল; কিন্তু সে তার পোশাকটি তার হাতে রেখে দরজা ভেঙে তার চোখের সামনে থেকে পালিয়ে গেল।
১০ আর সেই নারী দেখল যে, লোকটি তার সঙ্গে শয়ন করতে রাজি হচ্ছে না, তাই সে তার প্রভুর সামনে তার নিন্দা করে বলল, 'তোমার সেই ইব্রীয় দাস, যাকে তুমি ভালোবাসো, সে আমার সঙ্গে শয়ন করার জন্য আমাকে জোর করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি যখন চিৎকার করলাম, তখন সে পালিয়ে গেল এবং আমি তাকে ধরে রাখলেও তার পোশাক আমার হাতেই ফেলে রেখে দরজা ভেঙে বেরিয়ে গেল।'
১১ আর সেই মিশরীয় লোকটি যোসেফের পোশাক ও ভাঙা দরজা দেখে এবং তার স্ত্রীর কথা শুনে, যোসেফকে সেই কারাগারে নিক্ষেপ করল, যেখানে রাজার বন্দী করে রাখা কয়েদিদের রাখা হতো।
১২ আর তিনি সেই কারাগারেই ছিলেন; এবং সদাপ্রভু কারারক্ষীদের প্রধানের দৃষ্টিতে যোষেফকে অনুগ্রহ ও তাঁর প্রতি করুণা করলেন, কারণ তিনি দেখলেন যে সদাপ্রভু তাঁর সঙ্গে আছেন এবং তিনি যা কিছু করেন, সদাপ্রভু সে সবেতেই সাফল্য দান করেন।
১৩ আর তিনি সমস্ত কিছু তাঁর হাতে সঁপে দিলেন, এবং কারারক্ষীদের প্রধান তাঁর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে বিষয়ে কিছুই জানত না; কেননা যোসেফই সমস্ত কাজ করতেন এবং সদাপ্রভু তা সিদ্ধ করতেন।
১৪ আর তিনি সেখানে দুই বছর থাকলেন। সেই দিনগুলিতে মিশরের রাজা ফরৌণ তাঁর দুই নপুংসক, প্রধান পানপাত্রবাহক ও প্রধান রুটি প্রস্তুতকারকের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং যে কারাগারে যোষেফকে রাখা হয়েছিল, সেই কারাগারে তিনি তাদেরকে প্রধান রাঁধুনির বাড়িতে বন্দী করে রাখলেন।
১৫ আর কারারক্ষীদের প্রধান যোষেফকে তাদের সেবা করার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং তিনি তাদের সামনে সেবা করতেন।
১৬ আর প্রধান পানপাত্রবাহক ও প্রধান রুটি প্রস্তুতকারক—এই দুজনই একটি স্বপ্ন দেখলেন এবং যোসেফকে তা বললেন।
১৭ আর তিনি তাদের কাছে যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাদের সাথে ঠিক তেমনই ঘটল; এবং ফেরাউন প্রধান পানপাত্রবাহককে তার পদে পুনর্বহাল করলেন ও প্রধান রুটি প্রস্তুতকারককে হত্যা করলেন, যেমন যোসেফ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন।
১৮ কিন্তু প্রধান পানপাত্রবাহক কারাগারে যোষেফকে ভুলে গেল, যদিও তার কী ঘটবে সে বিষয়ে সে তাকে আগেই জানিয়েছিল; এবং যোষেফ তাকে কীভাবে বলেছিল, তা ফরৌণকে জানাতেও সে মনে রাখল না, কারণ সে ভুলেই গিয়েছিল।

অধ্যায় ৪০

১ আর সেই দিনগুলিতে ফরৌণ এক রাতেই সারা দেশে আসন্ন এক দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি ঘুম থেকে জেগে মিশরের সমস্ত স্বপ্নব্যাখ্যাকারী ও যাদুকরদের ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে তাঁর দেখা দুটি স্বপ্নের কথা বললেন, কিন্তু তাঁরা সেগুলির অর্থ বলতে পারলেন না।

২ তখন প্রধান পানপাত্রবাহকের যোসেফের কথা মনে পড়ল এবং তিনি রাজার কাছে তাঁর বিষয়ে বললেন। তিনি তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এলেন এবং রাজার সামনে তাঁর দেখা দুটি স্বপ্নের কথা বললেন।
৩ আর তিনি ফরৌণের সামনে বললেন যে, তাঁর দুটি স্বপ্ন আসলে একই ছিল এবং তিনি তাঁকে বললেন: 'সাত বছর আসবে যখন মিশরের সমস্ত দেশে প্রাচুর্য থাকবে, এবং তার পরে সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে, এমন দুর্ভিক্ষ যা সারা দেশে আগে কখনও হয়নি।'
৪ আর এখন ফরৌণ মিশরের সমস্ত দেশে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করুন, এবং তারা যেন প্রাচুর্যের বছরগুলোতে প্রত্যেক শহরে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে; তাহলে সাত বছরের দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য থাকবে এবং সেই দুর্ভিক্ষে দেশ ধ্বংস হবে না, কারণ তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।
৫ আর সদাপ্রভু ফরৌণের দৃষ্টিতে যোষেফকে অনুগ্রহ ও করুণা করলেন এবং ফরৌণ তাঁর দাসদের বললেন, 'আমরা এই ব্যক্তির মতো এমন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক আর পাব না, কেননা সদাপ্রভুর আত্মা তাঁর সঙ্গে আছেন।'
৬ আর তিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত রাজ্যে দ্বিতীয় পদে নিযুক্ত করলেন এবং সমগ্র মিশরের উপর কর্তৃত্ব দিলেন, আর ফরৌণের দ্বিতীয় রথে তাঁকে আরোহণ করালেন।
৭ আর তিনি তাঁকে বাইসাস বস্ত্র পরিধান করালেন, তাঁর গলায় একটি সোনার হার পরিয়ে দিলেন এবং (একজন ঘোষক) তাঁর সামনে 'এল এল ওয়া আবিরের' বলে ঘোষণা করলেন, তাঁর হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে তাঁর সমস্ত পরিবারের উপর শাসক নিযুক্ত করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে বললেন, 'কেবল সিংহাসনেই আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হব।'
৮ আর যোসেফ সমগ্র মিশর দেশের উপর রাজত্ব করতেন, এবং ফরৌণের সমস্ত অধ্যক্ষ ও তাঁর সকল দাস-দাসী ছিল। যারা রাজার কাজ করত, তারা সকলেই তাঁকে ভালোবাসত; কারণ তিনি সরলতার সঙ্গে চলতেন; তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার বা ঔদ্ধত্য ছিল না, তিনি কোনো ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত করতেন না এবং কোনো উপহার গ্রহণ করতেন না; কিন্তু তিনি দেশের সমস্ত লোকের বিচার সরলতার সঙ্গে করতেন।
৯ আর যোষেফের কারণে ফরৌণের দৃষ্টিতে মিশর দেশে শান্তি বিরাজ করছিল; কেননা সদাপ্রভু তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁরা তাঁকে চিনত ও যাঁরা তাঁর বিষয়ে শুনেছিল, তাঁদের সকলের সামনে তিনি তাঁর সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁকে অনুগ্রহ ও করুণা দান করেছিলেন। ফরৌণের রাজ্য সুশৃঙ্খল ছিল এবং সেখানে কোনো শয়তান বা দুষ্ট ব্যক্তি ছিল না।
১০ আর রাজা যোষেফের নাম রাখলেন শফন্তিফন্স এবং যোষেফের স্ত্রী হিসেবে দিলেন হেলিওপোলিসের যাজক ও প্রধান রাঁধুনি পটিফরের কন্যাকে।
১১ আর যেদিন যোসেফ ফেরাউনের সামনে দাঁড়ালেন, সেদিন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর।
১২ আর সেই বছর ইসহাক মারা গেলেন। এবং যোসেফ তাঁর দুটি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই ঘটল; সমগ্র মিশর দেশে সাত বছর ধরে প্রচুর ফসল হয়েছিল এবং মিশর দেশ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছিল, এক পরিমাপ থেকে আঠারোশো পরিমাপ ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল।
১৩ আর যোসেফ প্রত্যেক শহরে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে লাগলেন, যতক্ষণ না শহরগুলো শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেল; এত বিপুল পরিমাণ শস্যের কারণে তা গণনা করা ও পরিমাপ করা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

অধ্যায় ৪১

১ আর পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীতে, দ্বিতীয় সপ্তাহে ও দ্বিতীয় বছরে, যিহূদা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এরের জন্য অরামের বংশের মধ্য থেকে তামার নামে এক স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন।
২ কিন্তু সে তাকে ঘৃণা করত এবং তার সঙ্গে শয়ন করল না, কারণ তার মা ছিলেন কনানীয় বংশের কন্যা এবং সে তার মায়ের আত্মীয় বংশের কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার পিতা যিহূদা তাকে অনুমতি দেননি।
৩ আর যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর দুষ্ট ছিল, এবং সদাপ্রভু তাকে বধ করলেন।
৪ তখন যিহূদা তার ভাই ওনানকে বললেন, 'তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে যাও এবং তার প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য পালন কর, আর তোমার ভাইয়ের জন্য বংশধর উৎপন্ন কর।'
৫ আর ওনান জানত যে, সেই বীজ তার হবে না, বরং কেবল তার ভাইয়েরই হবে; তাই সে তার ভাইয়ের স্ত্রীর ঘরে ঢুকে মাটিতে সেই বীজ ছিটিয়ে দিল। এতে সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হল এবং তিনি তাকে বধ করলেন।
৬ আর যিহূদা তার পুত্রবধূ তামারকে বললেন, 'আমার পুত্র শেলাহ বড় না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পিতার বাড়িতে বিধবার মতো থাকো, তারপর আমি তোমাকে তার সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে দেব।'
৭ আর তিনি বড় হলেন; কিন্তু যিহূদার স্ত্রী বেদশুয়েল তাঁর পুত্র শেলহকে বিবাহ করতে দিলেন না। আর যিহূদার স্ত্রী বেদশুয়েল এই সপ্তাহের পঞ্চম বছরে মারা গেলেন।
৮ আর ষষ্ঠ বছরে যিহূদা তিম্নায় তাঁর মেষপালের লোম কাটতে গেলেন। [২১৬৯ এএম] আর তারা তামারকে বলল: 'দেখো, তোমার শ্বশুর তাঁর মেষপালের লোম কাটতে তিম্নায় যাচ্ছেন।'
৯ আর তিনি তাঁর বিধবার পোশাক খুলে ফেললেন, একটি ঘোমটা পরলেন, নিজেকে সাজালেন এবং তিম্না যাওয়ার পথের সংলগ্ন ফটকে বসলেন।
১০ আর যিহূদা যেতে যেতে সেই মহিলাকে দেখতে পেলেন এবং তাকে বেশ্যা বলে মনে করে বললেন, 'আমাকে তোমার কাছে আসতে দাও।' তখন সেই মহিলা তাঁকে বললেন, 'ভিতরে আসুন,' আর তিনি ভিতরে গেলেন।
১১ তখন সে তাঁকে বলল, 'আমাকে আমার পারিশ্রমিক দিন।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার হাতে এই আংটি, এই হার ও এই লাঠি ছাড়া আর কিছুই নেই।'
১২ তখন সে তাঁকে বলল, 'তুমি আমার পারিশ্রমিক না পাঠানো পর্যন্ত এগুলো আমাকে দাও।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমি তোমার জন্য একটি ছাগলছানা পাঠাব।' এরপর তিনি সেগুলো তাঁকে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, আর তিনি তাঁর দ্বারা গর্ভবতী হলেন।

১৩ আর যিহূদা তার মেষপালের কাছে গেলেন এবং সে তার পিতার বাড়িতে চলে গেল।
১৪ আর যিহূদা তার অদুল্লামীয় মেষপালকের হাতে একটি ছাগলছানা পাঠালেন, কিন্তু তিনি সেটিকে খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি সেই স্থানের লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে যে বেশ্যাটি ছিল, সে কোথায়?' তারা তাঁকে বলল, 'আমাদের সঙ্গে এখানে কোনো বেশ্যা নেই।'
১৫ আর তিনি ফিরে এসে তাঁকে জানালেন যে, তিনি তাকে খুঁজে পাননি। তিনি বললেন, 'আমি এখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর তারা আমাকে বলেছে, "এখানে কোনো বেশ্যা নেই।"'
১৬ আর তিনি বললেন, 'তাকে এগুলো রাখতে দাও, পাছে আমরা উপহাসের পাত্র হই।' আর যখন তার তিন মাস পূর্ণ হলো, তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে গর্ভবতী। তখন তারা যিহূদাকে বলল, 'দেখো, তোমার পুত্রবধূ তামার ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়েছে।'
১৭ তখন যিহূদা তার পিতার বাড়িতে গিয়ে তাকে ও তার ভাইদেরকে বললেন, 'তাকে বাইরে নিয়ে এসো এবং তাকে পুড়িয়ে মারো, কারণ সে ইস্রায়েলের মধ্যে অশুচিতা করেছে।'
১৮ আর যখন তারা তাকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য বাইরে নিয়ে এল, তখন সে তার শ্বশুরকে আংটি, হার ও লাঠিটি এই বলে পাঠাল: 'এগুলো কার, তা নির্ণয় করুন; কেননা তাঁর দ্বারাই আমি গর্ভবতী।'
১৯ তখন যিহূদা তা স্বীকার করে বলল, 'তামার আমার চেয়ে অধিক ধার্মিক।'
২০ আর সেইজন্য তারা যেন তাকে পুড়িয়ে না ফেলে। আর সেই কারণে তাকে শেলার হাতে তুলে দেওয়া হয়নি এবং সে আর তার কাছে যায়নি।
২১ আর তার পরে, এই দ্বিতীয় সপ্তাহের সপ্তম বছরে তিনি পেরেস ও সেরাহ নামে দুই পুত্র প্রসব করলেন।
২২ আর অতঃপর সেই সাত বছরের ফলপ্রসূতা পূর্ণ হলো, যে বিষয়ে যোসেফ ফরৌণের কাছে বলেছিলেন।
২৩ আর যিহূদা স্বীকার করল যে, সে যে কাজ করেছিল তা মন্দ ছিল, কারণ সে তার পুত্রবধূর সঙ্গে শয়ন করেছিল; এবং সে এই কাজকে নিজের চোখে ঘৃণ্য বলে গণ্য করল। সে আরও স্বীকার করল যে, সে সীমা লঙ্ঘন করেছে ও বিপথে গেছে, কারণ সে তার পুত্রের বস্ত্র অনাবৃত করেছিল, এবং নিজের এই সীমার লঙ্ঘনের জন্য সে সদাপ্রভুর সামনে বিলাপ করতে ও মিনতি করতে শুরু করল।
২৪ আর আমরা স্বপ্নে তাকে বললাম যে, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ সে আকুলভাবে মিনতি করেছিল ও অনুশোচনা করেছিল এবং সেই ভুল আর করেনি।
২৫ আর সে ক্ষমা লাভ করল, কারণ সে তার পাপ ও অজ্ঞতা থেকে ফিরে এসেছিল; কেননা সে আমাদের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ করেছিল; আর যে কেউ এমন কাজ করে, যে তার শাশুড়ির সঙ্গে শয়ন করে, তাকে যেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়, যেন সে সেখানেই দগ্ধ হয়, কারণ তাদের উপরে অশুচিতা ও কলুষতা রয়েছে, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক।
২৬ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের এই আদেশ দাও যেন তাদের মধ্যে কোনো অশুচিতা না থাকে; কেননা যে কেউ তার পুত্রবধূ বা শাশুড়ির সঙ্গে শয়ন করে, সে অশুচিতা করেছে; যে পুরুষ তার সঙ্গে শয়ন করেছে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক, এবং একইভাবে সেই নারীকেও, আর তাহলে তিনি ইস্রায়েল থেকে ক্রোধ ও শাস্তি ফিরিয়ে নেবেন।
২৭ আর আমরা যিহূদাকে বললাম যে, তার দুই পুত্র তার সঙ্গে শয়ন করেনি, এবং এই কারণেই তার বংশ দ্বিতীয় পুরুষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও উৎপাটিত হবে না।
২৮ কারণ সে একনিষ্ঠ দৃষ্টিতে গিয়ে শাস্তির সন্ধান করেছিল; অর্থাৎ, অব্রাহামের বিধান অনুসারে, যা তিনি তাঁর পুত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন, যিহূদা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

অধ্যায় ৪২

১ আর পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীর প্রথম বছরে দেশে দুর্ভিক্ষ আসতে শুরু করল, এবং পৃথিবীতে বৃষ্টি নামল না, কারণ এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ল না।
২ আর পৃথিবী অনুর্বর হয়ে গেল, কিন্তু মিশর দেশে খাদ্য ছিল, কেননা যোসেফ প্রাচুর্যের সাত বছর ধরে দেশের বীজ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করেছিলেন।
৩ আর মিশরীয়রা যোসেফের কাছে এলো যেন তিনি তাদের খাবার দেন, এবং তিনি প্রথম বছরের শস্য রাখা ভাণ্ডারগুলো খুলে তা দেশের লোকদের কাছে সোনার বিনিময়ে বিক্রি করলেন।
৪ তখন কনান দেশে দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল, এবং যাকোব শুনলেন যে মিশরে খাদ্য আছে। তাই তিনি তাঁর দশ পুত্রকে মিশর থেকে তাঁর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পাঠালেন; কিন্তু বিন্যামীনকে পাঠালেন না, এবং যাকোবের দশ পুত্র মিশরে গমনকারীদের মধ্যে পৌঁছালেন।
৫ আর যোসেফ তাদের চিনতে পারলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। তখন তিনি তাদের সঙ্গে কথা বললেন ও প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি গুপ্তচর নও এবং দেশের প্রবেশপথগুলো পর্যবেক্ষণ করতে আসোনি?' এরপর তিনি তাদের পাহারায় রাখলেন।
৬ এরপর তিনি তাদের আবার মুক্ত করে দিলেন এবং শিমিয়োনকে একা আটকে রেখে তার নয় ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন।
৭ আর তিনি তাদের থলেগুলো শস্য দিয়ে পূর্ণ করলেন এবং তাদের সোনাও তাদের থলেতে রেখে দিলেন, কিন্তু তারা তা জানতে পারল না।
৮ আর তিনি তাদেরকে তাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন, কারণ তারা তাঁকে বলেছিল যে তাদের বাবা ও ছোট ভাই জীবিত আছে।
৯ আর তাঁরা মিশর দেশ থেকে যাত্রা করে কনান দেশে আসলেন; এবং তাঁদের সাথে যা যা ঘটেছিল, সেই সমস্ত কিছু তাঁরা তাঁদের পিতাকে জানালেন; আর জানালেন, কীভাবে দেশের অধিপতি তাঁদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করেছিলেন এবং বিন্যামীনকে হাজির না করা পর্যন্ত শিমিয়োনকে বন্দী করেছিলেন।
১০ তখন যাকোব বললেন, 'তোমরা আমাকে আমার সন্তানদের থেকে বঞ্চিত করেছ! যোষেফ নেই, শিমিয়োনও

নেই, আর তোমরা বিন্যামীনকে নিয়ে যাবে। তোমাদের এই দুষ্টতা আমার উপরেই এসেছে।'
১১ তখন তিনি বললেন, 'আমার ছেলে তোমাদের সঙ্গে যাবে না, পাছে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে; কারণ তাদের মা দুটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন মারা গেছে এবং তোমরা এই ছেলেটিকেও আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। যদি পথে তার জ্বর হয়, তবে তোমরা আমার বার্ধক্যকে শোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।'
১২ কারণ তিনি দেখলেন যে, প্রত্যেকের টাকা তার থলেতেই ফেরত দেওয়া হয়েছে, আর এই কারণেই তিনি তাকে পাঠাতে ভয় পেলেন।
১৩ আর কনান দেশে এবং মিশর দেশ ছাড়া অন্য সকল দেশে দুর্ভিক্ষ বেড়ে গিয়ে তীব্র আকার ধারণ করল; কারণ মিশরীয়দের বহু সন্তান যোষেফকে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর জন্য বীজ সংগ্রহ করে ভাণ্ডারে রাখতে ও সংরক্ষণ করতে দেখার সময় থেকেই খাদ্যের জন্য তাদের বীজ সঞ্চয় করে রেখেছিল।
১৪ আর মিশরের লোকেরা তাদের দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তা দিয়েই জীবনধারণ করত।
১৫ কিন্তু ইস্রায়েল যখন দেখলেন যে দেশে দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও এবং আমাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করো, যেন আমরা মারা না যাই।'
১৬ তখন তারা বলল, 'আমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই সঙ্গে না গেলে আমরা যাব না।'
১৭ আর ইস্রায়েল দেখলেন যে, যদি তিনি তাঁকে তাদের সঙ্গে না পাঠান, তবে দুর্ভিক্ষের কারণে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।
১৮ তখন রূবেন বলল, 'তাকে আমার হাতে দিন, আর যদি আমি তাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে না আনি, তবে তার প্রাণের পরিবর্তে আমার দুই পুত্রকে হত্যা করুন।'
১৯ তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'সে তোমার সঙ্গে যাবে না।' তখন যিহূদা কাছে এসে বলল, 'তাকে আমার সঙ্গে পাঠান, আর যদি আমি তাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে আমার সারা জীবন আমি আপনার সামনে এর দায়ভার বহন করব।'
২০ আর তিনি এই সপ্তাহের দ্বিতীয় বছরে, মাসের প্রথম দিনে, তাঁকে তাদের সঙ্গে পাঠালেন; এবং যারা গিয়েছিল, তাদের সকলের সঙ্গে তাঁরা মিশর দেশে আসলেন। তাঁদের হাতে উপহার হিসেবে ছিল স্ট্যাক্টে, বাদাম, তেরেবিন্থ বাদাম এবং খাঁটি মধু।
২১ তখন তারা গিয়ে যোসেফের সামনে দাঁড়ালেন, এবং তিনি তাঁর ভাই বিন্যামীনকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি তাদের বললেন, 'এ কি তোমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই?' তারা তাঁকে বলল, 'হ্যাঁ, এ-ই।' তখন তিনি বললেন, 'প্রভু তোমার প্রতি কৃপা করুন, আমার পুত্র!'
২২ আর তিনি তাঁকে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন এবং শিমিয়োনকে তাদের কাছে বাইরে নিয়ে এলেন। তিনি তাদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করলেন এবং তারা নিজেদের হাতে করে আনা উপহারটি তাঁকে নিবেদন করল।
২৩ আর তারা তাঁর সামনে ভোজন করল এবং তিনি তাদের প্রত্যেককে অংশ দিলেন, কিন্তু বিন্যামীনদের অংশ তাদের সকলের অংশের চেয়ে সাত গুণ বেশি ছিল।
২৪ আর তারা আহার ও পান করল এবং উঠে নিজেদের গাধাগুলোর সঙ্গেই থাকল।
২৫ আর যোসেফ তাদের মনের কথা জানার জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন, যেন তারা জানতে পারে যে তাদের মধ্যে শান্তির ভাবনা বিরাজ করছে কি না। তিনি তাঁর বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, 'তাদের সকলের থলে খাবার দিয়ে ভরে দাও, তাদের টাকা তাদের পাত্রে ফিরিয়ে দাও, এবং আমার যে রুপোর পেয়ালা দিয়ে আমি পান করি, সেটি সবচেয়ে ছোটজনের থলেতে রেখে দাও আর তাদের বিদায় করে দাও।'

অধ্যায় ৪৩

১ আর তিনি যোসেফের কথামতোই কাজ করলেন; তিনি তাদের সকলের থলে খাবার দিয়ে ভরে দিলেন, তাদের টাকাও থলেতে রাখলেন এবং পেয়ালাটি বিন্যামীনের থলেতে রেখে দিলেন।
২ আর খুব ভোরে তারা চলে গেল। তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর, যোসেফ তার বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, 'তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে গিয়ে ধরো এবং বলো, "তোমরা ভালোর বদলে আমাকে মন্দ দিয়েছ; আমার প্রভু যে রুপোর পেয়ালা থেকে পান করেন, তা তোমরা আমার কাছ থেকে চুরি করেছ।" আর তাদের সবচেয়ে ছোট ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো এবং আমি আমার বিচারকাসনে যাওয়ার আগেই তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'
৩ আর তিনি তাদের পিছনে দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে এই কথাগুলো বললেন।
৪ তখন তারা তাঁকে বলল, 'ঈশ্বর না করুন যে আপনার দাসেরা এমন কাজ করুক, আর আপনার প্রভুর গৃহ থেকে কোনো বাসনপত্র এবং সেই টাকাও চুরি করুক, যা আমরা প্রথমবার আমাদের থলেতে পেয়েছিলাম; আমরা, আপনার দাসেরা, কনান দেশ থেকে তা ফিরিয়ে এনেছিলাম।'
৫ তবে আমরা কী করে কোনো বাসনপত্র চুরি করব? দেখো, আমরা এখানে আমাদের থলেগুলোসহ তল্লাশি চালাচ্ছি, এবং আমাদের মধ্যে যে কোনো লোকের থলের মধ্যে তুমি যে পেয়ালা পাবে, তাকে হত্যা করা হবে, আর আমরা ও আমাদের গাধাগুলো তোমার প্রভুর সেবা করব।'
৬ আর তিনি তাদের বললেন, 'না, তেমন নয়; আমি যার কাছে থাকব, কেবল তাকেই দাস হিসেবে নেব এবং তোমরা শান্তিতে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে।'
৭ আর তিনি যখন তাদের পাত্রগুলোতে জ্যেষ্ঠতম থেকে শুরু করে কনিষ্ঠতম পর্যন্ত খুঁজছিলেন, তখন সেটি বিন্যামীন-এর থলেতে পাওয়া গেল।
৮ তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, গাধাগুলোর উপর মালপত্র চাপিয়ে নিলেন এবং শহরে ফিরে এসে যোসেফের বাড়িতে উপস্থিত হলেন; আর সকলে তাঁর সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করলেন।

৯ তখন যোসেফ তাদের বললেন, 'তোমরা মন্দ কাজ করেছ।' তারা বলল, 'আমরা কী বলব এবং কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করব? আমাদের প্রভু তাঁর দাসদের অপরাধ স্বীকার করেছেন; দেখুন, আমরা আমাদের প্রভুর দাস, এবং আমাদের গাধাগুলোও।'
১০ তখন যোসেফ তাদের বললেন, 'আমিও সদাপ্রভুকে ভয় করি; তোমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও এবং তোমাদের ভাইকে আমার দাস হতে দাও, কারণ তোমরা মন্দ কাজ করেছ। তোমরা কি জান না যে, মানুষ যেমন এই পেয়ালা নিয়ে আনন্দ করে, তেমনি নিজের পেয়ালা নিয়েও আনন্দ করে? অথচ তোমরা তা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ।'
১১ তখন যিহূদা বলল: 'হে আমার প্রভু, আমি মিনতি করি, আপনার দাস আপনার কানে একটি কথা বলুক। আপনার দাসের মা আমাদের পিতার জন্য দুই ভাইকে জন্ম দিয়েছিলেন; তাদের মধ্যে একজন চলে গিয়ে হারিয়ে গেছে এবং তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার মায়ের মধ্যে কেবল সে-ই একা রয়ে গেছে। আপনার দাস আমাদের পিতা তাকে ভালোবাসেন এবং তার জীবনও এই বালকটির জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'
১২ আর এমন ঘটবে যে, যখন আমরা তোমার দাস আমাদের পিতার কাছে যাব, তখন বালকটি আমাদের সঙ্গে থাকবে না; তখন সে মারা যাবে এবং আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের পিতাকে মৃত্যুর নতজানু করব।
১৩ এখন বরং তোমার এই দাসকে, ছেলেটির পরিবর্তে আমার প্রভুর কাছে ক্রীতদাস হিসেবে থাকতে দাও এবং বালকটিকে তার ভাইদের সঙ্গে যেতে দাও; কারণ আমি তোমার দাস আমাদের পিতার কাছে তার জন্য জামিন হয়েছিলাম; আর যদি আমি তাকে ফিরিয়ে না আনি, তবে তোমার এই দাস চিরকালের জন্য আমাদের পিতার কাছে দোষী সাব্যস্ত হবে।'
১৪ আর যোসেফ দেখলেন যে, তাঁরা সকলে সৎকর্মে পরস্পরের সঙ্গে একমত, তাই তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না এবং তাঁদের বললেন যে, তিনিই যোসেফ।
১৫ আর তিনি হিব্রু ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং তাদের গলায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।
১৬ কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না এবং কাঁদতে লাগল। তখন তিনি তাদের বললেন, 'আমার জন্য কেঁদো না, বরং তাড়াতাড়ি আমার পিতাকে আমার কাছে নিয়ে এসো; তোমরা দেখবে যে, আমার মুখই কথা বলছে এবং আমার ভাই বিন্যামীন-এর চোখ তা দেখছে।'
১৭ কারণ দেখ, এই দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় বছর চলছে, এবং এখনও পাঁচ বছর ধরে কোনো ফসল, গাছের ফল বা চাষাবাদ হচ্ছে না।
১৮ তোমরা ও তোমাদের পরিবারবর্গ তাড়াতাড়ি নেমে এসো, যেন দুর্ভিক্ষে তোমরা বিনষ্ট না হও; আর তোমাদের ধনসম্পদের জন্য শোক কোরো না; কারণ বহু লোক যেন জীবন লাভ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য সদাপ্রভু তোমাদের আগে আমাকে পাঠিয়েছেন।
১৯ আর আমার পিতাকে বলো যে, আমি এখনও জীবিত আছি; এবং তোমরা দেখছ যে, সদাপ্রভু আমাকে ফরৌণের পিতার মতো এবং তাঁর পরিবারের ও সমগ্র মিশর দেশের শাসক নিযুক্ত করেছেন।
২০ আর আমার পিতাকে আমার সমস্ত মহিমা এবং প্রভু আমাকে যে সমস্ত ধনসম্পদ ও গৌরব দিয়েছেন, সে সবের কথা বলো।
২১ আর ফরৌণের আজ্ঞা অনুসারে তিনি তাদেরকে রথ ও পথের জন্য রসদ দিলেন এবং তাদের সকলকে বহু রঙের পোশাক ও রূপা দিলেন।
২২ আর তিনি তাদের পিতার কাছে পোশাক, রূপা ও শস্য বহনকারী দশটি গাধা পাঠিয়ে তাদের বিদায় দিলেন।
২৩ আর তারা উপরে গিয়ে তাদের পিতাকে বলল যে, যোষেফ জীবিত আছেন এবং তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতির জন্য শস্য মেপে দিচ্ছেন, আর তিনি মিশর দেশের সর্বময় শাসক।
২৪ আর তাদের পিতা তা বিশ্বাস করলেন না, কারণ তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু যোসেফের পাঠানো গাড়িগুলো দেখে তাঁর মনোবল ফিরে এল এবং তিনি বললেন: 'যোসেফ বেঁচে থাকলেই আমার জন্য যথেষ্ট; আমি মরার আগে নিচে গিয়ে তাকে দেখে আসব।'

অধ্যায় ৪৪

১ আর ইস্রায়েল তৃতীয় মাসের অমাবস্যার দিনে নিজ গৃহ থেকে হারান অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং শপথের কূপের পথ ধরে চললেন, আর সেই মাসের সপ্তম দিনে তিনি তাঁর পিতা ইসহাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন।
২ আর যাকোবের বেথেলে দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, এবং তিনি মিশরে যেতে ভয় পেলেন।
৩ আর তিনি যখন যোষেফকে তাঁর কাছে আসার জন্য খবর পাঠানোর কথা ভাবছিলেন এবং বলছিলেন যে তিনি নিচে যাবেন না, তখন তিনি সেখানে সাত দিন থাকলেন, এই আশায় যে হয়তো কোনো দর্শন পেয়ে তিনি ঠিক করতে পারবেন যে তাঁর সেখানে থাকা উচিত, নাকি নিচে যাওয়া উচিত।
৪ আর তিনি পুরনো শস্য দিয়ে প্রথম ফলের ফসল কাটার উৎসব পালন করলেন; কেননা সমস্ত কনান দেশে এক মুঠো বীজও ছিল না; কেননা দুর্ভিক্ষ সমস্ত পশু, গবাদি পশু, পাখি এবং মানুষের উপরেও চেপে বসেছিল।
৫ আর ষোড়শ তারিখে প্রভু তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে বললেন, 'যাকোব, যাকোব'; আর তিনি বললেন, 'আমি এখানে আছি।' তখন তিনি তাঁকে বললেন: 'আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহাম ও ইসহাকের ঈশ্বর; মিশরে যেতে ভয় পেয়ো না, কারণ আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে এক মহান জাতি গঠন করব। আমি তোমার সঙ্গে যাব এবং তোমাকে (আবার) উপরে তুলে আনব, আর এই দেশেই তোমাকে কবর দেওয়া হবে এবং যোষেফ তোমার চোখের উপর তাঁর হাত রাখবেন।'
৬ ভয় করো না; মিশরে নেমে যাও।
৭ তখন তাঁর পুত্রেরা ও তাঁদের নাতিরা উঠে দাঁড়াল এবং তাঁদের পিতাকে ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি গাড়ির উপর রাখল।
৮ আর ইস্রায়েল সেই তৃতীয় মাসের ষোড়শ তারিখে শপথের কূপ থেকে উঠে মিশর দেশে গমন করলেন।

৯ আর ইস্রায়েল তাঁর পুত্র যোষেফের কাছে গোশেন দেশ পরিদর্শন করার জন্য যিহূদাকে তাঁর আগে পাঠালেন; কারণ যোষেফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন যে, তারা যেন সেখানে এসে বাস করে, যেন তাঁর নিকটবর্তী থাকতে পারে।
১০ আর এই স্থানটিই ছিল মিশর দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও তাঁর নিকটবর্তী, যা সকলের ও পশুদের জন্যও উপযুক্ত ছিল।
১১ আর এইগুলি হল যাকোবের সেই পুত্রদের নাম, যারা তাদের পিতা যাকোবের সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন।
১২ রূবেন, ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র; এবং এইগুলি তাঁর পঞ্চ পুত্রের নাম—হনোক, পল্লু, হেসরোন ও কার্মি।
১৩ শিমিয়োন ও তাঁর পুত্রেরা; এবং তাঁর পুত্রদের নাম এই: যিমুয়েল, যামিন, ওহাদ, যাখিন, যোহর এবং সফ্‌থীয়া নারীর পুত্র শৌল—এই সাতজন।
১৪ লেবি ও তার পুত্রগণ; এবং তার পুত্রদের নাম এই: গের্শোন, কোহাথ ও মেরারি—চারজন।
১৫ যিহূদা ও তার পুত্রগণ; এবং তার পুত্রদের নাম এইগুলি: শেলা, পেরেস ও সেরাহ—চারজন।
১৬ যিশখর ও তার পুত্রগণ; এবং তার পুত্রদের নাম এই: তোলা, ফুয়া, যাসুব ও শিমরোন—এই পাঁচজন।
১৭ সবূলন ও তার পুত্রগণ; এবং তার পুত্রদের নাম এই: সেরেদ, ইলোন ও যহলীল—চারজন।
১৮ আর মেসোপটেমিয়ায় লেয়ার গর্ভে যাকোবের যে ছয়জন পুত্র ও তাদের পুত্র জন্মেছিল, এবং তাদের এক বোন দীনা ও লেয়ার পুত্র ও তাদের পুত্রদের সকলে, যারা তাদের পিতা যাকোবের সঙ্গে মিশরে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ঊনত্রিশ জন, এবং তাদের পিতা যাকোব তাদের সঙ্গে থাকায় তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন।
১৯ আর যাকোবের স্ত্রী ও লেয়ার দাসী জিলপার পুত্রেরা, যিনি যাকোবের জন্য গাদ ও আশূরকে জন্ম দিয়েছিলেন।
২০ আর এইগুলি হলো তাদের পুত্রদের নাম, যারা তাঁর সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন। গাদের পুত্রেরা হলেন: সিফিয়োন, হাগ্গি, শুনি, ইজবোন, এরি, আরেলি এবং অরোদি—এই আট জন।
২১ আর আশেরের পুত্রেরা ছিল: ইম্না, ইশ্বা, ইশ্বী, বেরিয়া, সেরাহ এবং তাদের ছয় বোন।
২২ সকলে মিলে চৌদ্দ জন এবং লেয়ার সকলে মিলে চুয়াল্লিশ জন ছিল।
২৩ আর যাকোবের স্ত্রী রাহেলের পুত্রেরা হলেন: যোসেফ ও বিন্যামীন।
২৪ আর তাঁর পিতা মিশরে আসার পূর্বেই যোষেফের মিশরে তিনজন পুত্র জন্মেছিল—হে হেলিওপোলিসের যাজক পটিফরের কন্যা আসেনাথ, যাঁরা ছিলেন মনঃশে ও ইফ্রয়িম।
২৫ আর বিন্যামীন বংশের পুত্রগণ: বেলা, বেশের, অশ্ববেল, গেরা, নামান, এহি, রোশ, মুপ্পিম, হুপ্পিম এবং অর্দ-এগারো।
২৬ আর রাহেলের সকল শিষ্যের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন।
২৭ আর যাকোবের স্ত্রী রাহেলের দাসী বিলহার যে পুত্রদের তিনি জন্ম দিয়েছিলেন, তারা ছিলেন দান ও নপ্তালি।
২৮ আর এইগুলি তাদের সেই পুত্রদের নাম, যারা তাদের সঙ্গে মিশরে গিয়েছিল। দানের পুত্ররা ছিল হূশীম, সামোন, আসুদী, যিষক এবং শলোমন-ছয়।
২৯ আর যে বছর তাঁরা মিশরে প্রবেশ করলেন, সেই বছরেই তাঁরা মারা গেলেন এবং কেবল দান হুশিমই অবশিষ্ট রইল।
৩০ আর নপ্তালির পুত্রদের নাম এইগুলি—যাহসিয়েল, গুনি, যেজের, শল্লুম ও খ্।
৩১ আর দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর পরে জন্মগ্রহণকারী ঈব মিশরে মারা গেলেন।
৩২ আর রাহেলের সকল স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ জন।
৩৩ আর যাকোবের যে সমস্ত বংশধর মিশরে গিয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। এরা হলেন তাঁর সন্তান ও নাতি-নাতনি, মোট সত্তর জন; কিন্তু পাঁচজন যোষেফের আগেই মিশরে মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না।
৩৪ আর কনান দেশে যিহূদার দুই পুত্র—এর ও ওনান—মারা গেলেন; তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না; এবং ইস্রায়েল-সন্তানেরা মৃতদের কবর দিলেন, আর তাঁদের সত্তরটি পরজাতির মধ্যে গণ্য করা হলো।

অধ্যায় ৪৫

১ আর ইস্রায়েল পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীর দ্বিতীয় বছরের তৃতীয় সপ্তাহের চতুর্থ মাসের অমাবস্যায় মিশর দেশে, গোশেন দেশে প্রবেশ করল।
২ আর যোষেফ তাঁর পিতা যাকোবের সঙ্গে দেখা করতে গোশেন দেশে গেলেন এবং তাঁর পিতার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।
৩ তখন ইস্রায়েল যোষেফকে বললেন, 'যেহেতু আমি তোমাকে দেখেছি, এখন আমাকে মরতে দাও; আর এখন ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক; তিনি অব্রাহামের ও ইসহাকের ঈশ্বর, যিনি তাঁর দাস যাকোবের প্রতি তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ ফিরিয়ে নেননি।'
৪ আমি জীবিত থাকাকালীন তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করেছি, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট; হ্যাঁ, বেথেলে আমি যে দর্শন দেখেছিলাম তা সত্য। আমার প্রভু ঈশ্বর চিরকাল ধন্য হোন এবং তাঁর নামও ধন্য হোক।
৫ আর যোষেফ ও তাঁর ভাইয়েরা তাঁদের পিতার সামনে রুটি খেলেন ও দ্রাক্ষারস পান করলেন, এবং যাকোব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কারণ তিনি দেখলেন যোষেফ তাঁর ভাইদের সঙ্গে খাচ্ছেন ও তাঁর সামনে পান করছেন; এবং তিনি সর্বসৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করলেন, যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর বারো পুত্রকেও রক্ষা করেছিলেন।
৬ আর যোষেফ তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে গোশেন ও রামসেস দেশে এবং তার চারপাশের সমস্ত অঞ্চলে বসবাসের অধিকার দানস্বরূপ দিয়েছিলেন, যে অঞ্চলের উপর তিনি ফরৌণের সামনে শাসন করতেন। আর ইস্রায়েল ও তাঁর পুত্রেরা মিশরের সর্বোত্তম অংশ গোশেন দেশে বাস করতেন এবং যখন তিনি মিশরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল একশত ত্রিশ বছর।
৭ আর যোসেফ দুর্ভিক্ষের সাত বছর ধরে চলার মতো পর্যাপ্ত রুটি দিয়ে তাঁর পিতা, ভাইদের ও তাঁদের সম্পত্তি প্রতিপালন করেছিলেন।

৮ আর দুর্ভিক্ষের কারণে মিশর দেশ দুর্দশাগ্রস্ত হলো, এবং যোসেফ খাদ্যের বিনিময়ে ফরৌণের জন্য মিশরের সমস্ত দেশ অধিকার করলেন; তিনি ফরৌণের জন্য সেখানকার লোক, তাদের পশু-পাখি এবং সবকিছুর অধিকার লাভ করলেন।
৯ আর দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ণ হলো, এবং যোসেফ দেশের লোকদের অষ্টম বছরে বপন করার জন্য বীজ ও খাদ্য দিলেন, কেননা নদী মিশরের সমস্ত দেশ প্লাবিত করে দিয়েছিল।
১০ কারণ দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নদীটি উপচে পড়েনি এবং নদীর তীরে কেবল অল্প কয়েকটি স্থানেই সেচ দিয়েছিল; কিন্তু এবার তা উপচে পড়ল এবং মিশরীয়রা সেই জমিতে বীজ বপন করল, আর সেই বছর তাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হলো।
১১ আর এটা ছিল [২১৭৮ এএম]-এর প্রথম বছর, পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীর চতুর্থ সপ্তাহ।
১২ আর যোসেফ ফসলের শস্য থেকে রাজার জন্য পঞ্চমাংশ নিলেন এবং চারাংশ তাদের খাদ্য ও বীজের জন্য রেখে দিলেন; এবং যোসেফ মিশর দেশের জন্য এই নিয়মটি আজ পর্যন্ত বলবৎ রেখেছেন।
১৩ আর ইস্রায়েল মিশর দেশে সতেরো বছর বাস করলেন; তাঁর জীবদ্দশার মোট দিনগুলো ছিল তিনটি জয়ন্তী, অর্থাৎ একশত সাতচল্লিশ বছর, এবং তিনি পঁয়তাল্লিশতম জয়ন্তীর পঞ্চম সপ্তাহের চতুর্থ বছরে মৃত্যুবরণ করলেন।
১৪ আর ইস্রায়েল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রদের আশীর্বাদ করলেন এবং মিশর দেশে তাদের যা কিছু ঘটবে, সেই সমস্ত কথা তাদের বললেন; শেষকালে তাদের উপর কী ঘটবে, তাও তিনি তাদের জানালেন, তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং যোষেফকে সেই দেশে দুই ভাগ জমি দিলেন।
১৫ আর তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রিত হলেন এবং কনান দেশের দ্বি-গুহায় তাঁকে সমাহিত করা হলো; হিব্রোন দেশের দ্বি-গুহায় তাঁর পিতা অব্রাহামের নিজের জন্য খনন করা কবরেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল।
১৬ আর তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর পূর্বপুরুষদের সমস্ত বই তাঁর পুত্র লেবিকে দিলেন, যেন তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য এই দিন পর্যন্ত সেগুলি সংরক্ষণ ও নবায়ন করতে পারেন।

অধ্যায় ৪৬

১ আর যাকোবের মৃত্যুর পর, ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিশর দেশে বংশবৃদ্ধি করতে লাগল এবং তারা এক মহান জাতিতে পরিণত হলো। তাদের অন্তর ছিল একতা; ভাই ভাইকে ভালোবাসত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইকে সাহায্য করত। আর যোষেফের জীবনের সমস্ত দিন, অর্থাৎ দশ সপ্তাহ বছর ধরে, তারা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল ও সংখ্যায় বহুগুণে বেড়ে গেল।
২ আর যাকোবের মৃত্যুর পর যোষেফের জীবনের সমস্ত দিনগুলিতে শয়তান বা কোনো অমঙ্গল ছিল না, কেননা যোষেফের জীবনের সমস্ত দিনগুলিতে সমস্ত মিশরীয়রা ইস্রায়েল সন্তানদের সম্মান করত।
৩ আর যোসেফ একশো দশ বছর বয়সে মারা গেলেন; তিনি সতেরো বছর কনান দেশে বাস করেছিলেন, দশ বছর দাস ছিলেন, তিন বছর কারাগারে ছিলেন এবং আশি বছর রাজার অধীনে থেকে সমস্ত মিশর দেশ শাসন করেছিলেন।
৪ আর তিনি, তাঁর সমস্ত ভাই এবং সেই প্রজন্মের সকলে মারা গেলেন।
৫ আর তিনি মৃত্যুর পূর্বে ইস্রায়েল-সন্তানদের এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যখন মিশর দেশ ত্যাগ করে যাবে, তখন যেন তাঁর অস্থি সঙ্গে নিয়ে যায়।
৬ আর তিনি তাঁর অস্থি সম্বন্ধে তাদের দিয়ে শপথ করালেন, কারণ তিনি জানতেন যে মিশরীয়রা তাঁকে আর কনান দেশে বের করে এনে কবর দেবে না; কেননা কনানের রাজা মাকমারোন অ দেশে বাস করার সময় উপত্যকায় মিশরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেছিলেন এবং মিশরীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করে এরমোনের ফটক পর্যন্ত গিয়েছিলেন।
৭ কিন্তু তিনি প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মিশরের রাজা হিসেবে অন্য একজন, এক নতুন রাজা, সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তিনি তাঁর চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিলেন। তিনি কনান দেশে ফিরে গেলেন এবং মিশরের ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো; ফলে কেউ মিশর থেকে বাইরে গেল না এবং ভেতরেও প্রবেশ করল না।
৮ আর যোষেফ ছেচল্লিশতম জয়ন্তীর ষষ্ঠ সপ্তাহে, দ্বিতীয় বর্ষে মারা গেলেন এবং লোকেরা তাঁকে মিশর দেশে কবর দিল, আর তাঁর পরে তাঁর সমস্ত ভাইও মারা গেলেন।
৯ আর মিশরের রাজা সাতচল্লিশতম জয়ন্তীর সময়ে, দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, কনানের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ যোষেফের অস্থি ছাড়া যাকোবের সন্তানদের সকলের অস্থি বের করে এনে পর্বতের মধ্যে অবস্থিত দ্বি-গুহায় প্রান্তরে সমাহিত করল।
১০ আর তাদের অধিকাংশই মিশরে ফিরে গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন হিব্রোনের পর্বতে থেকে গেল এবং তোমার পিতা অম্রাম তাদের সঙ্গে থাকলেন।
১১ আর কনানের রাজা মিশরের রাজার উপর জয়লাভ করলেন এবং তিনি মিশরের ফটকগুলো বন্ধ করে দিলেন।
১২ আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে এক মন্দ পরিকল্পনা করলেন এবং মিশরের লোকদের বললেন: 'দেখো, ইস্রায়েল-সন্তানদের লোকেরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ও বহুগুণে বেড়ে গেছে।'
১৩ এসো, তারা সংখ্যায় অনেক হয়ে যাওয়ার আগেই আমরা তাদের সঙ্গে বিজ্ঞতার সঙ্গে আচরণ করি এবং যুদ্ধ আমাদের উপর আসার আগেই ও তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগেই আমরা তাদের দাসত্বে আবদ্ধ করি; নতুবা তারা আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং আমাদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে, কেননা তাদের মন ও মুখ কনান দেশের দিকে রয়েছে।'
১৪ আর তিনি তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন, যেন তারা দাসত্বের দ্বারা তাদের পীড়ন করে; এবং তারা ফরৌণ, পিথোম ও রামসেসের জন্য মজবুত নগর নির্মাণ করল এবং মিশরের নগরগুলিতে যে সমস্ত প্রাচীর ও দুর্গ ভেঙে পড়েছিল, সেগুলি আবার গড়ে তুলল।

১৫ আর তারা তাদের দিয়ে কঠোরভাবে কাজ করাতো, এবং তাদের প্রতি যত বেশি অত্যাচার করতো, তারা তত বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলো।
১৬ আর মিশরের লোকেরা ইস্রায়েল-সন্তানদের ঘৃণা করত।

অধ্যায় ৪৭

১ আর সপ্তম সপ্তাহে, সপ্তম বছরে, সাতচল্লিশতম জয়ন্তীতে, তোমার পিতা কনান দেশ থেকে বের হয়ে এলেন, এবং তার ষষ্ঠ বছরে, আটচল্লিশতম জয়ন্তীতে, চতুর্থ সপ্তাহে তোমার জন্ম হলো; এই সময়টি ছিল ইস্রায়েল সন্তানদের উপর মহাক্লেশের সময়।
২ আর মিশরের রাজা ফরৌণ তাদের সম্বন্ধে এই আদেশ দিলেন যে, তাদের জন্ম নেওয়া সমস্ত পুরুষ সন্তানকে যেন তারা নদীতে ফেলে দেয়।
৩ আর তোমার জন্মের দিন পর্যন্ত, সাত মাস ধরে তারা সেগুলোকে জলে নিক্ষেপ করে রাখল।
৪ আর তোমার মা তোমাকে তিন মাস লুকিয়ে রাখলেন এবং লোকেরা তাঁর বিষয়ে খবর দিল। তিনি তোমার জন্য একটি সিন্দুক তৈরি করে, সেটিকে আলকাতরা ও পিচ দিয়ে ঢেকে নদীর তীরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে রাখলেন। তিনি তোমাকে সাত দিন তার মধ্যে রাখলেন। তোমার মা রাতে এসে তোমাকে স্তন্যপান করাতেন এবং দিনে তোমার বোন মরিয়ম তোমাকে পাখিদের থেকে রক্ষা করতেন।
৫ সেই দিনগুলিতে ফরৌণের কন্যা তর্মূৎ নদীতে স্নান করতে এসে তোমার কান্নার স্বর শুনলেন। তিনি তাঁর দাসীদের তোমাকে বাইরে নিয়ে আসতে বললেন এবং তারা তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে এল।
৬ আর তিনি তোমাকে সিন্দুক থেকে বের করে আনলেন এবং তোমার প্রতি তাঁর করুণা হল।
৭ আর তোমার বোন তাকে বলল, 'আমি কি গিয়ে তোমার জন্য এই শিশুটিকে স্তন্যপান করানোর জন্য হিব্রু নারীদের মধ্য থেকে একজনকে ডেকে আনব?'
৮ আর তিনি তাকে বললেন, 'যাও।' তখন তিনি গিয়ে তোমার মা যোকেবেদকে ডেকে আনলেন এবং তিনি তাঁর পারিশ্রমিক দিয়ে তোমার লালনপালন করলেন।
৯ আর পরে, যখন তুমি বড় হলে, তখন তারা তোমাকে ফরৌণের কন্যার কাছে নিয়ে গেল এবং তুমি তার পুত্র হলে; তোমার পিতা অম্রাম তোমাকে লিখতে শেখালেন এবং তিন সপ্তাহ পূর্ণ হলে তারা তোমাকে রাজদরবারে নিয়ে গেল।
১০ আর তুমি রাজদরবারে তিন সপ্তাহ ছিলে, অবশেষে [২৩৫১-] সালে তুমি রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে, একজন মিশরীয় তোমার সেই বন্ধুকে আঘাত করছে যে [২৩৭২ AM] ইস্রায়েল-সন্তানদের একজন ছিল, তখন তুমি তাকে হত্যা করে বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখলে।
১১ আর দ্বিতীয় দিনে তুমি ও ইস্রায়েল-সন্তানের মধ্যে দুজন বিবাদ চলাকালে, যে অন্যায় করছিল তাকে বললে, 'তুমি তোমার ভাইকে কেন মারছ?'
১২ আর তিনি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'কে তোমাকে আমাদের উপর অধ্যক্ষ ও বিচারক নিযুক্ত করেছে? তুমি কি আমাকেও সেইভাবে হত্যা করতে চাও, যেভাবে গতকাল মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে?' এই কথা শুনে তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে।

অধ্যায় ৪৮

১ আর উনচল্লিশতম জয়ন্তীর ষষ্ঠ বছরের তৃতীয় সপ্তাহে তুমি প্রস্থান করে মিদিয়ান দেশে পাঁচ সপ্তাহ ও এক বছর বাস করলে। এবং পঞ্চাশতম জয়ন্তীর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তুমি মিশরে ফিরে এলে।
২ আর তুমি নিজেই জানো, সিনাই পর্বতে তিনি তোমার কাছে কী বলেছিলেন, এবং মিশরে ফেরার পথে যখন তুমি বিশ্রামস্থলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলে, তখন রাজপুত্র মাস্তেমা তোমার সঙ্গে কী করতে চেয়েছিলেন।
৩ যখন তিনি দেখলেন যে, মিশরীয়দের উপর বিচার ও প্রতিশোধ কার্যকর করার জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছে, তখন কি তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে হত্যা করতে এবং মিশরীয়দের তোমার হাত থেকে উদ্ধার করতে চাননি?
৪ আর আমি তোমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করলাম, এবং তুমি মিশরে ফরৌণের বিরুদ্ধে, তার সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে, তার দাসদের ও তার প্রজাদের বিরুদ্ধে সেইসব চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ সম্পাদন করলে, যা করার জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছিল।
৫ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের খাতিরে তাদের উপর মহাপ্রতিশোধ নিলেন এবং রক্ত ও ব্যাঙ, উকুন ও মাছিরূপী মারাত্মক ফোঁড়ার দ্বারা তাদের আঘাত করলেন; এবং তাদের পশুদের মৃত্যু ঘটালেন; এবং শিলাবৃষ্টির দ্বারা, যার দ্বারা তিনি তাদের জন্য উৎপন্ন সমস্ত কিছু ধ্বংস করলেন; এবং পঙ্গপালের দ্বারা, যা শিলাবৃষ্টির পর অবশিষ্ট থাকা ফসল খেয়ে ফেলল, এবং অন্ধকারের দ্বারা; এবং মানুষ ও পশুর প্রথমজাতদের মৃত্যুর দ্বারা, আর সদাপ্রভু তাদের সমস্ত প্রতিমার উপর প্রতিশোধ নিলেন এবং সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
৬ আর এই সবকিছু তোমার হাত দিয়েই পাঠানো হয়েছিল, যেন ঘটনাগুলো ঘটার আগেই তুমি তা ঘোষণা করো; এবং তুমি মিশরের রাজার সঙ্গে তাঁর সমস্ত দাস ও প্রজাদের সামনে কথা বলেছিলে।
৭ আর তোমার বাক্য অনুসারেই সবকিছু ঘটল; ইস্রায়েলের পক্ষে মিশরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেই দেশের উপর দশটি মহাবিচার নেমে এল।
৮ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের খাতিরে এই সবকিছু করলেন এবং অব্রাহামের সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি হয়েছিল, সেই অনুসারেই করলেন যে, যারা তাদের বলপূর্বক দাসত্বে এনেছিল, তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ নেবেন।
৯ আর রাজপুত্র মাস্তেমা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং তোমাকে ফেরাউনের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, আর তিনি মিশরীয় যাদুকরদের সাহায্য করলেন।
১০ আর তারা উঠে দাঁড়িয়ে তোমার সামনে সেইসব মন্দ কাজ করল, যা করার অনুমতি আমরা তাদের দিয়েছিলাম; কিন্তু প্রতিকারের কাজগুলো তাদের হাতে হতে দিইনি।
১১ আর সদাপ্রভু তাদেরকে মারাত্মক ক্ষত দ্বারা আঘাত করলেন, ফলে তারা দাঁড়াতে পারল না; কেননা আমরা

তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছিলাম যে, তারা একটিও অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করতে পারল না।
১২ আর এই সমস্ত চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ সত্ত্বেও রাজপুত্র মাস্তেমা লজ্জিত হননি, কারণ তিনি সাহস সঞ্চয় করে মিশরীয়দের কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, "তোমাকে পশ্চাদ্ধাবন কর, মিশরীয়দের সমস্ত শক্তি, তাদের রথ, তাদের অশ্ব এবং মিশরের সমস্ত জাতির সৈন্যদল নিয়ে।"
১৩ আর আমি মিশরীয়দের ও ইস্রায়েলের মাঝখানে দাঁড়ালাম এবং ইস্রায়েলকে তার হাত থেকে ও তার লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করলাম; আর সদাপ্রভু তাদেরকে সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে এমনভাবে পার করে দিলেন, যেন তা শুকনো ভূমি।
১৪ আর ইস্রায়েলকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য তিনি যে সমস্ত জাতিকে এনেছিলেন, আমাদের প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে সমুদ্রের মাঝখানে, ইস্রায়েল সন্তানদের নীচের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন; ঠিক যেমন মিশরের লোকেরা তাদের সন্তানদের নদীতে ফেলে দিত। তিনি তাদের দশ লক্ষ লোকের উপর প্রতিশোধ নিলেন, এবং তোমার লোকদের সন্তানদের একটিমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নদীতে ফেলে দেওয়ার কারণে এক হাজার শক্তিশালী ও উদ্যমী পুরুষ ধ্বংস হল।
১৫ আর চতুর্দশ দিনে, পঞ্চদশ দিনে, ষোড়শ দিনে, সপ্তদশ দিনে ও অষ্টাদশ দিনে রাজপুত্র মস্তেমাকে ইস্রায়েল-সন্তানদের পিছনে বেঁধে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, যেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে না পারেন।
১৬ আর উনিশ তারিখে আমরা তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম, যেন তারা মিশরীয়দের সাহায্য করে এবং ইস্রায়েল-সন্তানদের পশ্চাদ্ধাবন করে।
১৭ আর তিনি তাদের হৃদয় কঠিন ও একগুঁয়ে করে দিলেন এবং আমাদের প্রভু ঈশ্বর এই কৌশল করলেন, যেন তিনি মিশরীয়দের আঘাত করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারেন।
১৮ আর চৌদ্দ তারিখে আমরা তাঁকে বাঁধলাম, যেন তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের বিরুদ্ধে সেই দিনে অভিযোগ করতে না পারেন, যেদিন তারা মিশরীয়দের কাছে পাত্র ও পোশাক, রূপার, সোনার ও পিতলের পাত্র চেয়েছিল; যেন মিশরীয়দের উপর যে দাসত্ব তারা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিতে তারা মিশরীয়দের সম্পদ লুট করতে পারে।
১৯ আর আমরা ইস্রায়েল-সন্তানদের মিশর থেকে খালি হাতে বের করে আনিনি।

অধ্যায় ৪৯

১ নিস্তারপর্ব সম্বন্ধে প্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা স্মরণ করো: তুমি প্রথম মাসের চৌদ্দ তারিখে যথাসময়ে তা পালন করবে, সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে পশু জবাই করবে এবং পনেরো তারিখের সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় থেকে লোকেরা তা ভোজন করবে।
২ কারণ সেই রাতে—উৎসবের ও আনন্দের শুরুতে—তোমরা মিশরে নিস্তারপর্বের ভোজ খাচ্ছিলে, যখন মিশর দেশের সমস্ত প্রথমজাতকে হত্যা করার জন্য মাস্তেমার সমস্ত শক্তিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল; ফরৌণের প্রথমজাত থেকে শুরু করে যাঁতাকলের বন্দিনী দাসীর প্রথমজাত এবং পশু পর্যন্ত।
৩ আর সদাপ্রভু তাদের এই চিহ্ন দিলেন: যে সকল ঘরের চৌকাঠের উপরে তারা প্রথম বছরের মেষশাবকের রক্ত দেখবে, সেই ঘরে তারা যেন বধ করার জন্য প্রবেশ না করে, বরং তার পাশ দিয়ে চলে যায়, যেন সেই ঘরে যারা আছে, তারা সকলেই রক্ষা পায়, কারণ তার চৌকাঠের উপরে রক্তের চিহ্ন ছিল।
৪ আর সদাপ্রভুর শক্তিগণ তাঁর আজ্ঞা অনুসারেই সবকিছু করলেন; তাঁরা ইস্রায়েলের সকল সন্তানকে অতিক্রম করে গেলেন এবং সেই মহামারী তাদের মধ্য থেকে পশু, মানুষ বা কুকুরের কোনো প্রাণকে বিনাশ করার জন্য তাদের উপর আসেনি।
৫ আর মিশরে সেই মহামারী অত্যন্ত মারাত্মক ছিল; মিশরের এমন কোনো ঘর ছিল না যেখানে একজনও মারা যায়নি এবং সেখানে কান্নাকাটি ও বিলাপ ছিল না।
৬ আর সমস্ত ইস্রায়েল নিস্তারপর্বের মেষশাবকের মাংস খাচ্ছিল ও দ্রাক্ষারস পান করছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা, আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিচ্ছিল; আর তারা মিশরের জোয়াল ও সেই জঘন্য দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত ছিল।
৭ আর তুমি তোমার জীবনের সমস্ত দিন এই দিনটি স্মরণ রেখো এবং প্রতি বছর এর সমস্ত বিধি অনুসারে, নির্দিষ্ট দিনে তা পালন করো; এবং দিন দিন বা মাস মাস তা স্থগিত কোরো না।
৮ কারণ এটি এক চিরস্থায়ী বিধান, এবং ইস্রায়েলের সকল সন্তানের সম্বন্ধে স্বর্গীয় ফলকে খোদিত আছে যে, তারা তাদের সকল প্রজন্ম ধরে প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে তা পালন করবে; এবং এর কোনো দিনের সীমা নেই, কেননা এটি চিরকালের জন্য স্থির করা হয়েছে।
৯ আর যে ব্যক্তি অশুচিতা থেকে মুক্ত, অথচ সেই উৎসবের দিনে প্রভুর উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে এবং তাঁর সামনে পানাহার করতে আসে না, সেই শুচি ও নিকটবর্তী ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করা হবে; কারণ সে নির্দিষ্ট সময়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেনি, তাই সে নিজের উপর দোষ চাপিয়ে নেবে।
১০ ইস্রায়েল-সন্তানগণ আসুক এবং প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে, সন্ধ্যাবেলায়, দিনের এক-তৃতীয়াংশ থেকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, এর নির্দিষ্ট সময়ে নিস্তারপর্ব পালন করুক; কারণ দিনের দুই ভাগ আলোর জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ সন্ধ্যার জন্য নির্ধারিত।
১১ প্রভু তোমাকে এই সেই আদেশই দিয়েছিলেন যে, তুমি সন্ধ্যাবেলায় তা পালন করবে।
১২ আর দিনের আলোতে এটিকে জবাই করা জায়েজ নয়, কিন্তু সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে জবাই করতে হবে। আর তারা যেন সন্ধ্যাবেলা থেকে রাতের তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত তা ভক্ষণ করে এবং রাতের তৃতীয় ভাগের পর থেকে এর মাংসের যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা যেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।
১৩ আর তারা তা জলে রান্না করবে না, কাঁচাও খাবে না, কিন্তু আগুনে ঝলসে নেবে; তারা তা যত্নসহকারে খাবে; এর

মাথা ও নাড়িভুঁড়ি এবং পা দুটো আগুনে ঝলসে নেবে, আর এর কোনো হাড় ভাঙবে না; কারণ ইস্রায়েল-সন্তানদের কোনো হাড়ই চূর্ণ করা হবে না।
১৪ এই কারণে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা নির্দিষ্ট দিনে নিস্তারপর্ব পালন করে এবং সেই দিনের কোনো হাড় না ভাঙে; কারণ এটি একটি উৎসবের দিন ও আদিষ্ট দিন, এবং দিন দিন বা মাস মাস এটি পাল্টে যেতে পারে না, কিন্তু এর উৎসবের দিনেই তা পালন করা হোক।
১৫ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের এই আদেশ দাও যে, তারা যেন সারা জীবন ধরে, প্রতি বছর একবার, তার নির্দিষ্ট দিনে নিস্তারপর্ব পালন করে। আর তা প্রভুর দৃষ্টিতে এক প্রীতিকর স্মারক হয়ে আসবে এবং যে বছর তারা তাঁর আজ্ঞা অনুসারে যথাসময়ে নিস্তারপর্ব সব দিক দিয়ে উদযাপন করবে, সেই বছরে কোনো মহামারী তাদের বিনাশ বা আঘাত করতে আসবে না।
১৬ আর তারা প্রভুর পবিত্র স্থানের বাইরে তা ভোজন করবে না, কিন্তু প্রভুর পবিত্র স্থানের সামনেই ভোজন করবে এবং ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক নির্দিষ্ট সময়ে তা উদযাপন করবে।
১৭ আর যে পুরুষের ভোজের দিন পূর্ণ হয়েছে, সে বিশ বছর বয়স থেকে তোমাদের ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে প্রভুর সামনে তা ভোজন করবে; কারণ প্রভুর পবিত্র স্থানে তা ভোজন করার জন্যই এইভাবে লেখা ও বিধান করা হয়েছে।
১৮ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন তাদের অধিকারভুক্ত দেশ, অর্থাৎ কনান দেশে প্রবেশ করবে এবং সেই দেশের মাঝখানে তাদের কোনো একটি গোত্রের মধ্যে সদাপ্রভুর আবাস স্থাপন করবে; যতক্ষণ না সেই দেশে সদাপ্রভুর পবিত্র গৃহ নির্মিত হয়, ততক্ষণ তারা যেন এসে সদাপ্রভুর আবাসের মাঝখানে নিস্তারপর্ব উদযাপন করে এবং প্রতি বছর সদাপ্রভুর সামনে পশু বলিদান করে।
১৯ আর যেদিন তাদের অধিকারের দেশে প্রভুর নামে সেই গৃহ নির্মিত হবে, সেদিন তারা সেখানে গিয়ে সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের সময়, দিনের তৃতীয় ভাগে নিস্তারপর্বের পশু বলিদান করবে।
২০ আর তারা যজ্ঞবেদীর চৌকাঠে তার রক্ত উৎসর্গ করবে, যজ্ঞবেদীর ওপরের আগুনে তার চর্বি রাখবে এবং প্রভুর নামে পবিত্র করা গৃহের প্রাঙ্গণে আগুনে ঝলসানো তার মাংস ভোজন করবে।
২১ আর তারা নিজেদের নগরে, কিংবা প্রভুর আবাস বা তাঁর গৃহের সামনে ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নিস্তারপর্ব পালন করবে না; যেখানে তাঁর নাম বাস করে; এবং তারা প্রভু থেকে বিপথে যাবে না।
২২ আর হে মোশি, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে নিস্তারপর্বের বিধি-বিধান পালন করার আদেশ দাও, যেমন তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল; তুমি প্রতি বছর ও তার দিনগুলিতে এবং খামিরবিহীন রুটির উৎসবের বিষয়ে তাদের কাছে ঘোষণা করো যে, তারা যেন সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খায়, তার উৎসব পালন করে এবং সেই সাত দিনের আনন্দময় সময়ে প্রতিদিন তোমার ঈশ্বরের বেদীর উপর প্রভুর সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে।
২৩ কারণ তোমরা মিশর থেকে বের হয়ে শূর মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে এই উৎসব পালন করেছিলে; কেননা সমুদ্রের তীরে তোমরা তা সম্পন্ন করেছিলে।

অধ্যায় ৫০

১ আর এই বিধি অনুসারে, আমি তোমাকে সিনাই মরুভূমিতে বিশ্রামবারগুলির দিনগুলি জানিয়েছিলাম, যা এলিম ও সিনাইয়ের মাঝে অবস্থিত।
২ আর আমি তোমাকে সীনাই পর্বতের উপর সেই দেশের বিশ্রামকালগুলির বিষয়ে বলেছিলাম, এবং বর্ষগুলির বিশ্রামকালে জয়ন্তী বর্ষগুলির বিষয়েও বলেছিলাম; কিন্তু তার বর্ষটি আমি তোমাকে বলিনি, যতক্ষণ না তোমরা সেই দেশে প্রবেশ কর যা তোমাদের অধিকার করতে হবে।
৩ আর সেই দেশও যতদিন সেখানে বাস করবে, ততদিন বিশ্রামদিন পালন করবে এবং তারা জয়ন্তী বর্ষ জানবে।
৪ এইজন্য আমি তোমার জন্য বর্ষ-সপ্তাহ, বছর ও জয়ন্তী কাল স্থির করেছি; আদমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ঊনচল্লিশটি জয়ন্তী বর্ষ, এক সপ্তাহ ও দুই বছর আছে; এবং প্রভুর আজ্ঞা শিক্ষা করার জন্য আরও চল্লিশ বছর বাকি আছে, যতক্ষণ না তারা পশ্চিম দিকে জর্ডন নদী পার হয়ে কনান দেশে প্রবেশ করে।
৫ আর যুগকাল অতিবাহিত হবে, যতক্ষণ না ইস্রায়েল ব্যভিচার, অশুচিতা, কলুষতা, পাপ ও ভ্রান্তির সমস্ত দোষ থেকে শুচি হয় এবং সমস্ত দেশে আত্মবিশ্বাসের সাথে বাস করে; আর তখন আর কোনো শয়তান বা কোনো দুষ্ট শক্তি থাকবে না এবং সেই সময় থেকে দেশ চিরকালের জন্য শুচি হবে।
৬ আর দেখ, বিশ্রামবার সম্বন্ধে এই বিধান—আমি তোমার জন্য তা লিখে রেখেছি—এবং এর বিধি-বিধানের সমস্ত বিধানও।
৭ ছয় দিন তুমি পরিশ্রম করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিশ্রামবার। সেই দিনে তোমরা, তোমাদের পুত্রেরা, তোমাদের পুরুষ দাস ও নারী দাসেরা, তোমাদের সমস্ত পশু এবং তোমাদের সঙ্গে থাকা প্রবাসী—সকলেই কোনো প্রকার কাজ করবে না।
৮ আর যে ব্যক্তি সেই দিনে কোনো কাজ করে, সে মারা যাবে: যে কেউ সেই দিনটিকে অপবিত্র করে, যে তার স্ত্রীর সাথে শয়ন করে, অথবা যে কেউ বলে যে সে সেই দিনে কোনো কেনাবেচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে: এবং যে কেউ সেই দিনে এমন জল তোলে যা সে ষষ্ঠ দিনে নিজের জন্য প্রস্তুত করেনি, এবং যে কেউ তা নিজের তাঁবু বা ঘর থেকে বাইরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো বোঝা নেয়, সে মারা যাবে।
৯ বিশ্রামবারে তোমরা ষষ্ঠ দিনে নিজেদের জন্য যা প্রস্তুত করেছ, তা ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না; যেন তোমরা আহার, পান ও বিশ্রাম করতে পারো এবং সেই দিনে সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম পালন করে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারো; যিনি তোমাদের একটি উৎসবের দিন ও পবিত্র দিন দিয়েছেন। আর এই দিনটি সমস্ত ইস্রায়েলের

জন্য পবিত্র রাজ্যের দিন, যা তাদের দিনগুলোর মধ্যে চিরকালের জন্য অন্যতম।
১০ কারণ সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে এই মহান সম্মান দিয়েছেন যে, তারা এই উৎসবের দিনে আহার ও পান করে পরিতৃপ্ত হবে এবং সেদিন মানুষের সমস্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম নেবে; কেবল নির্দিষ্ট দিন ও বিশ্রামবারে সদাপ্রভুর সামনে গন্ধরস জ্বালানো এবং নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করা ছাড়া।
১১ এই কাজ কেবল বিশ্রামবারে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র স্থানে করা হবে; যেন তারা প্রতিদিন ক্রমাগত বলিদানের দ্বারা ইস্রায়েলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে, যা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে এক প্রীতিকর স্মারকস্বরূপ হয়, এবং যেন তুমি যেমন আজ্ঞা পেয়েছ, সেই অনুসারে তিনি প্রতিদিন তাদের গ্রহণ করেন।
১২ আর যে কেউ সেই দিনে কোনো কাজ করে, বা যাত্রা করে, বা নিজের বাড়িতে বা অন্য কোনো স্থানে তার ক্ষেত চাষ করে, এবং যে কেউ আগুন জ্বালায়, বা কোনো পশুর পিঠে চড়ে, বা সমুদ্রে জাহাজে ভ্রমণ করে, এবং যে কেউ কোনো কিছুকে আঘাত করে বা হত্যা করে, বা কোনো পশু বা পাখি জবাই করে, বা যে কেউ কোনো পশু, পাখি বা মাছ ধরে, অথবা যে কেউ বিশ্রামবারে উপবাস করে বা যুদ্ধ করে:
১৩ যে ব্যক্তি বিশ্রামবারে এই কাজগুলোর কোনোটি করে, সে মারা যাবে, যেন ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশের বিশ্রামবার সংক্রান্ত আজ্ঞা অনুসারে বিশ্রামবার পালন করে, যেমন সেই ফলকগুলিতে লেখা আছে; যেগুলি তিনি আমার হাতে দিয়েছিলেন যেন আমি তোমার জন্য ঋতুসমূহের বিধি এবং দিন বিভাজন অনুসারে ঋতুসমূহ লিখে দিই। এর দ্বারাই দিন বিভাজনের বিবরণ সমাপ্ত হলো।